যে, ভারত-রমণীগণ আমাদিগের এই আবেদন-পত্র একেবারে অগ্রাহ্য করিবেন না। যে কোন মহদ্‌-অন্তঃকরণা মহিলা যাহা কিছু দিতে ইচ্ছা করেন, নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত ও বাধিত করিবেন।

বিনীতা—

শ্রীহেমলতা দেবী,
পোঃ অঃ—শান্তিনিকেতন, বোলপুর।

শ্রীঅবলা বসু,
৯৩নং, অপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীকৃষ্ণভাবিনী দাস,
৪নং, উইলিয়ম লেন, কলিকাতা।

হেড আপিস :— ৭১, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিরহের মিলন।

জানি তুমি কাছে নাই,
তবে কেন প্রিয়, ভুবন ভরিয়া
তোমারই সাড়া পাই?
আলোকের প্রতি দীপ্ত নিশাসে,
আঁধারের ওই স্তব্ধ তরাসে,
জাগরণে কিবা ঘুমের আবেশে,
তুমি আছ সব ঠাঁই;
প্রতি দিবসের প্রতি পলে পলে
যখন যে দিকে চাই।

অরুণ যখন তরুণ হাসিয়া
ধরণীর বুকে আসি,
শত চুম্বনে মুছে' ছায় তার
নীহার-অশ্রুরাশি;
মনে হয় তব মদির অধর,
আমারেই বুঝি করিছে আদর,—
কেটে যায় ঘন বিরহ-বাদর,
হেরি শরতের হাসি;
রাঙা অধরের রঙিন সোহাগ
বাজায় মিলন-বাঁশী।

শাখি-শাখে পাখি-কণ্ঠ-কাকলি
কি গান গাহিয়া উঠে,
উষার কোমল স্নিগ্ধ হিয়ার
সরমের বাঁধ টুটে!
প্রতি-অটবীর পত্রে-পত্রে,
হেরি তব লিপি কিরণ-ছত্রে;—
বিরহ-ব্যথিত সজল নেত্রে
পুলক-প্রবাহ ছুটে;—
হিয়া-সরসীতে মুদিত কমল
অমল আলোকে ফুটে!

সন্ধ্যা যখন শ্যাম-বরণীরে
দু'বাহু বাড়ায়ে ডাকে,
অন্ধকারের বিপুল আড়ালে
বিরলে লুকায়ে রাখে ;
মনে হয় তব নিকষ-পরশে,
ঘুমা'তেছি আমি নিবিড় হরষে,
তন্দ্রা-জড়িত পরাণ সে রসে
আবেশে ডুবিয়া থাকে ;
ধ্যান-নিমগন আঁধারের তুলি
কি মোহন ছবি আঁকে !

তুমি কাছে নাই—মিছে কথা দেব,
মিছে বিরহের গান ;
মলয়ার প্রতি স্পন্দন-মাঝে
বাজে মিলনের তান।
তোমার সরল রভস বচনে,
নিতি যে ঘুমাই অবশ লোচনে,
প্রভাতে আবার তব পরশনে
জেগে পাই নব প্রাণ ;
কতই যতনে ভাঙিতেছ মোর
প্রতি-দিবসের মান।

নরেশ।

স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

সপ্তদশ অধ্যায়— কতিপয় উপদেশ।

১। রন্ধন

রন্ধন-কার্য্যে পটু হওয়া স্ত্রীজাতির উচিত। যে মহিলা রন্ধনে অনিপুণা সে রমণী-নামের অযোগ্যা। অপক আহারে স্বাস্থ্য থাকিতে পারে না। বেতন-ভোগী লোক-দ্বারা রন্ধন-কার্য্য অনেক স্থলে সম্পাদিত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহাদিগের দ্বারা তাহা কোনও-ক্রমেই সুসম্পাদিত হইতে পারে না। রন্ধন ও পরিবেশনের নিমিত্ত ধনিগণ লোক নিযুক্ত করিলে ক্ষতি নাই, কিন্তু গৃহিণী স্বয়ং তত্ত্বাবধান না করিলে পরিবারের কাহারও আহার করিয়া তৃপ্তি-লাভ হইতে পারে না।

পুরাকালে ভারতবর্ষে রন্ধন-বিজ্ঞান অতি চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। এমন কি, পুরুষগণও এই বিদ্যায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইতেন। নলরাজা পাক-ক্রিয়াতে স্বয়ং সুনিপুণ ছিলেন। রন্ধন ও পাকের বৈজ্ঞানিক প্রণালী তাঁহার দ্বারাই ভারতে প্রবর্ত্তিত হয়। পরে পাণ্ডবদিগের সময়ে ভীমসেন পাক-সম্বন্ধে একটী গ্রন্থ লিখিয়া যান। ইঁহার পরে বিক্রমাদিত্যের সময়ে পাক-প্রণালী যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করে। পরন্তু হিন্দুদিগের অধঃপতনের সহিত পাকবিদ্যা প্রায় লোপ পায়। অবশেষে আকবর বাদসাহ ভারতবর্ষে আসিয়া ভারতের পাক-প্রণালী সম্বন্ধে একটি গ্রন্থ সঙ্কলিত করেন। তাহাই এখন 'মোগলাই-রন্ধন'-নামে খ্যাত। একণ রন্ধন হিন্দু-দিগের মধ্যে এক প্রকার লোপ পাইয়াছে।

সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে পাক-প্রণালীরও পরিবর্ত্তন হওয়া চাই। শাক-চচ্চড়ি প্রভৃতি নিত্য-আহার্য্য-বস্তুর রন্ধন উত্তমরূপে শিখিতে হইবে

তদ্ব্যতীত, অন্ন, পরমান্ন, ব্যঞ্জনাদি সামান্য চলিত রন্ধন, মোগলাই মতে মাংস-রন্ধন, মোদকদিগের মতে মিষ্টান্নের পাক, হালুইকরদিগের মতে সুজি, ডাল, কুমড়া ও ক্ষীরের মিষ্টান্নের পাক, হিন্দুস্থানী-দিগের মতে আচার ও মোরব্বা প্রভৃতি, ইংরাজ-দিগের মতে কেক্‌, পুডিং, বিস্কুট, পাঁউরুটী, দেশীয় মতে রুটি, লুচি, কচুরী ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে পারদর্শী হইতে হইবে। গৃহিণীর এ-সকল বিষয়ে পারদর্শিতা প্রশংসার বিষয়। নারায়ণের স্ত্রী লক্ষ্মী, শিবের স্ত্রী অন্নপূর্ণা, পাণ্ডবদিগের গৃহিণী দ্রৌপদী আদর্শ সু-পাচিকা ছিলেন।

কেবলমাত্র রন্ধনাদি কার্য্যে সুনিপুণা হইলে চলিবে না। কোন বস্তু গুরুপাক, কোন বস্তু লঘুপাক, কোন্ বস্তুর কি গুণ, মিশ্র ও অমিশ্র দ্রব্যের কি গুণ, কোন্‌টী রোগীর সুপথ্য ও কোন্‌টী কুপথ্য, কোন্ ঋতুতে কিরূপ দ্রব্যাদি আহার করিতে হইবে, শিশু ও গর্ভিণীর কিরূপ আহার উপযোগী, ইত্যাদি বিষয়ে গৃহিণীর সম্যক জ্ঞান থাকা উচিত।

রন্ধন সুস্বাদ, সুগন্ধ-বিশিষ্ট ও স্বচ্ছ হওয়া উচিত। নতুবা আহার রুচিকর হইতে পারে না। সূপকার রাখিতে হইলে, যে-ব্যক্তি শুচি, সুরূপ ও সংক্রামক-রোগ-(যেমন কণ্ডু প্রভৃতি) বিনির্ম্মুক্ত, যে-ব্যক্তি আহার্য্য-দ্রব্যগুলি চালিয়া বাছিয়া লইয়া ভোজন প্রস্তুত করে, এবং পরিবেশন-কালে সুপরিষ্কৃত পাত্রাদিতে পরিবেশন করে, তাদৃশ সুনিপুণ ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা উচিত। অন্ন পদার্থকে প্রস্তর, কাঁচ, মৃন্ময় অথবা কাংস-পাত্রে রাখা বিধেয়। পিত্তল বা তাম্র-পাত্রে কখনও রাখিবে না। তাহা রাখিলে কলঙ্ক উঠিয়া ভোজ্য পদার্থ বিষাক্ত হইয়া যাইবে।

অন্ন-ব্যঞ্জনাদি এমন একটি সচ্ছিদ্র আবরণের মধ্যে রাখিতে হইবে যন্মধ্যে বায়ু সঞ্চরণ করিতে পারে। ইংরাজেরা সচ্ছিদ্র-লৌহচাদর-পরিবেষ্টিত পাত্রে ভোজন-পদার্থ রাখিয়া দেয় বলিয়া তন্মধ্য দিয়া বায়ুর গমনাগমন-নিবন্ধন রক্ষিত অন্নব্যঞ্জন পচিয়া যায় না, অথবা তাহাতে পতঙ্গাদি পতিত হইতে পারে না। হাঁড়িতে ভাত রাখিয়া সরা চাপা দেওয়া অথবা উক্ত প্রথা উত্তম; সুতরাং অনুকরণীয়। ইহাতে কোনওরূপ ধর্ম্মের হানি হয় না।

২। অলঙ্কার

অলঙ্কার পরিধান করিয়া কখনও অন্য গ্রামে যাইবে না। রাস্তায় অলঙ্কার পরিধান করিয়া চলিলে অনেক তস্করের মন তাহাতে আকৃষ্ট হয়; সুতরাং তাহারা অলঙ্কারগুলি অপহরণের জন্য,এমন কি হত্যা পর্য্যন্ত করিতে কুণ্ঠিত হয় না। রেল, নাট্যমন্দির প্রভৃতি স্থানে এরূপ দুর্ঘটনা অনেক ঘটিয়া থাকে। একটি মহিলার সহিত অনেকগুলি অলঙ্কার আছে দেখিলে তস্কর তাহার একজন স্ত্রীচরকে সেই গাড়িতে বসাইয়া দেয়। স্ত্রীচর অলঙ্কার-পরিহিতা রমণীর স্তাবকতা করিয়া তাঁহার মনে,"এই স্ত্রীলোকটী বড়ই ভদ্র", এইরূপ বিশ্বাস জন্মাইয়া প্রলুব্ধ করিয়া, ক্রমে আলাপের আধিক্যে বিষাদি প্রয়োগে, বা ছলে বলে কৌশলে, যে প্রকারেই হউক, তাঁহাকে প্রতারিত করিয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া চম্পট দেয়।

পথে যাইতে হইলে কখনও অলঙ্কার পরিধান করিবে না, অথবা পর-প্রদত্ত কোনও বস্তু আহার বা পান করিবে না। কেহ কিছু খাইতে দিলে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিবে যে, "পথমধ্যে কাহারও কোন বস্তু আহার করা আমাদিগের কুল-প্রথা নহে; সুতরাং মার্জ্জনা করিবেন। যদি কখনও আপনা-দিগের গ্রামে গমন করি, তখন আমি স্বয়ং আপনার বাটীতে যাইয়া আহার্য্যবস্তু স্বয়ং চাহিয়া খাইব; কিন্তু পথমধ্যে নহে।"

পথে মহার্ঘবস্তু কখনও নিজের সঙ্গে লইবে না; বরং গন্তব্য স্থানে তাহা নিজের নামে 'Insured parcel'এ পাঠাইয়া দিবে ও গন্তব্য স্থানের 'পোষ্ট-মাষ্টারকে' পত্র-দ্বারা জানাইবে যে, যতক্ষণ না তুমি আসিয়া পার্শেল স্বয়ং না গ্রহণ কর, ততক্ষণ পর্য্যন্ত যেন তাহা "ডিপসিটে" রাখা হয়। এরূপ করিলে বিপদের হ্রাস হইয়া থাকে।

অলঙ্কার পরিধান করিয়া কখনও স্নান করিতে যাইবে না। অনেকসময়ে শরীর হইতে অলঙ্কার চ্যুত হইয়া জলে পতিত হয়, তাহাতে অনেক-সময় অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। নিদ্রাভঙ্গে শয্যা

হইতে উঠিয়া গাত্রে অলঙ্কারগুলি ঠিক ঠিক আছে কি না, দেখিয়া লওয়া উচিত। কারণ, যদি কোনও অলঙ্কার অনবধানতা-বশতঃ ভৃত্যাদির হস্তে পতিত হয়, তবে তাহার পুনঃ-প্রাপ্তির আশা অতিশয় অল্প।

যে বাক্সে অলঙ্কারাদি বা অর্থ রক্ষিত হয়, তাহার ভেদ যেন কেহ না জানিতে পারে। অনেক সময় ভৃত্যেরা তস্করের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া অপহরণ করায়। সুতরাং ধনাদি গুপ্ত রাখা কর্ত্তব্য।

রাস্তা চলিতে হইলে কখনও মল পরিয়া নির্গত হইবে না। বাদ্যকারী অলঙ্কারমাত্রই পথ-গমন-কালে পরিত্যাজ্য। এরূপ অলঙ্কার লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

৩। পদব্রজে গমন।

পদব্রজে যাইবার কালে উচ্চৈঃস্বরে বার্ত্তালাপ অথবা মুখব্যাদান করিয়া হেলিয়া-দুলিয়া গমন করা অনুচিত। এরূপ-স্থলে সহসা রমণীর অখ্যাতি রটিয়া থাকে। মার্গ-গমন-কালে আপনার শরীরটী যথোচিতভাবে আবৃত করিবে। ঘোম্‌টার কয়েকটী লাভ আছে: প্রথমতঃ, মুখে সূর্য্যকিরণ লাগিতে পায় না, সুতরাং মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয় না; দ্বিতীয়তঃ, বায়ু-বিতাড়িত ধূলিরাশি মুখে জমিতে পারে না; এবং তৃতীয়তঃ, অপরে সহজে মুখ দেখিতে পারে না। যদিও আমরা দেড়-হাত-ঘোমটার পক্ষপাতী নহি, তথাপি ঘোমটার আমরা সম্পূর্ণ বিরোধী নহি।

কখনও একাকী রাস্তা চলিবে না। পরিবারস্থ কেহ, অথবা কোনও আত্মীয়া বা পরিচিতা রমণীর সঙ্গে থাকা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

৪। মেলাস্থানে গমন।

মেলা বা জনাকীর্ণ স্থানে যে-স্থানে পুরুষের সমাগম অধিক, সে-স্থানে স্ত্রীলোকের যাওয়াই উচিত নহে। ভিড়ের মধ্যে হারাইয়া যাইলে, ইতস্ততঃ ধাবমানা না হইয়া কোনও রাস্তার উপর উপবেশন করিবে; তাহা হইলে তোমার আত্মীয়বর্গ তোমাকে সহজে অন্বেষণ করিয়া লইতে পারিবে।

৫। পরগৃহে গমন।

পরের বাটীতে সাক্ষাৎ করিতে যাইলে, তথায় অতিসাবধানে কথাবার্ত্তা কহিবে। এমন কোনও কথা বা কার্য্য করিবে না, যদ্দ্বারা তোমাকে লোকে নির্লজ্জা বা দুর্ম্মুখা বিবেচনা করেন। অনেক স্ত্রীলোক পরগৃহে গমন করিয়া স্বকীয় স্তনাবরণ উদ্ঘাটনপূর্ব্বক যথায় তথায় উপবেশন করিয়া সন্তানকে স্তন্যপান করান। ইহা অতি-নির্লজ্জতার পরিচায়ক। সন্তানকে স্তন্য দিতে হইলে, নির্জ্জনে স্তন্য দেওয়াই বিধি।

গৃহে বা বাহিরে সর্ব্বত্র বস্ত্রাদি এমন ভাবে পরিধান করিবে, যেন কোন অঙ্গ অন্য কেহ দেখিতে না পায়। পাত্‌লা কাপড় পরিধান করিয়া কখনও কাহারও বাটী যাইবে না। পাত্‌লা কাপড় পরিধান করিলে নীচে একটা সেমিজ পরিয়া লইবে।

পরগৃহের গৃহিণী প্রভৃতি যদি কোনও দ্রব্য খাও-য়াইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন, তবে অকারণ তাহা প্রত্যাখ্যান করিও না। কারণ, তাহাতে তিনি অপমান বোধ করিতে পারেন।

প্রত্যাগমনের ইচ্ছা না থাকিলেও, কার্য্যহানির সম্ভাবনা দেখিলে, প্রত্যাবর্ত্তন করিবে; এবং যাহার বাটীতে গমন করিবে, প্রত্যাগমন-কালে তাঁহাকে সৌজন্য ও বিনয় দেখাইয়া বলিবে—"আপনার সহিত কথোপকথনে মন এত প্রীত হয় যে, যাইবার ইচ্ছাই হয় না; কিন্তু কি করি? গৃহের অনেক কার্য্য আছে, সুতরাং যাইতে হইতেছে; পুনর্ব্বার আমি আগমন করিব।" ইহার দ্বারা গৃহস্থও

প্রীতি লাভ করে, তোমারও সৌজন্য দেখান হয়, এবং অপরেও তোমার শিষ্টাচার দেখিয়া শিক্ষা লাভ করে।

নিরর্থক কখনও কাহারও বাটীতে বারং-এর্ক যাইবে না। অধিক বার যাইলে লোকের প্ন্মান পাওয়া যায় না।

৬। নিমন্ত্রণে আহার-বিধি।

নিমন্ত্রণে গিয়া অনেক রমণী কাপড়ে আহারের দ্রব্যাদি বাঁধিয়া যয়েন। যাঁহারা আহার না করিয়া ছাঁদা বাঁধেন, তাঁহাদিগের বিষয় কিছুই বলিবার নাই। নিমন্ত্রিত হইয়া না যাওয়া অপেক্ষা যাওয়া ভাল, এবং যাইয়া না খাওয়া অপেক্ষা ছাঁদা লওয়া ভাল; কিন্তু এককালে ভোজন করা ও ছাঁদা-বাঁধা সভ্যতা-বিগর্হিত। এরূপ কর্ম্ম রমণীগণ কখনও করিবেন না।

৭। উৎসবাদিতে সভ্যতা।

বিবাহাদি উৎসবে বাসর-গৃহে কখনও চপলতা প্রদর্শন করিবে না। আমোদ-প্রমোদে যোগ-দান করিলে তাহাতে কোন ক্ষতি নাই; কিন্তু তোমার কার্য্যকলাপ সভ্য-জনোচিত ও মার্জ্জিত হওয়া বিধেয়। জনাকীর্ণ স্থানে মুখ-ব্যাদান করিয়া জৃম্ভন করিবে না। এরূপ স্থলে মুখের সম্মুখে হস্ত রাখিয়া জৃম্ভণ করিলে ভদ্র ও সুন্দর দেখায়।

৮। কুটুম্বের প্রতি ব্যবহার।

যদি কোন কুটুম্ব তোমার গৃহে আগমন করে, তবে তোমার আয়ের অনুযায়ী তাহার সৎকার করিবে। সে যত দিন থাকিবে তাহাকে প্রথমে ভোজন করাইবে, পরে তুমি স্বয়ং ভোজন করিবে।

স্বীয় কুটুম্বগণের সহিত কখনও বৈরভাব রাখিবে না। বৈরভাব চিরদিন থাকে না। কোনও না কোনও উৎসবে বা কারণে, তাহাদের বারস্থ হইতেই হয়। সুতরাং, সে সময়ে তোষামোদ করা অপেক্ষা পূর্ব্ব হইতেই সদ্ভাব রাখা বুদ্ধিমতীর কার্য্য।

কুটুম্বদিগের মধ্যে যাতায়াত সর্ব্বদাই রাখিবে। যদি কোনও কার্য্যের জন্য তোমার কোনও কুটুম্ব তোমাকে আহ্বান করে, তবে শত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকট গমন করিবে।

৯। অভ্যাগত সংবর্দ্ধনা।

১১। যদি শত্রুও তোমার গৃহে আগমন করে, তবে তাহার সম্মান করিতে কখনও পশ্চাৎপদ হইও না। তাহাকে সাদর অভ্যর্থনা ও উপবেশনাদির জন্য আসনাদি প্রদান করা গার্হস্থ্য-ধর্ম্মের প্রধান কর্ত্তব্য। "আপনি আসাতে আমরা কৃতার্থ হইলাম", অথবা "আমাদিগের বড়ই সৌভাগ্য যে আপনার দর্শন পাওয়া গেল"—এরূপে তাহার প্রীত্যুৎপাদক মধুর ও শিষ্ট বাক্যে আগন্তুককে আপ্যায়িত করিবে। যতক্ষণ সে তোমার বাটীতে থাকিবে, ততক্ষণ তাহার সহিত প্রাণ খুলিয়া কথাবার্ত্তা কহিবে। সে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে,তাহাকে দুই একবার—"বসুন, বসুন", "পরে যাইবেন," "প্রত্যহ ত আপনার দর্শন পাওয়া যায় না"—এইরূপ বাক্য শুনাইবে। কিন্তু তাহার কার্য্যহানি হইলে, অকারণে তাহাকে ধরিয়া রাখিবে না। এবং সে যদি যাইবার জন্য গাত্রোত্থান করে, তবে "আবার কখন আপনার দর্শন পাওয়া যাইবে?"—"কখনো কখনো আসিয়া কৃপা করিবেন", ইত্যাদি সৌজন্য প্রদর্শন করিবে ও তাহা, সহিত দ্বারদেশ-পর্য্যন্ত গমন করিবে।

১০। পতিপ্রেম-লাভ।

স্বামী বশ করিবার জন্য বা তাঁহার প্রেম লাভ করিবার জন্য কখনও ঔষধাদি প্রয়োগ করিও না। অনেক দুর্জ্জন ব্যক্তি এইরূপে

তোমার স্বামীকে বিষাদি খাওয়াইতে পারে। ঔষধে, মন্ত্রে বা অলঙ্কার দ্বারা অঙ্গ-শোভা করিলে স্বামী বশ হন না ;—স্বামী বশ হন স্ত্রীর গুণে।

১১। নারীস্বভাবের অবগুণ।

হঠকারিতা, অনৃত-বাদিতা, চপলতা, মায়া, ভীরুতা, অবিবেকিতা, অশুচিতা, দয়াহীনতা,—নারী-স্বভাবের অবগুণ। এগুলি রমণীকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। কখনও কোন গুরুজনের নাম ধরিয়া ডাকাও রমণীর কর্ত্তব্য নহে।

১২। ক্রুদ্ধের প্রতি ব্যবহার।

কোনও ব্যক্তিকে ক্রুদ্ধ দেখিলে তাহার সমক্ষে কখনও উত্তেজিত হইয়া উত্তর দিবে না। বরং সুমধুর বচনে তাহাকে পরিতুষ্ট করিবার চেষ্টা করিবে। যদি দেখ যে, মিষ্ট কথায়ও সে শান্ত হইতেছে না, তখন নির্ব্বাক্ হওয়াই শ্রেয়। ক্রুদ্ধ ব্যক্তিকে উত্তর দিলে, তাহার ক্রোধ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হয়। ইন্ধন পাইলেই অগ্নির তেজ হয়, কিন্তু ইন্ধন না পাইলে, সহজেই তাহা নির্ব্বাপিত হয়। মধুর বচন ক্রোধের পক্ষে শীতল জল জানিবে।

১৩। পরাপরাধে ক্রোধ-বর্জ্জন।

অপরের অপরাধ দেখিলে কখনও ক্রোধ প্রকটিত করিও না। ক্রোধ মানবকে অন্ধ করিয়া দেয় এবং অনেক অপকর্ম্ম করায়। ক্রোধ উৎপন্ন হইলে, দর্পণে মুখ দেখিলে ক্রোধ প্রশমিত হয়। দর্পণ না পাইলে দশ হইতে ১ পর্য্যন্ত উল্টা করিয়া কয়েকবার গণনা করিলে ক্রোধ লোপ পাইয়া থাকে। সজোরে শ্বাস গ্রহণ করিয়া অল্পে অল্পে তাহা ছাড়িলেও ক্রোধের উপশম হইয়া থাকে।

১৪। পুরুষাদির সহিত অবস্থান।

নির্জ্জনে কখনও কোন পুরুষের সহিত থাকিবে না,—সে পিতাই হউন, বা ভ্রাতাই হউন। এমন উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিবে না যে, দূরের ব্যক্তি তাহা শুনিতে পায়। যে-সকল রমণী কুলের বহির্ভূত হইয়াছে, তাহাদিগকে বাটী আসিতে দিবে না।

১৫। সাধু-স্ত্রী-সঙ্গ।

সর্ব্বদা সজ্জন স্ত্রীর সহিত সঙ্গ রাখিবে। কলহকারিণী, পরোক্ষে নিন্দক ও অসচ্চরিত্রা রমণীর সহিত কখনও সখ্য রাখিবে না। যাহাদিগকে আপনার অপেক্ষা বুদ্ধিমতী ও সুচতুরা জানিবে, তাহাদিগের সহিত সখ্য রাখিলে পৃথিবীতে কখনও ঠকিতে হয় না। পুষ্পের সহবাসে কীট দেবতারও মস্তকে আরোহণ করে; কিন্তু কাষ্ঠের সহবাসে তাহাকে অগ্নিতে দগ্ধ হইতে হয়। অতএব সঙ্গ রাখিতে হইলে, সৎস্বভাবাপন্না রমণীর সহিত সঙ্গ রাখা একান্ত কর্ত্তব্য।

১৬। মহিলা-সভা।

মহিলা-সভায় গমন করিলে তথায় গোলযোগ না করিয়া স্থিরভাবে চুপ্ চাপ্ থাকাই কর্ত্তব্য। মহিলাগণ একত্রিত হইলে সভার কার্য্যারম্ভ হইয়া থাকে। সভায় প্রস্তাব করিবার নিয়ম এই যে, কোনও প্রতিষ্ঠিত মহিলাকে প্রশংসা করিয়া বলিতে হয়—"আপনি এই সভার অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত; সুতরাং আমাদিগের সবিনয় প্রার্থনা এই যে, আপনি আজ এই সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া তাহা সুশোভিত করুন।" এই প্রস্তাবের পর অন্য কোনও মহিলা তাহার অনুমোদন করিবেন। অনুমোদন করিতে হইলে বলিতে হয় —"অমুক প্রস্তাবকর্ত্রী যাহা প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা আমি অনুমোদন করিতেছি, এবং আশা করি যে অন্যান্য মহিলাগণও আমার সহিত একমত হইবেন।" বিরোধ না থাকিলে প্রস্তাবিত মহিলা সভাপতির

আসন গ্রহণ করিয়া সমবেত মহিলা-মণ্ডলীকে ধন্য-বাদ প্রদান করিবেন। পরে সভার কার্য্যারম্ভ হইবে। সভাভঙ্গ-কালে সভাকর্ত্রীকে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ করিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

রাজসূয়-যজ্ঞকালে নিমন্ত্রিতা সত্যভামার প্রতি দ্রৌপদী।

এস দেবি, যাদবেন্দ্র-হৃদি-বিলাসিনি!
প্রতীক্ষা করিছে তব, উৎসুক নয়ন,—
নেহারি সুনীল নভে নব-কাদম্বিনী
তৃষিতা চাতকী চায় বন্দিল যেমন!

ভাতিল আঁধার গৃহ চরণ-পরশে,
মুক্ত হ'ল বন্দী-চক্ষে রুদ্ধ কারাদ্বার,
বিমুগ্ধ ললনা-বৃন্দ ও-রূপ দরশে!—
শত-খদ্যোতিকা-দলে কৌমুদী-সঞ্চার!

মঞ্জুকেশি! হেরি তোমা হেন লয় মন,
'শোভা' বলি মিছা নিজে কমলার জ্ঞান।
হে দেবি! লক্ষ্মীরও লক্ষ্মী করেছ হরণ,
"শ্রী"-পতি হরির, সতি, বৃথা অভিমান!

কি মধুর দীপ্তিময়ী প্রতিভা উজ্জ্বল,
স্নিগ্ধ-আঁখি-পাতে ঝরে প্রীতি-মন্দাকিনী,
সুকপোলে বিচূর্ণিত সুনীল কুন্তল;—
রাহুভয়ে নীলাঞ্চলে ঢাকা নিশামণি!

কি সৌভাগ্য আজি মম, প্রকাশিতে নারি,
ভিক্ষু-গৃহে পদ্মালয়া হ'লেন উদয়;
শক্তিময়ি! চিনি তোমা,—শক্তি নাহি ধরি,
কৃপা করি দিও শুধু চরণে আশ্রয়।

শত অরুণের ভাতি হেরি ও-চরণ,
সার্থক আঁকি পবিত্র জীবন;
"সখী" বলি বিশ্বপতি দিয়াছেন মান,—
জানে দাসী, রাঙা-পায় অন্তে পাবে স্থান!

শ্রী ইন্দিরা দেবী।

প্রার্থনা।

নীরব কোরো না প্রভো! এ বীণার তার—
তোমারি এ ভগ্ন-বীণা চির-পুরাতন!
জাগাও আশার বাণী তাহে অনিবার,
অভয় পবিত্র আশিস্-পরশে তোমার।
রুদ্র ও মূরতি তব দূরে রাখি মোর
প্রসন্ন দৃষ্টিতে প্রভো, নিশা কর ভোর।

অর্থ।

দরিদ্র কহিল—"অর্থ! অনর্থের মূল,
তোর লাগি গেল মোর জাতি মান কূল।"
অর্থ কহে,—"অনর্থের মূল আমি বটে,
আমার গৌরব বাড়ে দাতার নিকটে।"

শ্রী সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

গানের স্বরলিপি।

(গান)।

মিশ্র ইমন—তেতালা।

জ্ঞানালোক রাখ গো জ্বেলে তোমার মনে।
এ জীবন আলো কর পবিত্র জ্ঞানে।
এ আঁধার জীবন-পথে আলো বিনা,
যেও না ভগিনি! তোমায় করি গো মানা;
পথ ভুলে বিপথে গেলে লাগিবে প্রাণে!
জ্ঞানালোক রাখ গো জ্বেলে তোমার মনে॥
নারী-গণ শিক্ষা পেলে জড়তা যাবে,
আবার এ মৃত জাতি জীবন পাবে।
ছেলে মেয়ে মা'র কাছে না পেলে শিক্ষা।
কর্ত্তব্য-সাধনে তা'দের হবে না দীক্ষা।
জ্ঞানের আলোতে চল উর্দ্ধ পানে।
জ্ঞানালোক রাখ গো জ্বেলে তোমার মনে॥—

(শ্রীযুক্ত হরকালী সে…)

(স্বরলিপি)

অস্থায়ী

[ ] সা ‖ রা -া গা গা | গা গা গা া | গা গা া া | র্রা গা া গা |
জ্ঞা　না • লো ক　রা থ গো •　জ্বে লে • •　তো মা • র

| রা গা গা মা | মা া া মা | মা া মা মা | র্গা া া পা |
ম • • •　নে • • এ　জী • ব ন　আ • • লো

১ ২ ৩ ০
I মা পা পা রা | রা রা ৷ গা | সা ৷ পা ৷ | রা ৷ সা ৷ I
ক • র এ জী ব • ন আ • লো • ক • র •

১ ২ ৩ ০
I সা সা সা সা | সা পা পা পা | পা ৷ পা ৷ | পা পা ৷ পা I
এ জী ব ন আ • লো • ক • র • প বি • ত্র

১ ২ ৩ ০ [ ]
I পা জ্ঞা পা ৷ | পা ৷ ৷ ৷ | ৷ ৷ ৷ ৷ | ৷ ৷ ৷ সা II
আ • • • নে • • • • • • • • • • "জ্ঞা"

অন্তরা।

২ ৩ ০
I প পা পা পা পা | পা ৷ পা ৷ | পা ৷ পা না II
এ আঁ ধা র জী ব • ন ০ প ০ থে ০

১ ২ ৩ ০
II পা ৷ পা ৷ | পা জ্ঞা পা ৷ | পা ৷ না না | না না ৷ ৷ I
আ ০ লো ০ বি ০ ০ ০ না ০ যে ও না ভ ০ ০

১ ২ ৩ ০
I ধা-ধা ৷ ৷ | পা ৷ পা পা | মা ৷ গা গা | রা ৷ মা গা I
দি নি ০ ০ তো ০ মা য় ক ০ রি গো মা ০ ০ ০

১ ২ ৩ ০

I গা । পা পা | পা পা পা পা | পা । পা । | পা । পা না I

না ০ ০ গ থ ভু লে বিপ থে ০ গে ০ লে ০ না ০

১ ২ ৩ ০

I পা । পা । | পা ক্ষা পা । | । । না না | না না । । I

গি ০ বে ০ প্রা ০ ০ ০ গে ০ জা না লো ক ০ ০

১ ২ ৩ ০

I ধা ধা । । | পা । পা পা | ক্ষা ক্ষা গা গা | রা । ক্ষা গা I

রা খ ০ ০ গো ০ ফে লে তো মা ০ র ম ০ ০ ০

১ ২ ৩ ০

I গা । । না | না না । না | না । না না | ধা না । । I

নে ০ ০ এ জী ব ০ ন আ ০ লো ক ব শ ০ ০

১ ২ ৩ ০

I র্সা র্রা । সা | না । ধা না | । । । । | । । । সা II

বি র ০ জা নে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ "জা"

সঞ্চারী ও আভোগ।

২ ৩ ০ ১

সা সা সা সা | সা । সা । | সা । সা । II গা । পা পা

না রী প থ শি ০ ক্ষা ০ পে ০ নে ০ জ ০ ড় তা

২ ৩ ০ ১´
| সা না সা রা | রা । । সা | গা । গা গা ‖ গা গা । গা |
বা ০ ০ ০ বে ০ ০ আ বা ০ র এ মৃ ত ০ জা

২ ৩ ০ ১´
| মা পা । । | মা গা । । | রা । । মা ‖ গা । । (সা |
ভি ক্ষী ০ ০ ব ন ০ ০ পা ০ ০ ০ বে ০ ০ "না"

১´ ২ ৩ ০
‖ গা । ।) পা | পা পা । পা | পা । পা । | পা পা । । ‖
"বে" ০ ০) ছে লে যে ০ য়ে মা ০ র ০ কা ছে ০ ০

১´ ২ ৩ ০
‖ পা । পা পা | গা মা । । | পা । । না | না না ধা । ‖
না ০ পে লে শি ০ ০ ০ আ ০ ০ ক র্ত্ত ব্য সা ০

১´ ২ ৩ ০
‖ ধা পা । । | মা মা । মা | পা । গা রা | গা । রা গা ‖
ধ নে ০ ০ তা দে ০ র হ ০ বে না দী ০ ০ ০

১´ ২ ৩ ০
‖ গা । । না | না । না না | না । না না | ধা । না । ‖
জা ০ ০ জা নে ০ র আ লো ০ ভে চ ল ০ উ ০

I র্সা । । র্ঋা । র্সা । । ধা । না । । । । । । । । না II

০ ০ ০ হি পা ০ ০ ০ নে ০ ০ ০ ০ ০ ০ "স্ত"

১। উপরে "( )" এইরূপ বন্ধনীর (Bracket) চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে; ইহা পুনরাবৃত্তির চিহ্ন। অর্থাৎ "নারীগণ" হইতে "পাবে" পর্য্যন্ত, এই অংশটি দুইবার আবৃত্তি করিতে হইবে। ( ) এই চিহ্নদ্বয়ে ইহাই বুঝায়।

২। উপরে এইরূপ চিহ্ন আছে, যথা" ——"; ইহাকে মিড় বলে।

৩। উপরে দুই স্থানে "প" পা এবং "র" পা এইরূপ চিহ্ন পাইবেন। অর্থাৎ স্বরের মাথায় একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র স্বর এবং নিম্নে বড় আকারের একটি স্বর। ইহাকে স্পর্শ-স্বর বলা হয়। অর্থাৎ উপরের ক্ষুদ্র "প" বা "র" হইল আনুষঙ্গিক স্বর, এবং নিম্নে বড় "পা" হইল প্রধান স্বর। অর্থাৎ আনুষঙ্গিক স্বরটি প্রধান স্বরটিকে ঈষৎ স্পর্শ করিয়া গেল।

৪। অপরাপর চিহ্নাদির নগদর্পণ অগ্রহায়ণ মাসের "বামাবোধিনী"তে প্রকাশ করা হইয়াছে। সঙ্গীত প্রিয়া পাঠিকারা যদি অন্ততঃ স্বরলিপি-যুক্ত "বামাবোধিনী"র এক এক সংখ্যা সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারেন, তবে উক্ত পদ্ধতির চিহ্ন-সমূহ পড়িতে তাঁহাদের কোনই অসুবিধা ঘটিবে না। কারণ "বামাবোধিনী"তে স্থানাভাব-বশতঃ প্রতিবারে আদ্যোপান্ত ব্যাখ্যা দেওয়া অসম্ভব। কেবল যে-কয়েকটি নূতন চিহ্ন ব্যবহৃত হইবে, সেইগুলিরই ব্যাখ্যা দেওয়া হইবে।

ভ্রম-সংশোধন।

(ক) অগ্রহায়ণের স্বরলিপির নাম "আকার-মাত্রিক স্বরলিপি"। ইহাতে আকার ("।") না বসাইয়া, তৎপরিবর্ত্তে ইংরাজী অক্ষর "I" বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ঐ গুলি সমস্ত বাঙ্গালা আকার ("।") হইবে।

(খ) ২৯৬ পৃষ্ঠায় (২) নম্বরে কোমল "ঋ"র পরিবর্ত্তে "দা" হইবে "দা" — কোমল ধা, অর্থাৎ কোমল ধৈবত।

শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

নমিতা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

সহসা বাহিরে একটা গোলমাল শুনিয়া নমিতা চাচাচ্ছে?" মাতা উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন, "তাই ত উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইল; সবিস্ময়ে বলিল, "কে দেখ দেখি!"

"কি হয়েছে ঠাকুর, কি হয়েছে ?—"এই বলিতে বলিতে পড়া ফেলিয়া অন্য ঘর হইতে, দ্রুত-ঘর্ষিত-পাদুকার অভ্যন্তরে আধ্‌খানা পা ঢুকাইয়া, বিমল তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিল।

নমিতা ব্যস্ত হইয়া বলিল, "কে চ্যাঁচা-মেচি কর্‌ছে, বিমল ?—"

"বোল্‌তে পারি না ; পাঁড়ের গলা পাচ্ছি যেন। দেখি গে, ও-দিকের বারেণ্ডায়—!" এই বলিয়া বিমল উৎকণ্ঠ-ভাবে অগ্রসর হইল। নমিতাও সঙ্গে সঙ্গে চলিল ; সুতরাং অজ্ঞাত আগ্রহে অধীর সুশীল এবং সুমিতাও দিদির পিছু লইল।

বাহিরের বারাণ্ডায় আসিয়া সকলে দেখিল, সেই পীড়িত বালকটীকে গৌরী-পাঁড়ে প্রচণ্ড আস্ফালনে ধমক-ধামক দিয়া তর্জ্জন করিয়া বলিতেছে, "আবি ইয়াসে নিকালো।" এবং গৌরী-পাঁড়ের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, তাহার প্রিয়-সহচর শঙ্কর তাহার সুরে সুর মিলাইয়া খুব রুখিয়া ঝুকিয়া বিক্রমে বাহাদুরী-ব্যঞ্জক কর্ত্তৃত্ব ফলাইবার চেষ্টা করিতেছে ; কিন্তু পারিতেছে না,—হাসিয়া ফেলিতেছে। অনুকরণের অভিনয় তাহার ধাতে আদৌ পোষাইতেছে না, তথাপি সে হটিবার পাত্র নহে ; রামায়ণ-গানে গায়কের দোহার-গণের অদ্ভুত-ভঙ্গীর হাত-মুখ-নাড়ার তালে তালে শব্দ-উচ্চারণের কৌশলে 'গঠনের' স্থলে 'ঠন্'-শব্দে পর্য্যবসিত সুর-সাধার মত, শঙ্করের লম্ফ-ঝম্ফ, পাঁড়ের বকাবকির বিফল অনুকৃতিতে, হাস্যোদ্দীপক-রূপে প্রকটিত হইতেছে। পাঁড়ের প্রতিকথার পিছনে তাহার একটা কথা শুধু বেশ পরিষ্কারভাবে শুনা যাইতেছে, —"আল্‌রাইট, আলবৎ উঠনে হোগা ; সেকেণ্ডা নেই বোল্‌নে কভি নেই চলেগা !"

বিমল সকলের আগে আগে চলিয়াছিল। দূর হইতে শঙ্করের বিপন্ন-পীড়িতের প্রতি সহৃদয়তা-পূর্ণ (?) আদেশ ও উপদেশের ভঙ্গি দেখিয়া সে হো-হো-শব্দে হাসিয়া বলিল, "তিষ্ঠ তিষ্ঠ বীর-ভদ্র ! স্থিরোভব !—হয়েছে কি ?"

নমিতা যে বাড়ীতে আছে, তাহা গৌরী-পাঁড়ে বা শঙ্কর-ভৃত্য আদৌ জানিত না ; সুতরাং হঠাৎ তাহাকে সকলের সহিত উদ্বেগপূর্ণ-বদনে দ্রুত বাহির হইতে দেখিয়া, ভৃত্য ও পাচক অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া এক পাশে দেয়ালের গা ঘেঁসিয়া সরিয়া দাঁড়াইল ও লজ্জিত হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিল যে, তাহাদের দিদিমায়-কে অগোচরে যথেচ্ছভাবে প্রেত-কীর্ত্তনের আমোদ জমাইতে পায়া যায়, কিন্তু তাঁহার স্বগোচরে এমন ভাবে —!—আরে রাম !

শঙ্কর, গৌরী-পাঁড়ের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া হাত কচ্‌লাইয়া আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া একটা কিছু বলিবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া, বিমল রহস্য-ব্যঞ্জক কণ্ঠে বলিল, "থাক্ আর সাফাই গাইতে হবে না ; ব্যাপার বুঝেছি।"

নমিতা মৃদু-বিরক্তি-ব্যঞ্জক ভ্রূ-কুঞ্চন সহ ভৃত্য-গণের প্রতি একবার দৃষ্টি-ক্ষেপ করিল ; তাহার পর বিমলের দিকে চাহিয়া ঈষৎ অসহিষ্ণুভাবে বলিল, "হেসো না !"

বিমল অপ্রতিভ হইল। ভৃত্য-দ্বয়ের আচরণ যতই হাস্যোদ্দীপক হউক, কিন্তু বিমলের পক্ষে বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাহাতে হাসাটা যে মোটেই উচিত হয় নাই, নমিতার ঐ একটা কথায় বিমল এতক্ষণে তাহা যেন স্পষ্টরূপে বুঝিল। সে সঙ্কুচিতভাবে বলিল, "হাসি নি ; শঙ্করের বাঁদ্‌রামি দেখে—।"

নমিতা কোনও কথা না বলিয়া বিমলের পাশ কাটাইয়া আসিয়া পীড়িত বালকের নিকটে বসিল ও স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে ডাকিল, "ঠাকুর !"

"জী, মায় !" এই বলিয়া বালক রোগ-ক্লিষ্ট মুখ-খানি ফিরাইয়া বিষণ্ণ-দৃষ্টিতে চাহিল। নমিতা

দেখিল তাহার কালিমাঙ্কিত দৃষ্টি-কোণে ক্ষুদ্র এক বিন্দু অশ্রু চক্‌-চক্‌ করিতেছে! মমতায় মন ভরিয়া উঠায় সহসা নমিতারও দৃষ্টিতে একটা দুর্ব্বলতা পরিস্ফুট হইবার উপক্রম হইল; তাড়াতাড়ি আত্ম-সংবরণ করিয়া, কণ্ঠ ঝাড়িয়া নমিতা বিষয়ান্তরে মনোযোগ দিল। অনতিকাল-পূর্ব্বের পৃষ্ট প্রশ্নগুলা পুনশ্চ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বালককে জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিল। বালক ধুঁকিতে ধুঁকিতে প্রশ্নের জবাব দিতে লাগিল।—

বালক ও তাহার চাচাত ভাই চাকুরী করিবার জন্য 'দেহাদ্' হইতে এখানে আসিয়াছিল কিন্তু ভাইটি তাহার, এখন প্রভুর সহিত স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছে; কাজেই অসুখে পড়িয়া বালক এখন একান্তই গত্যন্তর-হীন হইয়া পড়িয়াছে! ইহা শুনিয়া লজ্জার ত্রুটি-সংশোধনের উপায়-চিন্তাব্যগ্র বিমল-কুমার এইবার সুবিধা বুঝিয়া গম্ভীরভাবে সহৃদয়তা-পূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "আচ্ছা, বেশ ত, আমরা তোমায় হাঁস্‌পাতালে ভর্ত্তি করে দেব; তোমার কোন ভাবনা নেই।"

বিমলের কথা শুনিয়া, সহসা একটা অসহায় ব্যাকুলতার পীড়নে পীড়িত বালকের চোখে-মুখে বিবর্ণ পাণ্ডুতা জমাট বাঁধিয়া উঠিল! দ্রুত উত্তেজনায় অসহিষ্ণু বালক কি একটা কথা বলিতে উদ্যত হইয়া, বিমলের মুখ-পানে চাহিয়া কুণ্ঠিতভাবে থামিল; মুখ ফিরাইয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে ভীতি-বিকল কণ্ঠে আপন-মনে শুধু দুইবার বলিল, "হাঁ—হাঁস্‌পাতাল, বাবুজী, হাঁস্‌পাতাল!"

নমিতা স্থির-দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া কি যেন দেখিল; তাহার পর ব্যথিত নিঃশ্বাস ফেলিয়া কোমলভাবে বলিল, "না না, তোমায় আমি হাঁসপাতালে পাঠাব না; তুমি আমাদের বাড়ীতেই থাক। এইখান থেকেই আরাম হয়ে যাবে। ভয় কি?"

'ভয় কি?' এই কথাটা বলিতে বলিতে, সহসা অপরিসীম করুণার আশ্বাসে, অভূতপূর্ব্ব সাহসে ও বিশ্বাসে নমিতার নিজেরই সমস্ত হৃদয় আনন্দে ভরিয়া উঠিল! ঐ 'ভয় কি'র সান্ত্বনাটুকু সেই পীড়িত বালকের অবসাদ-ক্লিষ্ট চিত্তে। কোমল সমবেদনার প্রলেপ ঢালিয়া দিল, কি নিজেই অন্তরাত্মার মধ্যে তাহার সার্থকতাটুকু হর্ষের আশীর্ব্বাদরূপে গ্রহণ করিল, তাহা হঠাৎ যেন নমিতা নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না! তাহার মনে হইল, ঐ শব্দ উচ্চারণের মুহূর্ত্তে তাহাকে কে যেন এক নিমেষে দুঃসহ বন্দিত্বের ক্লেশ হইতে বিরাট মুক্তির মাঝে নিষ্কৃতি দান করিল! ঐ বালকের মর্ম্মগত ক্লিষ্ট অস্বস্তির সহিত তাহার নিভৃত গোপন চিত্তের ক্ষুব্ধ অতৃপ্তিও যেন এতক্ষণ দুশ্ছেদ্য-বন্ধনে বিজড়িত ছিল, সম্মুখস্থ নিরুপায় বালকের অনিচ্ছুক মনোবৃত্তির ক্ষুণ্ণ অভিশাপ এতক্ষণ নমিতার মানসিক শক্তিকে যেন জড়তাম্বারা অভিভূত করিয়া ফেলিবার জন্য উদ্যত হইয়া উঠিয়াছিল; এইবার যেন নমিতা নিজের সাহসের জোরে ফাঁশ ছিঁড়িয়া, স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে আপনাকে সহজ-ভাবে ফিরিয়া পাইয়া বাঁচিল!

প্রসন্ন উজ্জ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া, নমিতা ডাকিল, "বিমল!"

"আমায় কিছু বল্‌ছ?"—এই বলিয়া বিমল অগ্রসর হইল।

নমিতা বলিল, "একবার এ-দিকে এস।"

উভয়ে বারেন্দার অপর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। নমিতা ঈষৎ হাসির সহিত কোমল কণ্ঠে বলিল, "তুমি ভাই সেলুন-স্বশীল নও। সাংসারিক ব্যাপার-সম্বন্ধে তোমার মতামতও আমার সকল বিষয়ে নেওয়া উচিত। কি বল—?"

"কি-সম্বন্ধে বল দেখি?" ঈষৎ বিস্মিত হইয়া বিমল বলিল, "আবার বুঝি চাকর-বাকরদের কাউকে ছাড়াতে না, রাখ্‌তে হবে? নাঃ, আমায় ও-সব মুস্কিলে জড়িও না দিদি! তোমাতে মায়েতে যা বুঝ্‌বে আমি কি তাতে অমত কর্‌তে পারি?"

"না, চাকরদের কথা নয়, অন্য কথা। শোন।" এই বলিয়া নমিতা পীড়িত বালক-প্রমুখাৎ শ্রুত তাহার অবস্থার কথা সংক্ষেপে সমস্ত বিবৃত করিল।

বিমল নীরবে সমস্ত শুনিয়া বলিল, "এই সময় যে বিপন্নের সাহায্য কর্‌তে হয়, তাতে কোন ভুল নেই; কিন্তু ওর অসুখে যখন সংক্রামকতার ভয় রয়েছে বল্‌ছ, তখন ছেলে-পিলের বাড়ীতে— ?"

নমিতা চিন্তিতভাবে কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর দারুণ অসহিষ্ণুতায় সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, "নাঃ, অন্যায় স্বার্থপরতা চল্‌বে না বিমল! ও যদি আমাদেরই নিজের ভাই হোত, তা' হলে সংক্রামকতার ভয়ে ওকে কোন্ খানে ঠেলতুম, বল দেখি?"

কুণ্ঠিত হইয়া বিমল বলিল, "অবশ্য, কাছেই হাসপাতালে যখন সেবা-শুশ্রূষার সুবিধা রয়েছে, তখন—?"

ঈষৎ-তীব্রভাবে নমিতা বলিল, "সুবিধার খাতিরে হৃদয়-হীনতা প্রকাশ করাই কি উচিত? হাসপাতাল তোমার আমার পক্ষে কাছে, কিন্তু ঐ লোকটার পক্ষে—?"

পরক্ষণে, নিজের রূঢ়তায় নমিতা নিজেই যেন কিছু ক্ষুণ্ণ হইল। কথাটা খুবই সোজা, কিন্তু উহা এরূপ রূঢ়ভাবে না উচ্চারণ করিলেও কোনও ক্ষতি ছিল না! অনর্থক শুধু ছোট ভাইটির মনে কষ্ট দেওয়া হইল মাত্র! অনুতপ্ত নমিতা তাড়াতাড়ি বিমলের পিঠে হাত বুলাইয়া স্নেহ-কোমল কণ্ঠে বলিল, "নার্সিং এর কথাটা বাদ দিলেই ভাল হোত ভাই! আমি নিজে কি? তবে—!" ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া নমিতা আপন-মনেই বলিল, "আচ্ছা দেখা যাক। ভগবানের ইচ্ছায় যা হো'ক ব্যবস্থা হবেই। এখন আপাততঃ আমাদের কাজ ত আমরা করে যাই।"

বিমল বলিল, "চিকিৎসার ভার তুমি নিজেই হাতে রাখ্‌বে?"

নমিতা হাসিয়া বলিল, "সে যে একান্তই দুঃসাহস! তবে হ্যাঁ, দু'এক দিন কিছু চেষ্টা কোরে দেখ্‌লে বিশেষ ক্ষতি হবে না, বোধ হয়।"

বিমল চুপ করিয়া রহিল। একটু ভাবিয়া নমিতা পুনশ্চ বলিল, "ভাল কিছু কর্‌তে হলে, মন্দের বিপদে বাধা ও দুঃখ-কষ্টের মুখ তাকিয়ে ইতস্ততঃ কর্‌লে চল্‌বে না; মঙ্গলের জন্যেই অমঙ্গলকে সাহস কোরে ঘাড়ে তুলে নিতে হবে। তার জন্যে, হয় ত, অনেক অনর্থক কষ্টের অপমান-লাঞ্ছনা সহ্য কর্‌তে হবে, কিন্তু সেই ভয়টাকেই বড় করে দেখলে চল্‌বে না। তার চেয়েও বড় কাজ হচ্ছে,—'আমাদের কর্ত্তব্য!' —সে কর্ত্তব্যটুকু প্রাণ-ভরা শ্রদ্ধা-বিশ্বাসের সঙ্গে যথাযোগ্যভাবে পালন না কর্‌লে, আমরা মঙ্গলের মূর্ত্তিই যে কখনো দেখ্‌তে পাব না। বিমল! মনে আছে বাবার কথা?—তাঁর জীবনে ত কর্ত্তার মত 'বড় কাজ' ঢের ছিল, কিন্তু তাঁর 'কর্ত্তব্য' যা, তা যত ছোট-কাজের বেশেই তাঁর সামনে এসে দাঁড়াক্ না, তিনি সেইটুকুই সকলের আগে পূর্ণ নিষ্ঠায় সম্পন্ন কর্‌তেন।—তাঁর সে শিক্ষা—!"

নমিতার দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, কণ্ঠ-স্বর ধরিয়া আসিল। বক্তব্যটুকু শেষ না করিয়া সে আত্মসংবরণের জন্য তাড়াতাড়ি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া পায়-চারী করিবার ছলে, বারেণ্ডার প্রান্ত অবধি চক্র দিয়া ঘুরিয়া আসিল। পিতার ক্ষুদ্র স্মৃতিটুকু, তাহার প্রাণের মধ্যে যেন সহসা একটা মহাশক্তি-

প্রেরণার মত অভিনব আনন্দের সৃষ্টি করিল! সজোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া নমিতা দৃঢ়-নিশ্চয়তাপূর্ণ-বদনে বিমলের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়া ধীর-কণ্ঠে বলিল, "প্রধান আপত্তি,—ডাক্তার মিত্রের সম্মানটুকু—।"

বাধা দিয়া বিমল বলিল, "তর্ক কচ্ছিনে, দিদি! কিন্তু ডাক্তার মিত্রের সঙ্গে আমাদের এমন কি স্বার্থ জড়িয়ে আছে, যার জন্যে—?"

"আছে বৈ কি—!" দুঃখের হাসি হাসিয়া নমিতা বলিল, "তোমার কাছেও এর কৈফিয়ৎ দিতে হবে, এটুকু মনে করি নি। — যাক্, অন্য নজীর থাক্; আপাততঃ তিনি আমার স্বদেশীয়, আমার মাননীয় প্রতিবেশী। ভাই বোলে, তাঁর অসাবধানতার ত্রুটি যদি কিছু সংশোধনের চেষ্টা করি—অবশ্য চেষ্টার সুযোগটা যখন হাতের কাছে এসে পড়েছে—তখন তাতে আপত্তি কি? মোট কথা, ছেলেটিকে বাড়ী থেকে অন্যত্র বিদেয় করা অসম্ভব।"

বিমল। তুমি মনে কোরো না, দিদি, ওকে বাড়ীতে রাখা আমার অনিচ্ছে। তবে—।

নমিতা। —সে জানি,—জানি বলেই এতগুলো অনাবশ্যক বকুনী বকলুম; এখন এস।

উভয়ে বারেণ্ডার মোড় ঘুরিয়া পীড়িত বালকের নিকট চলিল; কিন্তু সেখানে উপস্থিত সকলের কৌতূহলপূর্ণ উৎসুক-দৃষ্টি পীড়িত বালকের নিকটে উপবিষ্ট একজন নবাগত ব্যক্তির প্রতি স্থির-নিবদ্ধ দেখিয়া, নমিতাও সবিস্ময়ে সেই দিকে চাহিল; —এ কি সুর-সুন্দর তেওয়ারী!

মুহূর্তে নমিতার মনের মধ্যে একটা অস্বস্তির ঝঞ্ঝনা বাজিয়া উঠিল,—"সুরসুন্দরও আসিয়া জুটিল! —ভাল হইল না!"

কিন্তু ভাল না হইলেও, ভালটা যে কেমন করিয়া উপস্থিত ক্ষেত্রে হওয়ান দরকার, নমিতা তাহাও ভালরূপ বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। যোগ্য কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইবার জন্য নমিতা সুরসুন্দরকে যেন দেখিতে পায় নাই, এইরূপ ভাবে দৃষ্টি ফিরাইয়া অন্যমনস্ক-ভাবে বিমলের পিছু পিছু অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু কর্ত্তব্য কিছুই স্থির হইল না; উল্টা, তাহারই অসন্তোষ, এবং আত্মগোপন চেষ্টার মিথ্যা ছলনাটুকু, তাহার নিজের নিকটই নিজেকে হীন অপরাধী করিয়া তুলিল। কুণ্ঠা-ক্লান্তির ক্ষুব্ধ-বিক্ষোভে অধীর, নমিতা ভাবিল,—ছিঃ, নিজের হস্তে নিজের একি মূঢ় লাঞ্ছনা!—সে না, পরের ত্রুটি সংশোধনের জন্য, প্রাণের মধ্যে সঙ্কল্প করিয়া কাজের পথে বাহির হইয়াছে?—কিন্তু নিজের ত্রুটি-সংঘটনের সময় তাহার একি নিষ্ঠুর আত্ম-প্রবঞ্চনা!

পীড়িত বালকের কণ্ঠে, কপালে, আদর করিয়া হাত বুলাইয়া জিজ্ঞাসা-রত সুরসুন্দরকে দেখিয়া বিমল বলিল, "নমস্কার, আপ্‌নি কতক্ষণ—?"

"এই মাত্র," এই বলিয়া মুখ তুলিয়া প্রতিনমস্কারের উপক্রম করিতে গিয়া, সুরসুন্দর, বিমলের সঙ্গে নমিতাকেও আসিতে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। গূঢ় আত্মগ্লানি-পীড়নে ক্ষোভারক্ত-বদনা নমিতা, তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া, নিতান্ত সহজভাবে প্রশ্ন করিল, "আপ্‌নি কি হাঁসপাতাল যাচ্ছিলেন?"

সুরসুন্দর। আজ্ঞে হ্যাঁ—।

সুশীল তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া সসৌজন্যে সুরসুন্দরকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল, "বৃষ্টিটা এখুনি বড্ড জোরে চেপে আসবে, বোধ হয়। একটু বসবেন চলুন—।"

সুশীলের 'বোধ হয়' এর অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে গেলে, সুরসুন্দরের প্রত্যক্ষ 'বোঝা'-টার সম্বন্ধে কোন হেস্তনেস্ত হয় না; সুতরাং, সুরসুন্দর তাহার শিষ্টাচারের প্রত্যুত্তরে শুধু একটু প্রসন্ন কোমল হাসি হাসিয়া, ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,

ডাক্তার-বাবুর বামুন-টি আপনার বারেণ্ডায় এসে পড়ে আছে দেখে, তাই জিজ্ঞাসা কর্‌বার জন্যে এখানে উঠেছিলুম।"

কি জিজ্ঞাসা করিবার জন্য,—নমিতার তাহা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না। সে শুষ্কমুখে সংক্ষেপে বলিল, "হ্যাঁ, ছেলেটি এখানে এসে রয়েছে।"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া সুরসুন্দর বলিল, "ছোক্‌রার অবস্থা তেমন সুবিধে বোধ হচ্ছে না; একেবারে উত্থান-শক্তি-রহিত বল্লেই হয়। ডাক্তার-বাবুকে একটু খবর দেওয়া কি—?" সুরসুন্দর এই-খানে থামিয়া পুনশ্চ ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

ঐ অর্দ্ধোক্তির অস্পষ্ট ইঙ্গিতটুকু হইতেই নমিতা বুঝিয়া লইল,—সুরসুন্দর ইতোমধ্যেই বালকের নিকট হইতে সমস্ত গোপনীয় ও প্রয়োজনীয় সংবাদটুকু আদায় করিয়া লইয়াছে। নমিতা ক্ষণেকের জন্য বিচলিত হইল, পর-মুহূর্ত্তে জোর করিয়া শক্ত হইয়া দৃঢ় কণ্ঠে বলিল, "ক্ষমা করবেন, ডাক্তারবাবুকে এ সংবাদটু জানানো মানেই—তাঁকে অপমান করা। সেটা কিন্তু একান্তই অনুচিত। এ সামান্য বিষয় চাপা যাওয়াই ভাল।—কিছু মনে কর্‌বেন না।"

বিস্ময়-স্তব্ধ-ভাবে এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া সুরসুন্দর ধীরে ধীরে বলিল, "রুগীটি থাক্‌বে কোথায়?"

"আমাদেরই বাড়ীতে," বিমল বলিল, "এসে যখন আমাদেরই বাড়ীতে শুয়েছে, তখন আমাদেরই কর্ত্তব্য,—ওর দেখা-শোনার ভার নেওয়া—।"

সুরসুন্দরের নিকট এমনভাবে এ পরিচয়টা দান করা, নমিতার আদৌ পছন্দ হইল না; তাহার ইচ্ছা হইল, কর্ত্তব্য-জ্ঞানী ভ্রাতাটির স্কন্ধ ধরিয়া নাড়া দিয়া সে একবার তাহার ভার-বহন-শক্তির পরিমাণটা বুঝিয়া লয়! কিন্তু সেটুকু বুঝিবার সময় ও সাবকাশ রহিল না; পর-ক্ষণেই নমিতা যাহা ভয় ও সন্দেহ করিতেছিল, ঠিক তাহাই ঘটিয়া গেল; সুরসুন্দর বিমলের কথা শুনিয়া সোৎসাহে সানন্দে বলিয়া উঠিল, "ধন্যবাদ বিমল বাবু! এর পরে আর আমার কোন কিছুরই জান্‌বার শোন্‌বার কৌতূহল নেই। আমার অনধিকার-চর্চ্চার স্পর্দ্ধা ক্ষমা কর্‌বেন। একটি অনুরোধ—আমার দ্বারা যদি কোন সাহায্য সম্ভব-পর হয়, তবে অনুগ্রহ করে—।"

সুবিধান্বেষী বিমলকুমার তৎক্ষণাৎ সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, "অবশ্য, অবশ্য। অনুগ্রহ কি বল্‌ছেন? আমরা সাদরে গ্রহণ কোর্ব্বো আপনার সাহায্য? (মাথা নাড়িয়া) যদি, কেন? নিশ্চিতই প্রয়োজন!"

আনন্দের উচ্ছ্বাসে বিমল পাছে আরও বেশী বাড়াবাড়ি করিয়া তুলে, ভাবিয়া তাড়াতাড়ি সে পথ বন্ধ করিবার জন্য নমিতা বলিল, "আমি বাড়ীর ভেতর এর শোবার বিছানা ঠিক করে গুছিয়ে আস্‌ছি। সেলুন, একবার এস; দরকার আছে।"

নমিতা অগ্রসর হইল। চৌকাঠ অতিক্রম করিতে উদ্যতা নমিতা সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সুরসুন্দরের উদ্দেশ্যে বলিল, "এ ব্যাপারটা যেন কারুর কানে না ওঠে; এমন কি মিস্ স্মিথেরও নয়।"

বিস্মিত সুরসুন্দর বলিল, "স্মিথেরও নয়! কেন? তাঁকে জানাতে আপত্তি কি?"

নমিতা। প্রয়োজনাভাব।

সুরসুন্দর। চিকিৎসা, শুশ্রূষা বা পরামর্শের জন্যে—?

একটু কুণ্ঠিত হইয়া নমিতা বলিল, "স্বতন্ত্র চিকিৎসকের ব্যবস্থায় হানি কি?"

সুরসুন্দর। কিছু না; তবে তিনি মহৎ-হৃদয়া।

"জানি", প্রশান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া নমিতা বলিল, "সম্মানে শ্রদ্ধায় তিনি আমার মাতৃ-স্থানীয়া; তাঁর মহত্ত্বের জন্য আমি তাঁকে গভীর ভক্তি করি। তাঁর

সৌহৃদ্য ও স্নেহের মূল্যও আমার কাছে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। কিন্তু তবুও জাতীয়তা হিসাবে, (কাশ্মিয়া) তাঁর সম্পর্ক আমার দূর। তা ছাড়া, আমার স্বদেশের গর্ব্ব, গৌরবের নিদর্শন, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কারো ব্যক্তিগত দৌর্ব্বল্য-কলঙ্কের অপমান, বা বেদনার কাহিনী, যা তাঁর মত সহৃদয়া মহিলাকে শুনিয়ে আমি সুখী বা সন্তুষ্ট করতে পারব না, তা তাঁকে জানাতে আমি একান্তই অনিচ্ছুক। ক্ষমা কোর্‌বেন, তাঁর সহানুভূতি আমার পক্ষে সকল সময়ে লোভনীয়, কিন্তু এ রকম ক্ষেত্রে অসহনীয়!"

নমিতা আর দাঁড়াইল না। স্তম্ভিত-মুখ সুন্দরের হাত ধরিয়া বিমল বলিল, "আসুন!"

(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

সংবাদ-সংগ্রহ।

১। আমাদিগের রাজমাতা যুদ্ধে ব্যাপৃত ভারতীয় সেনাদিগকে, তাহাদিগের শৌর্য্যবীর্য্যের পুরস্কার-স্বরূপ, একখানি ঢাল ও একটী পতাকা উপহার দিয়াছেন।

২। নূতন ব্যবস্থায় যুদ্ধে সমধিক ফল লাভের আশায় ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ এস্কুইথ স্ব-পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। সমর-সচিব মিঃ লয়েড্ জর্জ্জই এক্ষণে প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন। তিনি, ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্জ্জন, বুয়ার যুদ্ধের নায়ক লর্ড মিল্‌নার, রক্ষণশীলদলের নেতা মিঃ বোনার ল, শ্রমজীবি-দলভুক্ত মিঃ হেণ্ডার্সন—এই পঞ্চজন যুদ্ধের যাবতীয় ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ করিবেন। এতদ্ব্যতীত আরও ২৭ জন মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা কেবলমাত্র বিভিন্ন বিভাগের কার্য্য সম্পাদন করিবেন, মন্ত্রি-সভার সভ্য হইবেন না। মিঃ লয়েড জর্জ্জ প্রধান-মন্ত্রী হইয়া যে-সকল কার্য্য করিবেন, তাহার তালিকা বাহির হইয়াছে। তিনি বাণিজ্য-পোত-সকল অস্ত্র-সজ্জিত করিবেন; শীতাবসানে বসন্তাগমে [illegible]-সৈন্য প্রবলবেগে আক্রমণ করিয়া পরাভূত করিবেন; ১৬ হইতে ৬০ বর্ষ বয়স্ক সমস্ত লোককে যুদ্ধ-কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন; জর্ম্মনীকে জাহাজ-দ্বারা এরূপ বেষ্টন করিবেন যে, একরত্তি বিদেশীয় দ্রব্যও তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না; প্রত্যেক ব্যক্তিকে আহার্য্য-ক্রয়ার্থ টিকিট দিবেন, তাহাতে কত আহার্য ক্রয় করিতে পারিবে তাহা লেখা থাকিবে; অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপাদনের উপায় করিবেন; যুদ্ধে অনাবশ্যক ব্যবসায়, বিলাস-দ্রব্যের আমদানী, ক্রয় ও ব্যবহার বন্ধ করিবেন; সপ্তাহের কয়েক দিন মাংসাহার ত্যাগ করিতে হইবে;—এইরূপ নিয়ম করিবেন।

৩। সম্রাট মিঃ এস্কুইথকে "লর্ড" উপাধি দানের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তিনি উক্ত সম্মান গ্রহণ করিতে অসম্মত।

৪। মিঃ শেলি বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র রয়াল সসেক্স সৈন্য-দলের লেফটেনাণ্ট। তিনি আকাশ-যুদ্ধ শিক্ষা করিতেছেন।

৫। ফরাসী সমরবিভাগ এই সংবাদ প্রচার করিয়াছেন যে, ১৯১৬ সালে মিত্রশক্তিগণ ৫,৮২,৭২ জন শত্রুসৈন্য বন্দী করিয়াছেন। মিশর ও পূর্ব

আফ্রিকায় যাহারা বন্দী হইয়াছে, তাহাদিগকে ইহার মধ্যে ধরা হয় নাই। ফরাসীরা মোট ৭৮৫০০ সৈন্য কয়েদ করিয়াছে—ভার্দুনে ২৬,৬৬০ ও সোমে ৫১৮৪০ জন। ইংরেজেরা ৪০৫০০ জনকে, ইটালীয়ানেরা ৫২,২৫০ জনকে, রুষেরা ৪ লক্ষ শত্রুসৈন্যকে এবং সার্ব্বিয়ার ১১,১৭৩ জনকে বন্দী করিয়াছে। ১৯১৬ সালে এক ফ্রান্সেই শত্রুপক্ষের ১০ লক্ষ সৈন্য হতাহত হইয়াছে।

৬। ভারতবর্ষ হইতে বহু সহস্র গাধা ও গাধার রাখাল যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত হইয়াছে। অমৃতসর জেলা ১২১১, গুজরাত ৮১১, শাপুর ৭৩১, ঝেলম ৬৪৭, লায়ালপুর ৪০৩ ও আটক ৫৪৬ জন রাখাল পাঠাইয়াছে। এক আটক জেলা হইতে যুদ্ধের জন্য এপর্য্যন্ত ৪ হাজার লোক সৈন্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে।

৭। গবর্ণমেণ্ট এই নিয়ম করিয়াছেন, ইংলণ্ডের পতিত জমি দখল করিয়া তাহাতে খাদ্য-সামগ্রী উৎপাদন করিবেন।

৮। যুদ্ধ-ব্যয় সঙ্কুলানের উদ্দেশ্যে বিলাতে সপ্তাহে এক দিন করিয়া মাংসত্যাগের প্রস্তাব হইয়াছে। প্রকাশ,—ইটালী এই জানুয়ারি হইতেই সপ্তাহে দুই দিন করিয়া মাংস-ত্যাগের ব্যবস্থা করিয়াছে।

৯। ইংলণ্ডে আহার্য্য দ্রব্য দুর্লভ ও দুর্মূল্য হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট এই নিয়ম করিয়াছেন যে, হোটেলে সন্ধ্যাকালে ৩ পদের বেশী ও অন্যান্য সময়ে ২ পদের বেশী আহার দেওয়া হইবে না। ঝোল ও ফল খাদ্যপদ বলিয়া গণ্য হইবে।

১০। শুনা যায়, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট শীঘ্র মদ্য বিক্রয় ও মদ্যপান সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিবেন। যেসব মদ মজুত আছে গবর্ণমেণ্ট তাহা ক্রয় করিয়া তাহা গোলা-গুলি নির্ম্মাণে ব্যবহার করিবেন। ইংলণ্ডে কেহ মদ্য খাইবে না, কোথাও মদ কিনিতে পাওয়া যাইবে না।

১১। প্রকাশ, তিন বৎসরের কড়ারে বার্ষিক শত করা ছয় টাকা সুদে, ইংলণ্ড জাপানের নিকট হইতে পনের কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন।

১২। রুষ গবর্ণমেণ্ট কাষ্ঠের চালান বন্ধ করায় সুইডেন দিয়াসালায়ের আকার ছোট করিবে।

১৩। গবর্ণমেণ্টের আদেশ, কয়লার অপ্রাচুর্য্য-হেতু ইংরাজরাজের অধিকার-ভুক্ত স্থান ব্যতীত কুত্রাপি ভারতবর্ষ হইতে কয়লা রপ্তানি হইবে না।

১৪। রুসার্ এই জনরব প্রচার করিয়াছেন যে, ভারতের ডাক ভূমধ্যসাগরের মধ্য দিয়া যুদ্ধ জাহাজে পার হইবে, আর যাত্রীর জাহাজ আফ্রিকার দক্ষিণ দিয়া উত্তমাশা অন্তরীপের পথে যাতায়াত করিবে।

১৫। পূর্ব্বে কলিকাতায় পর্দ্দানশীন মহিলাদিগের জন্য একটী স্বতন্ত্র ভ্রমণোদ্যান-নির্ম্মাণের প্রস্তাব অনেকের আপত্তি-বশতঃ পরিত্যক্ত হয়। ঐরূপ উদ্যান নির্ম্মাণের প্রস্তাব পুনরায় উঠিয়াছে; কিন্তু এবার "পর্দ্দানশীন" কথাই নাই। কলিকাতার মহিলাদিগের মধ্যে যাঁহারা ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা ঐ উদ্যানে বিচরণাদি করিতে পারিবেন, এবার এই প্রস্তাব হইয়াছে। কলিকাতার মিউনিসিপালিটীর অন্যতম কমিশনার ডাক্তার ব্যাঙ্কস প্রস্তাবের কর্ত্তা। প্রস্তাবটীর সম্বন্ধে বিবেচনার ভার একটী কমিটির উপর অর্পিত হইয়াছে।

১৬। চিরুণি নির্ম্মাণের উপকরণ (সেলুলয়েড) প্রস্তুতের নিমিত্ত যশোহরে একটী কারখানা বসিতেছে। গবর্ণমেণ্ট কারখানা স্থাপনের অনুমতি দিয়াছেন। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিও আসিয়াছে।

১৭। সংবাদ-পত্রে প্রকাশ,—শ্রীমতী বেজিনা গুহ, এম-এ, বি-এল, রংপুর কারমাইকেল কলেজের ইংরাজী-সাহিত্যের অধ্যাপিকা নিযুক্তা হইবেন।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 642. February, 1917.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৪ বর্ষ। ৬৪২ সংখ্যা।	মাঘ, ১৩২৩। ফেব্রুয়ারী, ১৯১৭।	১১শ কল্প। ১ম ভাগ।

গান।

বিভাস—একতালা।

(আজি) স্বাগত ভগিনি! এ নব বাণী-মন্দির-দ্বারে।
(হের) আপনি প্রকৃতি আরতি করি বন্দিছে কারে!
গায় পিক-বধূ ললিত তানে, হাসে ফুল-বালা
আকুল প্রাণে,
সাজায় অর্ঘ্য মধুপ মলয় নন্দন-ধারে।
ভূলোকে পুলক আলো অমরার, কে ডুবিতে
চাও আলোক-মাঝার,
কে লভিতে চাও পূজা অধিকার নিখিল
বিশ্ব-পারে?
সকল বিঘ্ন নাশি পদতলে, এস গো সকলে
এস কুতূহলে
নবীন চেতন-মন্ত্র শুনিবে চিত্তাগারে।*

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

---

* ডাঃ খাস্তগিরী বালিকা-বিদ্যালয়ের নব-নির্ম্মিত-গৃহ-প্রবেশ উপলক্ষে রচিত।

মহাত্মা রাজা রামমোহন।

পাশ্চাত্য ঋষি Emerson বলিতেছেন—"I count him a great man who inhabits a higher sphere of thought into which other men rise with labour and difficulty." যাঁহারা সাধারণ মানব অপেক্ষা উচ্চতর চিন্তারাজ্যে বাস করেন, তাঁহারাই জগতে মহাত্মা নামে অভিহিত; সমাজের অপরাপর জনসাধারণ কঠিন পরিশ্রম সহকারে তাঁহাদিগের পদচিহ্ন অনুসরণ করিবার প্রয়াস পায়। রাজা রামমোহন রায় এই সকল মহাত্মাদিগের অন্যতম। ভারতমাতা যে-কয়েকটী উপযুক্ত সন্তানের জননী বলিয়া মাতৃগৌরব লাভ করিয়াছেন এবং জগতের সভ্য সমাজে পূজা পাইতেছেন, মহাত্মা রাজা রামমোহন তাঁহাদিগের মধ্যে একজন। রাজার জীবনালোচনার পূর্ব্বে, সকল মহাত্মাদিগের সহিতই সমগ্র-জাতির, সমগ্র-দেশের এবং সমগ্র জগতের কি সম্বন্ধ, তাহা সংকিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। যুগে, যুগে, এক-একটী মহাত্মার প্রতিভার পূর্ণ-কিরণে জগতে নব নব উষার আবির্ভাব হইয়াছে। ধর্ম্ম, সাহিত্য, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি মানব-জাতির বিভিন্ন কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহাদিগের মহাশক্তি এবং অসাধারণ প্রতিভা প্রকাশিত হইয়াছে। জগতের যাহারা গৌরব, মানবজাতির ইতিহাসে যাঁহাদের কীর্ত্তিস্তম্ভ চিরদিনের জন্য অক্ষয় রহিয়াছে, যাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া যুগে-যুগে, মানব-সমাজ নিয়ত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, সেই-সকল মহাপ্রাণদিগের স্মৃতিও আমাদের কত আদরের বস্তু, কত সযত্নে রক্ষিত অমূল্য ধন! মহাত্মাদিগের জীবন পুনঃ-পুনঃ স্মরণ করিয়া আমরা নিজ-জীবনে শক্তি সঞ্চয় করি। সেই এক পুণ্য-কাহিনী আজ আলোচনা করিতে আসিয়াছি, তাঁহার আশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়া যৎকিঞ্চিৎ বলিব।

যে-সকল মহাত্মাদিগের অভ্যুদয়ে জাতীয় জীবনে নব-যুগের সৃষ্টি হয়, তাঁহাদিগের জন্ম-সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত আছে। কেহ কেহ বিশ্বাস করেন যে, তাঁহাদিগের জন্ম, বুঝি আকস্মিক ঘটনা,—সমাজের সাধারণ নিয়মানুসারে তাঁহাদিগের জন্ম হয় না; সমাজ (society) বুঝি, তাঁহাদিগকে জন্ম দেয় না। স্বর্গ হইতে আকস্মিক কারণ-বশতঃ যেন তাঁহারা পৃথিবীতে আসিয়া পড়িয়াছেন! মহাত্মাদিগের জীবনে আমরা অসাধারণ কিছু যে পাই, তাহা অস্বীকার করা বৃথা। কিন্তু সেই অসাধারণত্ব সামাজিক নিয়মেরই ফল-স্বরূপ। প্রত্যেক মানবই সমাজের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে (organically) যুক্ত। মহাত্মাদিগের সম্বন্ধে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়া সম্ভবপর নয়; কারণ, তাঁহারা তো সমাজের সহিত বিশেষ-ভাবেই যুক্ত,—তাঁহারাই সমাজের প্রাণ। সাধারণ মানবের সহিত তুলনায় তাঁহাদিগের জীবনে বিশেষত্ব দেখিতে পাই, সেইজন্য তাঁহাদিগকে 'মানব-দেবতা'-নামে অভিহিত করি। গ্রীস্-দেশের পৌরাণিক কাহিনী-সকল পাঠ করিলেও দেখি যে, তাঁহাদিগের Heroes অর্থাৎ বীরদিগের চরিত্রে কিঞ্চিৎ দেবত্ব আরোপ করা হইয়াছে, যাহাকে আমরা ইংরাজীতে Super-human element বলিতে পারি। তাঁহাদিগের দেহের গঠনে, আকৃতিতেও এই দেবভাবের বর্ণনা পাওয়া যায়।

মহাত্মাদিগের জন্ম নিশ্চয়ই এক একটী অলৌকিক ব্যাপার নহে। জাতিই ইঁহাদিগকে জন্ম দেয়—জাতীয় সম্পত্তি দ্বারাই ইঁহাদিগের চরিত্র গঠিত। ইঁহাদিগের বিশেষত্ব ও মহত্ত্ব এই যে, জাতির মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়া ইঁহারা জাতিকে পুনর্জন্ম প্রদান করেন। স্বাভাবিক প্রণালীতেই ইঁহাদের জন্ম, কিন্তু ইঁহাদিগকে এক একটী বিশেষ সৃষ্টি (a special creation) বলিতে পারি। বিশেষ কালে বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, বিশেষ শক্তি লইয়া ইঁহারা জন্ম গ্রহণ করেন এবং সেই বিশেষত্ব-দ্বারাই ইঁহারা জাতীয় জীবনকে পুনর্গঠিত করেন। সমাজ ইঁহাদিগের নিকট বিশেষ ঋণী; অপর পক্ষে, সামাজিক জীবনে জন্ম গ্রহণ করিয়া সমাজকে নিজ কার্য্যক্ষেত্র করিতে পারেন বলিয়া ইঁহারাও সমাজের নিকট বিশেষ ঋণী।—"Geniuses are more indebted to society than the common people."

রাজার জীবনের বিশেষত্ব বুঝিতে হইলে তৎকালীন দেশের অবস্থায় কিঞ্চিৎ উল্লেখ আবশ্যক। অষ্টাদশ-শতাব্দীর শেষভাগে জগতে এক মহাবিপ্লবের সূচনা হইতেছিল। সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া স্বাধীনতার এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা এবং প্রাণগত চেষ্টা সকলে অনুভব করিতেছিলেন। ইংলণ্ডীয় মহাসভায় Burke, Fox, Chatham প্রভৃতি রাজনৈতিক পণ্ডিতগণ তেজস্বিনী বক্তৃতায় দেশবাসীকে উত্তেজিত করিতেছিলেন। "সভ্যতার খনি" ফরাসী-ভূমিতে মহাবিপ্লবের আন্দোলন চলিতেছিল। Voltaire, Rousseau র ঐন্দ্রজালিক-লেখনী স্বাধীনতার ও সাম্যের মহিমা ঘোষণা-দ্বারা জাতীয়-বিপ্লব উদ্দীপিত করিতেছিল। Franklin, Washington প্রভৃতি আমেরিকা-বাসিগণ মাতৃভূমির স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে প্রাণপণ প্রয়াস পাইতেছিলেন।

কিন্তু ভারতে? ভারতে তখন ঘোর দুর্দ্দিন। ভারতের অতিপ্রাচীন দুইটী প্রবল-প্রতাপ শক্তি—হিন্দু ও মুসলমানের প্রভাব স্বদোষে বিচূর্ণিত। ভারতবাসী তখন ঘোর কুসংস্কারে নিমজ্জিত। পাশ্চাত্য সভ্যতা তখন ধর্ম্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতি ও সামাজিক রীতি-নীতি ভারতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রাণগত প্রয়াস করিতেছিল। অষ্টাদশ-শতাব্দীর শেষভাগে ভারতে এই যে তিনটী প্রধান শক্তির মধ্যে স্বীয়-প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠার প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল, ইহাদের তিনটীকেই লইয়া একটী মিলিত সামঞ্জস্য স্থাপনের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল। এই ত্রিধারাকে মিলিত করিয়া একটী প্রবল স্রোত প্রবাহিত করিতে হইত। জগতের এই সভ্যতা-ত্রয়ের সংমিশ্রণেই এই নব-যুগের বা মন্বন্তরের আবির্ভাব হইয়াছিল, কোনো অসাধারণ অলৌকিক বিধানে নহে। এই তিনটী সভ্যতার কোনোটীকেই পরিত্যাগ করা চলিত না। প্রত্যেকটী অপরের পূর্ণতা-সাধনের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। প্রত্যেকটি যাহাতে অপরের সাহায্যে নিজ বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া নিজ নির্দ্দিষ্ট পথে উন্নতি লাভ করিতে পারে, অথচ শক্তিত্রয়ের মিলন-ভূমি-স্বরূপ একটী পূর্ণ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সর্ব্বজনীন সভ্যতার সৃষ্টি হইতে পারে, তাহার নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছিল। পরস্পর-বিরোধী শক্তিগুলির একটী synthesis বা সংশ্লেষ আবশ্যক হইয়াছিল।

এই জাতীয় বিপ্লবের দিনে বিপুল আন্দোলনের মধ্যে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে নব-যুগ-প্রবর্ত্তকের জন্ম হইল। সার্ব্বভৌমিক ভিত্তি-স্থাপনের ভার তাঁহারই উপর পড়িল। ইহাই তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব। যাহা কিছু অতীত গৌরব, তাহার পুনরুদ্ধার করিয়া ভবিষ্যৎ গৌরবের সহিত মিলিত করিয়া ভারতে

মরণপণ সাধন করিলেন। সেইজন্য তিনি আজ Father of modern India বা নব-ভারতের জন্ম-দাতা নামে পূজিত। কোনও বিশেষ জাতির, প্রাচ্য হিন্দু মুসলমান বা প্রতীচ্য খৃষ্টীয়ানের উন্নতি তাঁহার আদর্শ ছিল না; সমগ্র ভারতের উন্নতিই তাঁহার আদর্শ ছিল। কুমারী কলেট (Collet) তৎপ্রণীত রাজার জীবনীতে রাজার আদর্শ এবং প্রণালী সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া একস্থানে বলিয়াছেন—তিনি প্রতীচ্য-শিক্ষার মধ্য দিয়া, প্রাচ্য হইতে আমাদিগকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য এই উভয়াপেক্ষা এক বৃহত্তর ও মহত্তর সভ্যতা-রাজ্যের পথ দেখাইয়া দিয়াছেন।*

মাতাপিতার ধর্ম্মানুরাগের প্রভাবে রাজা বাল্য-কাল হইতেই ধর্ম্মে আস্থাবান হইয়াছিলেন। মহাত্মা-দিগের জীবনী পাঠ করিলেই প্রায়ই দেখিতে পাই যে, জননীর চরিত্রই তাঁহাদিগের মহত্ত্বের মূল। মহাবীর নেপোলিয়ান, চিরস্মরণীয় থিয়োডোর পার্কার, প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর-মহাশয় প্রভৃতির জীবন ইহার দৃষ্টান্ত-স্থল। রাজার জননীও অতিশয় বুদ্ধিমতী, দৃঢ়-চরিত্রা ও ধার্ম্মিকা রমণী ছিলেন। রাজা বাল্যজীবনে গৃহদেবতা রাধাগোবিন্দের বিশেষ ভক্ত ছিলেন এবং ভাগবতের এক অধ্যায় পাঠ না করিয়া জল-গ্রহণ পর্য্যন্ত করিতেন না। দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাগ্রণী সংস্কারকও সাময়িক কু-প্রথার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান নাই। কারণ, তাঁহাকে বাল্যকালেই বহুবিবাহ-বন্ধনে পড়িতে হইয়াছিল।

রাজার জীবনী তিনটী ভাগে ভাগ করিয়া আলোচনা করা যাইতে পারে। ১ম — ১৭৭৪—১৭৯৬, ২য় — ১৭৯৬—১৮১৭, ৩য় — ১৮১৭—১৮৩৩ পর্য্যন্ত। ১ম ও ২য় ভাগের বিষয় অতি সংক্ষেপে বলিব।

রাজার জীবনের কার্য্যক্ষেত্র যেরূপ বিস্তৃত ছিল, তাহার জন্য গভীর জ্ঞানরাশি অর্জ্জন করা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছিল। জ্ঞানের পথে তিনি কিরূপে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা এখন দেখিতে চেষ্টা করি। অতি বাল্যেই পারস্য ও আরবী ভাষা শিক্ষা করেন। বাল্যকালেই অসাধারণ প্রতিভা ও মেধাশক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। কারণ—"The child is father of the man." সুফীদিগের গ্রন্থ পড়িতে তিনি বড় ভাল বাসিতেন। হাফেজ প্রভৃতি কবিদিগের গ্রন্থ তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। পাঠ্যাবস্থাতেই কোরাণের একেশ্বরবাদ এবং সুফীদিগের গ্রন্থাদি-দ্বারা তাঁহার মনে পৌত্তলিকতায় প্রথম সন্দেহ জাগরিত হয়। ইহার পর সংস্কৃত-শাস্ত্রাধ্যয়ন-দ্বারা প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে, এই সন্দেহই প্রবলতর হইতে থাকে। মতামত-প্রকাশে পিতাপুত্রে ঘোর ধর্ম্ম-বিবাদ আরম্ভ হয়। "হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্ম্ম-প্রণালী"-নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিলেন, এবং পিতৃকর্ত্তৃক তাড়িত হইলেন। এই সময়ে দেশভ্রমণে বহির্গত হইয়া তিব্বতে আসিয়া উপস্থিত হন। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অনুসন্ধান করাও তিব্বতযাত্রার একটী কারণ। তিব্বত-আগমন রাজার জীবনের একটী বিশেষ ঘটনা। তাঁহার সমগ্র-জীবনে—শেষ-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত নারীজাতির প্রতি তাঁহার যে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার একটী প্রধান কারণ—তিব্বতীয় রমণীদিগের স্নেহ ও আনুকূল্য। হায়! কোমল শৈশব হইতেই কত পরীক্ষা, কত সংগ্রামের

---

* "If we follow [illegible] right line of his development, w[illegible] shall find that he leads the way from the Orientalism of the past, *not* to [illegible] through Western culture, towards a civili[illegible] neither Western no[illegible] [illegible] larger and nobler than [illegible]."

মধ্য দিয়া তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। ষোড়শ-বর্ষীয় তরুণ বালক সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় গৃহ বন্ধন ছিন্ন করিয়া বহির্গত হইলেন।—

"বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে
কে মোর আত্মপর!
আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে
কোথায় আমার ঘর?"

এই ভাবিয়া বিশ্বজগতের সেবায়, এই বয়স হইতেই নিজেকে সমর্পণ করিলেন। এই সেবা কার্য্যের জন্য মহাত্মা বিঘ্ন ও দুঃখযন্ত্রণা সহ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এইরূপে বিভিন্ন প্রদেশ ভ্রমণ করিয়া, তত্রত্য ধর্ম্মগ্রন্থ-সকল অধ্যয়ন করিলেন, এবং এই সময় নানাপ্রকার ভাষাও আয়ত্ত করিলেন। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে বিংশতি-বৎসর বয়সে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া দুইবৎসর-কাল স্বদেশের রাজনীতি-চর্চ্চায় বিশেষভাবে অতিবাহিত করিলেন। এইরূপে তাঁহার জীবনের প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

গৃহে প্রত্যাগমনের পর, যে হিন্দুশাস্ত্র-সিন্ধু মন্থন-পূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞান-রত্ন উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহাতে আশ্চর্য্য ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া দেশের সকল প্রকার কুসংস্কার ও কুপ্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। ইহাতে পুনরায় বিতাড়িত হইলেন। এই সময়ে দ্বাদশ-বৎসর-কাল কাশীধামে সংস্কৃত-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন। জননীর ভীষণ প্রতিপক্ষতার বিষয়ে বোধ হয় জীবনী-পাঠক-পাঠিকামাত্রেই অবগত আছেন। রাজা নিজেকে বিধর্ম্মী বলিয়া স্বীকার করিলেন না। তিনি তো ধর্ম্মচ্যুত হন নাই, বিকৃত ধর্ম্মমত হইতে দেশকে বিশুদ্ধ ধর্ম্মে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। রাজা তাঁহার 'A Defence of Hindoo Theism' এ বলিতেছেন—

"I have urged in every work that I have hitherto published, that the doctrines of the unity of God are *real Hindooism*, as that religion was practised by our ancestors, and as it is well-known even at the present age to many learned Brahmans———" *

ইহার পর তাঁহার জীবনের এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। রাজ-সরকারে কর্ম্মগ্রহণ এবং তৎফলে পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত বিশেষ যোগ-স্থাপন এই অধ্যায়ের বিশেষ কার্য্য। তিনি ১৭ বৎসর-কাল রাজ-সরকারে ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে আপনার অসামান্য বিচক্ষণতা, স্বাধীনতা-প্রিয়তা, আত্ম-সম্মান-বোধ, ধৈর্য্য, পরিশ্রমশীলতা, কর্ম্মক্ষমতা ও কার্য্যদক্ষতা প্রভৃতির দ্বারা রাজকর্ম্মচারীদিগকে কিরূপ আকৃষ্ট করিয়াছিলেন ও তাঁহাদিগের দ্বারা কিরূপ সম্মানিত হইয়াছিলেন, তাহা দুই এক কথায় বলিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহার ইংরাজী রচনা বিখ্যাত সাহিত্যকারদিগের নিকটও বিশেষ প্রশংসনীয় হইয়াছিল। দেশে ইংরাজী-শিক্ষার প্রয়োজন বিষয়ে তাঁহার প্রণীত যে ইংরাজী আবেদন-পত্র Lord Amherst এর নিকট প্রেরিত হইয়াছিল, সে-সম্বন্ধে Miss Collet বলিতেছেন—

"This memorial was attributed by its opponents to an English author, but was really, as was generally acknowledged later, the work of Ram Mohan. It may be regarded as the Areopagitica of Indian History. Alike in diction and

---

* অদ্যাবধি যে-সকল গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছি, তাহার প্রত্যেকটীতে আমি বিশেষভাবে দেখাইয়াছি যে, ঈশ্বরের একত্বে বিশ্বাসই প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম। এইরূপ হিন্দুধর্ম্মই আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ-কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত ও বর্ত্তমানকালেও বহু বিজ্ঞ ব্রাহ্মণের নিকট সুবিদিত।

in argument, it forms a noble landmark in the progress of English culture in the East. *

রাজনীতি-ক্ষেত্রেও তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা প্রকাশ পাইয়াছিল।

১৮১৪ খৃঃ হইতে তাঁহার প্রকৃত কর্ম্ম-জীবন আরম্ভ হইল। এই সময় বিষয়-কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। অদম্য উৎসাহ ও কঠিনতম পরিশ্রম সহকারে হিন্দু,মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থ-সকল অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সকল ধর্ম্মের মূল গ্রন্থাদি পাঠ করিতে লাগিলেন। ভিন্ন-ভিন্ন-পথাবলম্বী পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগকে অধ্যয়ন করিলেন। কবিবর Browning বলিতেছেন, "They sleep not, whom God needs."—ভগবানের বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত যাঁহারা সৃষ্ট হইয়াছেন, তাঁহাদের বিশ্রাম-মুহূর্ত্ত নাই? যাঁহাদিগের প্রভাবে জাতীয় মৃত-জীবনে সঞ্জীবন-শক্তি সঞ্চারিত হইবে, তাঁহাদের কার্য্যের উপযুক্ত আয়োজন আবশ্যক। রামমোহন সেই মহা আয়োজনে এতকাল ব্যাপৃত ছিলেন।

তিনি সর্ব্বশুদ্ধ ১০টী ভাষা আয়ত্ত করিয়া তাহাদিগের সকল ধর্ম্মশাস্ত্র অনুধাবন করিয়া, সেই যে একটি সত্যরত্ন লাভ করিলেন, সেই সত্যভূমির উপর তাঁহাকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মতাবলম্বীদিগকে মিলিত করিতে হইবে। কি উচ্চ আদর্শ, কি মহান্ ভাব, কি উদার আকাঙ্ক্ষা! আজ বিংশ-শতাব্দীতে ভারতে যে নবযুগের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাহার যেন ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন! ভারতের নবজীবন আসিয়াছে। বর্ত্তমান জাতীয় জাগরণ তাঁহারই শক্তির ক্রমবিকাশ নয় কি? তাই তিনি 'Oriental prophet of Humanity' নামে অভিহিত। অতীত ও ভবিষ্যতের সঙ্গমস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া ভারতবাসীকে প্রাচীন গৌরব পুনরুদ্ধারের আশ্বাসবাণী শ্রবণ করাইলেন এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতেরও পথ নির্দ্দেশ করিলেন। তাঁহাকে আজ তাই ভারতবাসী Prophet, Seer বা ঋষি বলিয়া পূজা-অর্ঘ্য দিতেছে।

ভারত তখন ঘোর-কুসংস্কারাচ্ছন্ন। ভারতবাসীর অন্তরে পাশ্চাত্য জ্ঞানের রশ্মিমাত্রও প্রবেশ করে নাই। সর্ব্ববিষয়ে ব্রাহ্মণেরা তখনও ভারতে প্রবল পরাক্রমের সহিত আধিপত্য ভোগ করিতেছিল। শিক্ষার কোনও সুব্যবস্থা ছিল না। কুসংস্কার ও কুপ্রথার গরলস্রোত দেশবাসীর শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইতেছিল। বর্ণবিশেষের আধিপত্য, জাতিভেদ-প্রথা, নারীর প্রতি পুরুষের অত্যাচার, পূজার বাহ্যাড়ম্বর প্রভৃতি নির্ব্বিবাদে ভারতবাসীকে মনুষ্যত্ব-বিহীন করিতেছিল। অসহায়া সহমরণশীলা বিধবার মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ গগনমণ্ডল ভেদ করিয়া প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। যে ভারত প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞানে জগতের সকল ধর্ম্মের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, যে ভারতের পুণ্য তপোবন হইতে পবিত্র ওঁকার-ধ্বনি গম্ভীরস্বরে উত্থিত হইয়া আকাশ-মণ্ডল কম্পিত করিত,—হায়, সেই সোনার ভারত কি অসাড়তায় নিমগ্ন!

* বিপক্ষগণ এই আবেদন-পত্র কোনও ইংরাজ-লিখিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন; কিন্তু বাস্তবিকই, এবং পরে ইহা সকলেই স্বীকার করিয়াছিলেন যে, ইহা রামমোহনেরই কার্য্য। (ইংলণ্ডের মহাকবি Milton চিন্তা-শক্তির স্বাধীনতা-লাভের জন্য Areopagitica লিখিয়াছিলেন।) ইহাকেও ভারত-ইতিহাসের Areopagitica বা স্বাধীন-চিন্তা ও জ্ঞানের [illegible] বলা যাইতে পারে। ভাষা ও তর্ক-প্রণালী উভয়েরই উহা পূর্ব্বদেশে ইংরাজি শিক্ষার উন্নতি বিষয়ে একটী উচ্চ নিদর্শন।

সেই তিমিরাচ্ছন্ন দেশে, বিপুল তমোরাশি ভেদ করিয়া এক আলোকস্তম্ভ প্রকাশিত হইল। ভারতের কাণ্ডারী, প্রাচীন গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ভারতকে নবভাবে নবসাজে সজ্জিত করিয়া আসিলেন, সমগ্র জগৎ তাঁহার জ্ঞান-সমুদ্র দেখিয়া স্তম্ভিত হইল।

রাজার কার্য্যক্ষেত্র মানব-সমাজের সকল দিকেই প্রসারিত হইয়াছিল। ধর্ম্ম, সমাজ, রাজনীতি, শিক্ষা প্রভৃতি দেশের যাবতীয় শুভকার্য্যই তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার দ্বারা উদ্বোধিত, প্রতিষ্ঠিত ও অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। তাঁহার জ্ঞান সাগরের ন্যায় গভীর, হৃদয় প্রকৃতির ন্যায় সুন্দর, আর প্রেম আকাশের ন্যায় উদার ছিল। ব্রহ্মোপাসনার "রণভেরী" বাজিয়া উঠিল। ভারতবাসী আবার প্রাণভরিয়া "ওঁ পিতানোঽসি" বলিয়া জগৎ-পিতাকে ডাকিবার অধিকার প্রাপ্ত হইল। প্রচারের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা-বোধে চতুর্ব্বিধ উপায়ে প্রচারকার্য্য আরম্ভ করিলেন:—আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক, বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষাদান, পুস্তক-প্রচার এবং সভা-সংস্থাপন। শাস্ত্রীয় বচনসকল সংগ্রহ করিয়া বিচারশক্তির দ্বারা সেই সকলের নিগূঢ় তাৎপর্য্য অনুসন্ধানপূর্ব্বক নিজ-মত সমর্থন করিতে লাগিলেন। তিনি শাস্ত্রের অন্ধ অনুগামী ছিলেন না, অপর পক্ষে স্বেচ্ছাচারীর মত প্রাচীন শাস্ত্রবিধি বর্জ্জনপূর্ব্বক সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত বিচারশক্তির উপর নির্ভর করিতেন না। মানবাত্মার স্বাধীনতা তাঁহার হৃদয়ের সর্ব্বপ্রধান প্রিয় বস্তু ছিল, সেই সঙ্গে আশ্চর্য্য reverence বা সাধু-ভক্তির সমাবেশ হইয়াছিল। Tradition & Reason—প্রাচীন মত এবং বিচার-শক্তি এতদুভয়ের সমাবেশেই মানব-সমাজের ক্রমোন্নতি অবশ্যম্ভাবী। রাজা কি-ভাবে শাস্ত্র স্বীকার করিতেন, এই বিষয়ে স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"এক সময় ছিল, যখন শাস্ত্র বলিলেই অভ্রান্ত বা অলৌকিক বুঝাইত। এখন ঊনবিংশ-শতাব্দীতে ক্রমবিকাশ-বাদের ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া শাস্ত্র-সকলকে আমরা নূতনভাবে দেখিতে শিক্ষা করিতেছি। এখন শাস্ত্র বলিলেই অভ্রান্ত বা অলৌকিক মনে করিতে হয় না। উহাতে মানবজাতির শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান সঞ্চিত রহিয়াছে বলিয়া উহা সম্মানাস্পদ, শ্রদ্ধাযোগ্য এবং ধর্ম্মজীবনের সাহায্যকারী। রাজা রামমোহন রায় শাস্ত্র সম্বন্ধে ঊনবিংশ-শতাব্দীর এই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের প্রথম প্রকাশক ও প্রচারক। ইহা তাঁহার পক্ষে সামান্য গৌরবের কথা নহে।" তিনি ব্যক্তিগত জ্ঞান ও ইচ্ছার সহিত জাতীয় ব্যবস্থা বা শাস্ত্রের সামঞ্জস্য আবশ্যক মনে করিতেন।

প্রাচীনের অন্ধ অনুসরণ বা শুধু নবীনের দ্বারা বিপ্লব (revolution) আনয়ন উন্নতির উপায় নহে। সম্মিলন-শক্তি (Power of synthesis) তাঁহার বিশেষত্ব, মৌলিকত্ব। এই শক্তি ও আদর্শ-দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই তিনি পূর্ব্ব-পশ্চিমের মিলনে সমর্থ হইয়াছিলেন। "East is East, and West is West, and never the twain shall meet."—এই বাক্যের অযৌক্তিকতা-প্রমাণ তাঁহার জীবনে সম্ভবপর হইয়াছিল। প্রাচীন ও নবীনের, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের, অতীত ও বর্ত্তমানের সংযোগে প্রকৃত উন্নতি সম্ভব।

তাঁহার প্রথম শক্তির পরিচয় পাই, পণ্ডিত-দিগের সহিত তাঁহার ঘোর-তর্কযুদ্ধে। শঙ্কর শাস্ত্রী, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী প্রভৃতি পণ্ডিত-দিগের সহিত তাঁহাকে কিরূপে শাস্ত্র-বিচারে নিযুক্ত হইতে হইয়াছিল, তাহা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা এক্ষণে সম্ভব নয়। রাজার 'A Defence of Hindu

Theism* এ তাঁহার শাস্ত্রীয় বিচারে দক্ষতা এবং কি আশ্চর্য্য নির্ভীকতা প্রকাশ পাইয়াছে! যাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেন, তাহা স্পষ্ট প্রকাশ করিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ করিতেন না। খৃষ্টধর্ম্ম শাস্ত্রীর সহিত তাঁহার বিচার-যুদ্ধ বিশেষ বিখ্যাত। রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ তাঁহাকে কিরূপ আক্রমণ করিয়াছিলেন, এবং অবশেষে তাঁহার প্রাণ-সংশয়ও হইয়াছিল! অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সকল বিচার-যুদ্ধে তিনি একটীও দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করেন নাই, বা একটীও অভদ্র ব্যবহার প্রদর্শন করেন নাই। নিজের স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য,ধৈর্য্য,কোমলতা ও শান্তভাব সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া বিপক্ষদিগকে তাহাদের নিজ-বাক্যেই নিরুত্তর করিতেন। চতুর্দ্দিকের প্রতিকূলতায় সেই নির্ভীক চিত্ত বিশ্বাসে ধীর, স্থির, অটল, অচল! অসংখ্য পুস্তিকা প্রচার করিতে লাগিলেন। খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী পাদ্রীদিগের সহিতও তর্ক-যুদ্ধে ক্ষান্ত রহিলেন না; কারণ খৃষ্টধর্ম্ম গ্রন্থ-সকলও বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। খৃষ্টধর্ম্মকেও প্রচলিত অবস্থা হইতে যুক্তির অনুগামী করিতে চেষ্টা করাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। প্রতিকূলতাও দিন-দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল,কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্যও তিনি পশ্চাৎপদ হইলেন না। এই বীরত্বের পশ্চাতে সেই ধর্ম্মাবহ পরমপিতার ন্যায়-শাসনে অবিচলিত বিশ্বাসই তাঁহাকে চালাইতেছিল। "ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান ব্রহ্মানন্দরসপান তাঁহার সকল শক্তির উৎস-স্থল ছিল। তাই দেব-পর্জ্জিত্বে এই সত্য বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন—

"By taking the path which conscience and sincerity direct, I,born a Brahman, have exposed myself to the complainings and reproaches even of some of my relations, whose prejudices are strong, and whose temporal advantage depends upon the present system. But these, however accumulated, I can tranquilly bear, trusting that a day will arrive when my humble endeavours will be viewed with justice—perhaps acknowledged with gratitude. At any rate, whatever men may say, I cannot be deprived of this consolation: my motives are acceptable to that Being, who beholds in secret and compensates openly.*"

কি ভবিষ্যদ্বাণী! আজ এক শতাব্দী পরেও কি সেই বাণী অক্ষরে অক্ষরে কার্য্যে পরিণত হইতেছে না? আজ কি ভারতবাসীর হৃদয়ে তাঁহারই স্মৃতি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করে নাই?

এই বীরত্বের পশ্চাতে আর একটী বিশ্বাস কার্য্য করিতেছিল,—সেটী মানব-সেবা। "The service of man is the service of God,"—মানবের সেবাই পরমপিতার সেবা;—ইহাই কর্ম্মযোগীর জীবনের মূলমন্ত্র হইয়াছিল। তাই তাঁর বিশ্বপ্রেম সমগ্র জগৎকে আলিঙ্গন করিয়াছিল। এই সেবার ভাবই তাঁহাকে সকল অত্যাচার সহ্য করিতে শক্তি দান করিয়াছিল।—

"তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে
দাও শকতি।
তোমার সেবার মহান্ দুঃখ সহিবারে দাও ভকতি॥"

---

* অকপট বিশ্বাস ও বিবেক-নির্দ্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মণবংশ-সম্ভূত আমি, সংস্কারে সঙ্কীর্ণ এবং ঐহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বর্ত্তমান ব্যবস্থায় নির্ভরশীল, আমার কতিপয় আত্মীয়েরও অভিযোগ এবং তিরস্কারের পাত্র হইয়াছি। কিন্তু ইহা যতই সঞ্চিত হউক না কেন, একদিন আসিবেই যখন আমার ক্ষীণ চেষ্টা যথার্থভাবে দৃষ্ট এবং সম্ভবতঃ কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকৃত হইবে—এই বিশ্বাসে, আমি ইহা শান্তভাবে সহ্য করিতে সক্ষম। লোকে যাহাই বলুক না কেন, আমি কোন উপায়েই এই সান্ত্বনা হইতে বঞ্চিত হইতে পারিব না যে, যিনি গোপনে সমুদয় দেখেন ও প্রকাশ্যে ফল বিধান করেন, তিনি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন।

কলিকাতা ও ইংলণ্ডে অবস্থান-কালে একেশ্বর-বাদী খৃষ্টীয়ানদিগের (Unitarian) সহিত রাজার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। Adam সাহেব তাঁহারই উপদেশে একেশ্বর-বাদ গ্রহণ করেন। চতুর্দ্দিকে হলুস্থুল পড়িয়া গেল। গোঁড়া খৃষ্টিয়ানেরা Adam সাহেবকে "Second fallen Adam" বলিয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ শয়তানের প্ররোচনায় প্রথম সৃষ্ট মনুষ্য Adam এর যেমন পতন হয়, সেইরূপ রামমোহনের হাতে পড়িয়া দ্বিতীয় বার পতন হইল। রাজা Unitarianদের উপাসনালয়ে যাইতেন। ১৮১৫ খৃঃ তিনি 'আত্মীয়-সভা'-নামে যে সভা সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, সে-স্থানে নির্দ্দিষ্ট উপাসনাদি হইত। পরে ১৮২৮ খৃঃ ৬ই ভাদ্র একটী উপাসনা-সভার প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহার ব্রহ্মসভা বা ব্রহ্ম-সমাজ নাম হইল। এই তারিখে 'ভাদ্রোৎসব' হইয়া থাকে। ১৮২৯ খৃঃ ১৭৫১ শকের ১১ই মাঘ নূতন গৃহে কার্য্যারম্ভ হয় বলিয়া ঐ দিবসে সমস্ত দিন-ব্যাপী উৎসব হইয়া থাকে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার "ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চ-বিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত"-নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকায় বলিয়াছেন—"অনেকে হঠাৎ মনে করিতে পারেন যে, ব্রাহ্মদল হইতে ব্রাহ্ম-সমাজ নাম হইতেছে, কিন্তু তাহা নহে; ব্রাহ্ম-সমাজ হইতেই ব্রাহ্ম-নাম স্থির হয়।" এই সমাজ প্রতিষ্ঠায় রাজার কি উদ্দেশ্য ছিল? রাজার মৃত্যুর পর ব্রাহ্ম-সমাজে নানা-কারণে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু কোনো বিশেষ সম্প্রদায় গঠন করা যে তাঁহার আদর্শের মধ্যে ছিল না, তাহা তাঁহার লিখিত সমাজ গৃহের 'ট্রষ্ট ডীড' পত্রের তিনটী কথা পরিষ্কার-রূপে পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। এই মন্দিরের উপাস্য দেবতা কে? উপাসক কে? এবং উপাসনা প্রণালী কি? এই প্রশ্নত্রয়ের উত্তরে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেই তাঁহার উদ্দেশ্য সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে। সর্ব্বজনীন উপাসনার জন্যই এই গৃহের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

মহাজনদিগের জীবন-বৃত্তান্ত পাঠ করিলে দেখা যায় যে, এক-একটী মহাভাব তাঁহাদিগের জীবনের পরিচালক হয়। "বিশ্বব্যাপিনী মৈত্রী" বুদ্ধদেবের প্রধান ভাব, "আপনাকে আপনি জান" সক্রেটিসের প্রধান ভাব, "পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য," ঈশার, "একমাত্র ঈশ্বরের পূজা,—অপর সকল দেবপূজায় প্রতিবাদ" মহম্মদের, "ধর্ম্ম-চিন্তায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা" লুথারের, "ভক্তিতেই মুক্তি" শ্রীচৈতন্যের, "মানবাত্মার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি" থিওডোর পার্কারের প্রধান ভাব। সেইরূপ রাজার প্রধান ভাব "সার্ব্বভৌমিক উপাসনা এবং তাহার জন্য সমাজ-প্রতিষ্ঠা।" মিস্ কলেট্ বলিতেছেন।—

"He was above all and beneath all, a religious personality. The many and far-reaching ramifications of his prolific energy were forth-puttings of one purpose. The root of his life was religion."

তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা ভাবে পরিপূর্ণ হইত। একটী সুভাবের কথা শুনিলে বা সঙ্গীত শুনিলে তাঁহার গণ্ডদেশ বহিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইত। নিরন্তর তাঁহার হৃদয় হইতে ঈশ্বর-চরণে প্রার্থনা উত্থিত হইত। Mr. Eslin বলিয়াছেন—"He was in a constant habit of prayer ... ... whether sitting or riding he was frequently in prayer." নাস্তিকতাকে তিনি অত্যন্ত ভয় করিতেন। একজন আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিয়াছিলেন—"অমুক Deist ছিলেন, এখন তিনি Atheist হইয়াছেন।" রাজা তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, "কিছুদিন পরে Beast হইবেন।" তিনি

নিরস বৈদান্তিক ছিলেন না। ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ ছিলেন। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্মের কি অপূর্ব্ব সমাবেশ তাঁহার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়!

রাজার প্রেম-প্রবণ হৃদয়ের পরিচয় সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাই, নারীজাতির প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও প্রীতি-প্রদর্শনে। তাঁহার হৃদয় বজ্রের ন্যায় কঠিন ও কুসুমের ন্যায় কোমল ছিল। তিনি সমগ্র জগতের নারী-জাতিরই পক্ষপাতী ছিলেন এবং সর্ব্বত্রই রমণীকুলের প্রিয় হইতেন। নারীর মধ্যে প্রকৃত নারীত্ব তিনি দেখিয়াছিলেন। সেইজন্য সম্মান ও শ্রদ্ধার দ্বারা রমণী তাঁহার নিকট পূজিতা হইতেন, যাহার অভাবে আজ বিংশ শতাব্দীর বিশ্ব-সভ্যতার উচ্চ আদর্শের মধ্যেও আমরা নারী-জাতির প্রকৃত স্থান খুঁজিয়া না পাইয়া, আঘাতের পর আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ফিরিয়া আসি। ভারত-হিতৈষিণী কুমারী কার্পেণ্টারের অন্তরে তিনিই প্রথম ভারতের কল্যাণাকাঙ্ক্ষা জাগরিত করেন। কুমারী হেয়ারের রাজার প্রতি অতিস্বাভাবিক পিতৃভাব ছিল। রাজার মৃত্যু-শয্যায় তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম ও তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার আকুল ক্রন্দনের বর্ণনা আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়াছে। কুমারী কলেট তাঁহার কিরূপ ভক্ত ছিলেন, তাহা তাঁহার রচিত রাজার জীবনী পাঠে অবগত হইয়াছি। স্বদেশের নারীজাতির দুরবস্থা দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। ভারতের ঐ দুর্দ্দিনে ভারত-রমণীর অবস্থা কি শোচনীয়া হইয়াছিল, তাহা কল্পনা করিতেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়! রামমোহনের কত পরে কবি হেমচন্দ্র আসিয়াছিলেন। তিনিই তাঁহার সময়ের নারীজাতির দুর্গতি দেখিয়া লিখিয়াছিলেন—

"আয় আয় সহচরি, ধরিগে বৃটনেশ্বরী,
কহিগে তাঁহার কাছে দুঃখের রোদন,
এ জগতে আমাদের কে আছে আপন?
নিষ্ঠুর বিমুখ যাঁরা বিমুখ জনক ভ্রাতা
বিমুখ নিষ্ঠুর তিনি—পতি নাম যাঁর,
আশ্রয় ভারতেশ্বরী ভিন্ন কেবা আর?

* * *

শত শত বর্ষ মাতঃ, পৃথিবী ভিতরে
এইরূপ অহরহঃ অশ্রুধারা ঝরে,

* * *

হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান ম্লেচ্ছ অধিকার,
শাস্ত্র ধর্ম্ম মতামত কতই প্রকার
উঠিল ভারত-ভূমে হইল পতন,
আমাদের দুঃখ আর হ'ল না মোচন!"

আর রামমোহনের বক্ষে এই সকল দুঃখ আসিয়া সঞ্চিত হইল, পাষাণের ভারের ন্যায় দিবা-রাত্র তাঁহাকে পীড়া দিতে লাগিল। যে কু-প্রথার বশবর্ত্তী হইয়া ভারতবাসী সহস্র সহস্র নারীহত্যা-পাপে দেশ কলুষিত করিতেছিল, যে কুসংস্কার শত শত ভারত-সন্তানকে অকালে মাতৃহীন করিতেছিল, সেই নির্ম্মম সহমরণ-প্রথা সমূলোৎপাটন করিতে রামমোহন দৃঢ়সংকল্প হইলেন। মানব-চক্ষুর সম্মুখে প্রতিদিন শত শত মৃতদেহ ভস্মীভূত হইতেছে, মৃত্যুর যাতনা জগতের ত একটী সাধারণ নিয়মের মধ্যেই পরিগণিত, তথাপি সেই বিশ্বপ্রেমিক বুদ্ধ-দেবের প্রাণে জরা-মৃত্যু কি এক চিরবৈরাগ্য উৎপাদন করিল! রাজার পূর্ব্বে ত সহস্র সহস্র ভারত-ললনা চিতায় জীবন্ত দেহ ভস্মীভূত করিতেন, আর কি কাহারও প্রাণ ঠিক ঐ-ভাবে কাঁদিয়াছিল? ১৮১৮ হইতে এই কু-প্রথার বিরুদ্ধে তিনি সমর ঘোষণা করিলেন। রাজ-কর্ম্মচারীদিগকে দেখাই-লেন যে, এই কুপ্রথা শাস্ত্র-সম্মত নয়; বল-প্রয়োগাদি-দ্বারাই অধিকাংশ স্থলে এই নৃশংস ব্যাপার সংঘটিত হয়। ভারত-হিতৈষী Lord Bentinckকে তিনি

বিশেষভাবে উৎসাহিত করিলেন। "মণি-কাঞ্চন-যোগে" ১৮২৯ সালে এই কলঙ্ক হইতে ভারতমাতা মুক্তিলাভ করিলেন। এতদ্দেশীয় রমণীগণের সম্বন্ধে রাজার উক্তি সকলেরই পাঠ করা উচিত। বঙ্গ-নারীর দায়াধিকার-সম্বন্ধে প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, বাল্যবিবাহ, কন্যাপণ, কৌলিন্য প্রভৃতি সকল কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিলেন। বিশেষভাবে তিনি স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষ সমর্থন করেন। তিনি জানিতেন, "না জাগিলে সব ভারত-ললনা, এ ভারত আর জাগে না জাগে না।"

ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের প্রধান এবং সর্ব্বাগ্রণী নেতা তিনিই ছিলেন। তাঁহারই বিশেষ চেষ্টায় ১৮৩৫ খৃঃ অঃ Lord Bentinck ইংরাজী-ভাষা-শিক্ষা বিধিবদ্ধ করেন। বিদেশীয় যাহা কিছু অনুকরণীয়, তাহা গ্রহণ করিতে সর্ব্বদাই তাঁহার চেষ্টা ছিল, কিন্তু জাতীয়তা রক্ষার ভাবও হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল।

রাজার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার অন্য একটী প্রকাশ বঙ্গসাহিত্যে। যে বঙ্গসাহিত্য আজ বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া জগতের অন্যান্য সাহিত্যের সহিত প্রতিযোগিতায় সক্ষম হইয়াছে, তাহার প্রবর্ত্তক তিনিই। "সংবাদ-কৌমুদী"—তাঁহার দ্বারা প্রকাশিত সর্ব্বপ্রথম সংবাদ-পত্র। তাঁহার রচিত ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্রাহ্ম-সমাজের প্রথম অবস্থায় তিনি সঙ্গীতের ব্যবস্থা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, নানা গায়ক একত্রিত হইয়া নানাপ্রকারের সঙ্গীত করিতে লাগিলেন। রাজা বলিলেন, "ও-সব কেন? 'অলখ নিরঞ্জন—গাও।" তখন ব্রহ্ম-সঙ্গীত হইতে লাগিল। তাঁহার গীতগুলি অতিশয় সরল ভাবে পূর্ণ এবং গভীরতা-পূর্ণ।—

"ভাব সেই একে,
জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে।
যে রচিল এ সংসার, আদি অন্ত নাহি যার,
সে জানে সকল, কেহ নাহি জানে তাঁকে। ইত্যাদি।

তাঁহার প্রাণের স্বাধীনতা-প্রিয়তার কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। "Liberty was a passion with him"—এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই তিনি কোনও প্রকার হীনতা বা অত্যাচার সহ্য করিতে পারিতেন না। কেবল যে স্বদেশের তৎকালীন রাজনৈতিক সকল আন্দোলনের তিনি নেতা ছিলেন, তাহা নহে। ইংলণ্ড ও অন্যান্য সকল দেশের রাজনৈতিক ব্যাপারে তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি ছিল। Spain এ নিয়মতন্ত্র-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়ায় কতদূর আনন্দিত হইয়াছিলেন, নিজের গমনকালে ফরাসী জাহাজের জাতীয় পতাকা তাঁহাকে কিরূপ উৎসাহে পূর্ণ করিয়াছিল, Naples বাসী স্বাধীনতা-লাভ্যাকাঙ্ক্ষীদিগের পরাজয়-সংবাদে কিরূপ মর্মাহত হইয়াছিলেন,—এই সকল পাঠ করিলে বিস্ময়ে পূর্ণ হইতে হয়। তাঁহার বন্ধু Adam বলিতেছেন—"He would be free or not at all. Love of freedom was perhaps the strongest passion of his soul—freedom, not of action merely, but of thought. (১) মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার পক্ষে যে আন্দোলন হয়, তিনিই তাহার প্রাণ ছিলেন। ১৮৩২ সালের Reform Bill বিধিবদ্ধ করিবার জন্য তিনি ঐকান্তিক আগ্রহ প্রকাশ করেন; কারণ, উহা দ্বারা ইংলণ্ডীয় প্রজাদিগের স্বাধীনতা-ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়।

১৮৩০ খৃঃ দিল্লীর বাদসাহের নিকট হইতে

(১) তিনি হয় স্বাধীন হইবেন, নতুবা জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছুক নহেন। স্বাধীনতা প্রিয়তাই, বোধ হয়, তাঁহার চিত্তের সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল রিপু ছিল,—স্বাধীনতা কেবল কার্য্যের নহে, চিন্তারও।

রাজোপাধি প্রাপ্ত হইয়া তিনি ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। বিলাত-গমন রাজার জীবনবেদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধ্যায় বলা যাইতে পারে। কুমারী কলেট বলিতেছেন, "Ram Mohan's 3 years in the west form the crown & consummation of his life-work". (১) বিলাতে উপনীত হইবার বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার পাণ্ডিত্যের যশঃসৌরভ সেখানে বিস্তারিত হইতেছিল। William Roscoe, Jeremy Bentham, Robert Owen প্রভৃতি খ্যাতনামা পণ্ডিতগণ একদিকে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রতিভা ও স্বাধীনতা-প্রিয়তা, এবং অপরদিকে তাঁহার অমায়িকতা, সরলতা, বিনয় ও ভদ্রতা দর্শনে বিস্ময়ানন্দে নিমগ্ন হইলেন।

রাজ-সদনে রামমোহন সসম্মানে অভ্যর্থিত হইলেন। রাজ্যাভিষেকের সময়ে বিদেশীয় রাজ-দূতদিগের সহিত তিনিও ভারতবাসীর প্রতিনিধির স্থান প্রাপ্ত হইলেন। Sir John Bowring তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—"যদি Plato বা Socrates, Milton বা Newton আজ অকস্মাৎ আসিয়া উপস্থিত হন, তাহা হইলে যেরূপ ভাব হওয়া স্বাভাবিক আমি তদনুরূপ ভাবে অভিভূত হইয়া আজ রাজার অভ্যর্থনার জন্য হস্ত প্রসারণ করিতেছি। অদ্যকার দিন আমাদের ইতিহাসে একটী যুগ সৃষ্টি করিয়াছে মনে করি।" তাঁহার অবস্থান-কালে ইংলণ্ডেরও পুনর্জ্জন্মের দিন ছিল। পুরাতন বেশ বর্জ্জন করিয়া ইংলণ্ড তখন নবভাবে নব-বেশে বাহির হইতেছিল। ভারতেরও তখন উত্থানের সময় উপস্থিত। নব ইংলণ্ড ও নব ভারতের মিলনক্ষেত্র রাজার জীবনে। ভারত তাঁহার মধ্যেই রূপ পাইয়া ইংলণ্ডের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন, ইংলণ্ড তাঁহার মধ্য দিয়াই ভারতবাসীর নিকট সুপরিচিত হইলেন। ভারতের রাজনৈতিক-শাসন-সম্বন্ধীয় আলোচনায় পার্লামেণ্টের সভাতে পরামর্শ দান করাই তাঁহার বিলাত-যাত্রার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ভারতে বৃটিশ-শাসন সম্বন্ধে রাজার আদর্শ এই কয়েকটী কথায় বলা যাইতে পারে।—

"Be on friendly terms with thy subjects,
And rest easy about the warfare of thine enemies;
For to an upright prince his people is an army."

সখ্য-ভাবে হের তব যত প্রজাগণে,
অরাতি-সমরে আর নাহি ভয় মনে;
কারণ, নীতির বশ হয় যে নৃপতি,
সৈন্যরূপ ধরে তাঁর সে প্রজাসংহতি।

তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও রাজনীতি-কুশলতার সাক্ষ্য-দান করিয়া রাজ-পুরুষদিগের নিকট তিনি বিশেষভাবে সমাদৃত হইলেন। ফরাসী-ভূমিতেও সম্রাট-কর্ত্তৃক সমাদরে নিমন্ত্রিত হইলেন।

ধর্ম্ম ও রাজনীতি বা ধর্ম্ম ও সংসারের মধ্যে তিনি কোনও বিরোধ দেখিতেন না। যাহা কিছু স্বাভাবিক, যাহা কিছু মানবীয়, তাহাই তাঁহাতে পরিলক্ষিত হইত। তাঁহার সর্ব্বজনীন-প্রেম-প্রবণ হৃদয় বঙ্গীয় কৃষকদিগের দুঃখ-কষ্টের সহিত আন্তরিক সহানুভূতি করিত। বিশ্বকর্ম্মা তাঁহাকে মহারাজার ন্যায় অঙ্গসৌষ্ঠবেও সজ্জিত করিয়া মানব-নেতার কার্য্য-সাধনে প্রেরণ করিয়াছিলেন। শারীরিক গঠনের সহিত মানসিক ও আধ্যাত্মিক মহত্ত্বের বিশেষ সম্বন্ধ দেখা যায়। ভারতবর্ষীয় প্রাচীন আর্য্যেরা মহাপুরুষের কয়েকটী লক্ষণ স্থির করিয়াছিলেন। রাজার মস্তকের গঠন,শরীরের দৈর্ঘ্য, নয়নের জ্যোতি, মুখের বীরত্ব-ব্যঞ্জক ভাব প্রভৃতি

(১) পাশ্চাত্য জগতে রামমোহনের তিনটী বৎসর তাঁহার জীবনের কার্য্যের শ্রেষ্ঠতা ও পূর্ণতা সম্পাদন করে।

লক্ষ্য করিলেই, মহাপুরুষের সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় রাজার পাগ্ড়ীটী বিলাত হইতে আনিয়াছিলেন। ইহা "এত বড় যে, যাহাদের মস্তক স্বভাবতঃ বড়, তাহাদের মস্তকেও উহা বড় হয়!" শান্ত, গম্ভীর, তেজঃপূর্ণ মুখশ্রী তাঁহার বিশাল হৃদয়ের মানব-প্রেম ঘোষণা করিতেছে।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখ ভারতের পক্ষে অতি দুর্দ্দিন হইয়াছিল। রাজার বিলাতে অবস্থান-কালে, অতিরিক্ত পরিশ্রম ও উদ্বিগ্নতায় তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত। ইহাতে শীঘ্রই মস্তিষ্ক বিকল হওয়ায় তিনি জরাক্রান্ত হইলেন। Bristol এ Stapleton grove এ কুমারী কাসেলের ভবনে তিনি অসুস্থ হইলেন। মানবের সকল চেষ্টা, সকল শুশ্রূষা বিফল হইল। অসহ্য যন্ত্রণার অবসানে, নীরব শারদীয়া জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর শেষভাগে সুদূর প্রবাসে বিদেশীয় বন্ধুবর্গের মাঝে ভারতাকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র অস্তমিত হইলেন। ভবের সুখ-দুঃখ সকলই চরণে ঠেলিয়া শ্রীহরি বলিয়া যাত্রা করিলেন। যাঁহার একমেবাদ্বিতীয়ম্ নাম জগতে জয়যুক্ত করিতে আসিয়াছিলেন, সেই পরমপিতার ওঁকার-নাম উচ্চারণ করিতে করিতে জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। Miss Carpentar তাঁহার লিখিত 'Last days of Rammohan Ray' নামক গ্রন্থে Mr. Estlin এর দৈনিক লিপি হইতে এই দৃশ্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। দু'চারিটী কথা লিপিবদ্ধ করিতেছি।

It was a beautiful moonlight night: on the one side of the window ... ... was the calm rural midnight scene: on the other, this extraordinary man dying. I shall never forget the moment. Miss Hare, now hopeless and overcome, could not summon courage to hang over the dying Rajah as she did while soothing or feeding him, here hope had left her, and remained sobbing in the chair near. ... ... At half-past two Mr. Hare came into my room & told me it was all over. His last breath was drawn at 2. 25.*

Miss Collet বলিতেছেন—"The pathos and poetry of that death scene will linger long in the wistful imagination of India.' অর্থাৎ, এই মৃত্যুদৃশ্যের কবিত্বপূর্ণ করুণভাব চিরদিনই ভারতের গভীর কল্পনায় জাগ্রত থাকিবে। অতিসত্য, যখনই পাঠ করি, তখনই এই ঘটনা কল্পনাচক্ষে যেন দেখা যায়!

অকাল-মৃত্যুতে কি সেই মহাজীবনের, মহাশক্তির সীমা নির্দ্ধারণ করিব? না, শক্তির বিনাশ নাই। ঋষি Emerson এর সঙ্গে বলিতেছি—Every true man is a cause, a country and an age". প্রত্যেক মহাপুরুষ এক একটী কারণ, এক একটী দেশ এক একটী যুগ। রামমোহনের যুগ তো শেষ হয় নাই,—যুগের প্রভাত কাল চলিতেছে; ভারতবাসী তাঁহার অর্দ্ধ-সমাপ্ত কার্য্যভার কি গ্রহণ করে নাই? সমগ্র ভারতবাসী তাঁহা...

---

* জ্যোৎস্নালোকোদ্ভাসিতা মনোহারিণী রজনী, গবাক্ষের একপার্শ্বে মধ্যরাত্রির গম্ভীর নিস্তব্ধ গ্রাম্য দৃশ্য, অপর পার্শ্বে এই অসাধারণ পুরুষ দেহত্যাগ করিতেছেন! আমি সে মুহূর্ত্তটী কখনও ভুলিব না। কুমারী হেয়ার একেবারে নিরাশ ও অত্যন্ত কাতর হইলেন; এবং প্রাণ পরিত্যাগের পূর্ব্বে যেরূপ রাজাকে আহারাদি করাইতেছিলেন ও তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছিলেন, তদ্রূপ সাহসের সহিত আর তাঁহার নিকট থাকিতে পারিলেন না; নিকটস্থ একখানি কেদারায় উপবেশন করিয়া নীরবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রাত্রি ২॥টার সময় মিঃ হেয়ার আমার কক্ষে আসিয়া বলিলেন—সব শেষ। তাঁহার শেষ নিঃশ্বাস দুইটা পঁচিশ মিনিটে!

আপনার বলিবার জন্ম ব্যগ্র। জীবিতাবস্থাতেই 'হিন্দু পণ্ডিত,' 'জবরদস্ত মৌলবী' ও 'খৃষ্টীয়ান পাদ্রী' নামে অভিহিত হইয়াছিলেন; তিনি যে বিজ্ঞ দার্শনিক বিচক্ষণ আইনজ্ঞ, মহাবীর, মহাকবি ও মহান্ ঋষি ছিলেন। সেই মহাপ্রাণ কখনও বিনষ্ট হইতে পারে না;—অনন্তকাল ধরিয়া সেই শক্তি আমাদিগের মধ্যে কার্য্য করিবে। কবি Tennyson এর সহিত আজ বলিতেছি—

"My own dim life should teach me this,
That life shall live for ever more,
Else earth is darkness at the core,
And dust and ashes all that is.

অস্ফুট জীবন মোর শিখাক্ আমারে,
এ জীবন সঞ্জীবিত রবে চিরতরে;
নতুবা যে ধরা-হৃদি অন্ধকারময়,
ধূলি আর ভস্মরাশি যাহা কিছু হয়।

সর্বশেষে, কবিবর রবীন্দ্রনাথ রামমোহন রায় সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা উল্লেখ করিয়াই আমার বক্তব্য শেষ করিব।

বৈদিক যুগে ঋষিরা এক সময়ে সূর্য্যকেই দেবতা বলিয়া পূজা করিতেন। আবার উপনিষদে ঋষি সেই সূর্য্যকেই বলেছেন— 'হে সূর্য্য, তুমি তোমার আবরণ অনাবৃত কর, তোমার মধ্যে আমরা সেই জ্যোতির্ময় সত্য-স্বরূপকে দেখি।' সেকালে যতই পূজা হোক্, ক্রিয়া অনুষ্ঠান থাকুক না কেন, সেই সকলের আবরণ ভেদ কোরে ঋষিরা সত্যকে দেখেছিলেন। ঈশোপনিষদে ঋষি সূর্য্যকে অনাবৃত হতে আহ্বান করেছেন; সেই উপনিষদেরই প্রথম শ্লোক যে—

"ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥"

সকলি দেখতে হবে সেই ঈশ্বরকে দিয়ে আচ্ছন্ন কোরে; তাঁর দান ভোগ করতে হবে।

রাজা রামমোহন এই এককে অবিনাশীকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই এককেই তিনি দেশাচার লোকাচার প্রভৃতির জঞ্জাল হতে অনাবৃত কোরে, কেবল বাঙ্গালীকে নয় ভারতবাসীকে নয়, পৃথিবীবাসীকে দেখালেন। তিনি তাঁকে জেনে প্রাচীন ঋষির মত বললেন—

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।"

এইখানেই তাঁর বিশেষত্ব। তিনি সমস্ত আবরণের মধ্য হতে একককে আবিষ্কার করেছেন। তিনি একদিকে প্রাচীন ঋষি, আবার অন্যদিকে তিনি একেবারে আধুনিক, যতদূর পর্য্যন্ত আধুনিক হওয়া যায়, তিনি তাই। আগে এই বিশ্বাস ছিল, এই ব্রহ্মকে সকলে জানতে পারে না। রামমোহন তা স্বীকার করলেন না, তিনি সকলকেই বল্লেন— 'ভাব সেই একে।'

আজকার এই প্রারম্ভ সঙ্গীত "ভাব সেই একে"—ইহাই রামমোহনের হৃদয়ের অন্তর্নিহিত কথা।

যিনি যাহাতে বড়, তাঁকে সেই দিক দিয়ে সম্মান দেখাতে হয়; টাকায় বড় যিনি, তিনি ধনী বলে সম্মান পান, বিদ্যায় বড় যিনি তিনি বিদ্বান্ বলে সম্মান পান। রামমোহনকে সেই সকল দিক্ দিয়ে দেখলে চলবে না; তিনি একককে, সত্যকে লাভ করেছেন, সেই সত্যই তাঁর জীবনের সব চেয়ে বড় জিনিস। তাকে স্বীকার কোরেই তিনি নিন্দার মুকুট উপহার পেয়েছেন।

পৃথিবীর অন্য সব মহাপুরুষদের মত তিনি টাকা-কড়ি, বিদ্যা-খ্যাতি কিছুর দিকে দৃষ্টিপাত করেন নি;

তিনি তাঁর সমস্ত জীবন দিয়ে সেই একত্বে—সত্যকেই চেয়ে ছিলেন।

'ভীষণ মরুভূমির মধ্যে হঠাৎ একজায়গায় একটা প্রস্রবণ প্রকাশ পায়। হোক না সেটা মরুভূমি, তথাপি সেখানেও ধরিত্রীর বুকের ভিতরে প্রাণের রসধারা আছে। এই ধারা সর্ব্বত্রই আছে। চারিদিকের শুষ্ক নির্জ্জীব সমতল বালুর ক্ষেত্রের মধ্যে এই প্রস্রবণ একান্ত খাপছাড়া বলে মনে হবে, সন্দেহ নাই। হয়তো চারিদিক বলবে, "বেশ জড় নির্জ্জীব শান্ত ছিলাম আমরা, হঠাৎ কোত্থেকে এল এই শ্যামলতার ও জলধারার কলধ্বনি?"

'এই শুষ্ক নির্জ্জীব দেশে মুক্তির বাণী ও জীবনের শ্যামলতা নিয়ে রামমোহন এসেছেন। আমরা জোর জোরে তাঁকে অস্বীকার করতে চাই, কিন্তু সাধ্য কি তাঁকে অস্বীকার করি? যে দিকে তাকাই সেই দিকেই তাঁর জীবনধারা দেখতে পাই। আমরা এখন ফল পাচ্ছি, তাই অনায়াসে গাছের গোড়ার কথা অস্বীকার করছি।

'রামমোহনকে সম্মান করতে হলে তাঁর জীবনের এই শ্রেষ্ঠ সত্যকে বরণ করতে হবে।'

শ্রীজ্যোতিৰ্ম্ময়ী মুখোপাধ্যায়।

মহর্ষির অভিষেক।

একটি মুমুক্ষু আত্মা তৃষিত হৃদয়
চেয়েছিল ঊর্দ্ধপানে,—বুঝি জ্যোতির্ম্ময়
মধুময় লোক হতে অজ্ঞাতে কখন
এসেছিল আবাহন ;—তটিনী যেমন
সিন্ধুর মিলন মাগে। রুদ্ধ-স্বর্গ-দ্বার
খুলে গেল অকস্মাৎ, মুক্ত-সুধা-ধার
নেমে এল—"ব্রহ্মময় নিখিল সংসার!" *
কি অপূর্ব্ব বিশ্বরূপ! বিশ্ব-বিধাতার
বিশ্ব-মাঝে আত্মদান! "সকলি তাজিয়া
প্রশান্ত নির্ম্মল চিত্তে আপনা ভুলিয়া
তাঁর দানে—সে পরম হৃদয়-রতনে
কর শুধু উপভোগ!" * পুলক-প্লাবনে
ভাসিল বিশুষ্ক প্রাণ, জন্ম-জন্মান্তের
অন্তরের ক্ষুধা হায়, নিভৃত মর্ম্মের
ব্যাকুল সাধনা-সাধ আশা-আকিঞ্চন
তৃপ্ত হ'ল মুহূর্ত্তেকে ; বুঝি সংগোপন
মধু-কোষে প্রসূনের পিপাসু ভ্রমর
লভিল সন্ধান চির! মুগ্ধ চরাচর
নির্ব্বাক্ স্তম্ভিত হয়ে বিস্মিত-নয়নে
হেরিল অমৃতধামে মহাশুভক্ষণে
জগতের ঋষিদলে বিমুক্ত আত্মার
সুশাশ্বত অভিষেক,—দেব-করুণার
কি অচিন্ত্য-অভিনয়!

স্বদেশ আমার!

প্রাণের তপস্যা তব বুঝিবা আবার
যুগ-যুগান্তের পরে হয়ে মূর্ত্তিমান
উঠেছিল উচ্ছাসিয়া আনন্দে মহান্
অদ্বিতীয় দেবতায় বিজয়-নিশান

---

* মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের "আত্মজীবনী" ও "উপনিষৎ" দ্রষ্টব্য।

প্রতিমিতে বহুবার। কর অর্ঘ্য দান
ভক্তি-প্রীতি-শ্রদ্ধা-ভরে। অভিষেক করি
লও আজি অন্তরের সিংহাসন 'পরি
প্রণমা বরেণ্য পূজ্য মহর্ষি-আত্মারে—
কেমনি হইতে যোগ্য তাঁহারি পূজায়।

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

বিরহ মিলন।

এবার যখন আসবে তুমি
দেখ্‌বে তখন অবাক হয়ে,
একাই তুমি হারায়ে ছিলে,
আজ যে সকল আঁধার ছেয়ে।
তোমার সাধের বেণু বীণা
ধূলায় পড়ায় মলিন হয়ে,
উষার সাঁঝে আর না বাজে
প্রেমের তুফান তেমনি বয়ে।
শূন্য কুটীর পূর্ণ করিয়া
আবার যখন আসবে হেসে,
বাজ্‌বে বীণা মধুর তানে
সকল আঁধার যাবে ভেসে।

৺ হেমন্তবালা দত্ত।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

জ্ঞানালোক।—ভারতীয় নারীগণের কর্ম্ম-ক্ষেত্র ক্রমেই প্রসারিত হইতেছে, দিনে দিনে তাঁহারা জ্ঞানধর্ম্মে উন্নতি-লাভ এবং স্বদেশ ও স্বজাতির সেবায় আত্মনিয়োগ ও স্বার্থত্যাগ করিতেছেন। স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে জ্ঞানের আলোক সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করুক, জ্ঞানরশ্মি ভারতের নর-নারীর হৃদয় হইতে ঘন মোহ-তিমির বিদূরিত করিয়া দিক্‌, জ্ঞান-জ্যোতিতে সকলের হৃদয় জ্যোতিষ্মান্‌ হউক, অজ্ঞান-পঙ্কে নিমজ্জিত মহাপাপে কলুষিত ভারতের দুর্দ্দিন কাটিয়া গিয়া নবসূর্য্যের উদয় হউক—ভারত পবিত্র ভারতে পরিণত হউক। জ্ঞান-পিপাসু অভিলষিত জ্ঞান প্রাপ্ত হউন—তিনি পুরুষই হউন, অথবা রমণীই হউন। কে জানে কাহার দ্বারা জগতের কোন্‌ মঙ্গল সাধিত হইবে? জ্ঞানাকাঙ্ক্ষীর জ্ঞান-লাভে আমরা যেন অন্তরায় না হইয়া, তাঁহাদিগের শক্ত্যু-ন্মেষের ক্ষেত্র প্রদান করি। নারীগণের উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে অনেকে বলেন,—ক্ষুধিত পরিবারবর্গের বদনে অন্নপূর্ণার ন্যায় অন্নপ্রদান করাই যাঁহার জীবনের মহাব্রত হইবে, অপোগণ্ড শিশু-সন্তানদিগকে মানবে পরিণত করাই যাঁহার জীবনের সাধনা হইবে, কোমল শিশু-প্রাণে পীযূষধারা সমভিব্যাহারে পবিত্র ও সরল জ্ঞানধারা ও ধর্ম্মধারা বর্ষণ করিয়া তাহা-দিগকে জ্ঞানে ও ধর্ম্মে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত দেখাই যাঁহার জীবনের সার্থকতা হইবে, তাঁহাকে আশৈশব কেবল-

মাত্র ভূতত্ত্ব-বিদ্যা বা তজ্জাতীয় শিক্ষা দিয়া লাভ কি? অবশ্য, জীবনের কার্য্যক্ষেত্রের উপযুক্ত জ্ঞান-লাভই সকলেরই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু কাহার জীবনের কার্য্যক্ষেত্র কোথায়, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা কঠিন; এবং উচ্চশিক্ষা লাভ করিলে নারীগণ আপনাদিগের অভাব, অস্বচ্ছলতা আপনারাই উত্তমরূপে বুঝিতে ও তৎপ্রতীকারের চেষ্টা করিতে সমর্থ হইবেন। যতই শিক্ষা লাভ হইবে, হৃদয় ততই প্রসারিত, বুদ্ধি মার্জ্জিত, জ্ঞান বিস্তৃত, চিন্তাশক্তি প্রখর, বোধশক্তি উন্মিষিত এবং চিত্ত পবিত্র ও উদার হইবে, যদ্দারা অবস্থাবিপর্য্যয়েও চিত্তের স্থৈর্য্য ও জীবনে শান্তি আনয়ন করা সুসাধ্য হইবে, জীবনের কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার শক্তি আসিবে—জীবন ধন্য হইবে। উচ্চ-জ্ঞানের দ্বার নারীগণের নিকট রুদ্ধ করিয়া রাখা যুক্তিসঙ্গত নহে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিলাভই জ্ঞান-লাভের চরম সীমা নহে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ই একমাত্র শিক্ষালাভের স্থল নহে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিশ্বের বিদ্যালয়ে জ্ঞান-লাভ করিবার জন্য প্রস্তুত করিয়া দেয় মাত্র—ইহাকে প্রথম ভাগের বর্ণ-পরিচয় বা কতিপয় শব্দ-সমষ্টির-অর্থপরিচয় মাত্র বলা যাইতে পারে। প্রকৃত জ্ঞানলাভের জন্য অনন্ত কাল পড়িয়া রহিয়াছে।

স্ত্রীলোকদিগের উচ্চ-শিক্ষা—মান্দ্রাজের নারী-বিদ্যালয়ের (College for women) প্রিন্সিপাল্ (অধ্যক্ষ) মিস্ ডি লা হে প্রেসিডেন্সি কালেজ ইউনিয়ন্ সোসাইটিতে স্ত্রীলোকদিগের উচ্চ-শিক্ষা সম্বন্ধে বলেন—

আপনাদিগের ভগিনীদিগকে উচ্চ-শিক্ষা লাভ করিতে, তাহাদিগকে ইন্টারমিডিয়েট ও বি-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে বা চিকিৎসা-বিদ্যায় পারদর্শিনী হইয়া উপাধি লাভ করিতে উৎসাহিত করা বা অনুমতি প্রদান করা কি আপনাদিগের কর্ত্তব্য? এইরূপ শিক্ষা কি গৃহ ও গৃহকার্য্যে অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্ব্বক পুরুষের সমকক্ষ ও পুরুষের কর্ম্ম-ক্ষেত্রে প্রবেশ লাভ করিতে অভিলাষী, স্ত্রীপ্রকৃতির বহির্ভূত, অভারতীয়, স্বাধীন, নির্ভীক, অস্থির-প্রকৃতি, বুটজুতা- ও চশমা-পরিহিতা যুবতীবৃন্দের সৃষ্টি করে না? উচ্চশিক্ষা কি ইউরোপের সেই স্বাধীন বৃদ্ধ অবিবাহিত কুমারীগণের ন্যায় বুদ্ধিজীবী মহিলাগণের জন্ম-প্রদানে উন্মুখ নয়? আচ্ছা, এই আপত্তি-সমূহের বিষয় একবার চিন্তা করা যাক্। আমার মতে (ইহা সম্পূর্ণরূপে আমার ব্যক্তিগত অভিমত) যদি কোনও বালিকা (জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য) বৃত্তিগ্রহণাভিলাষিণী না হন, অথবা জ্ঞান-লাভ ও চিত্তবৃত্তির স্ফুরণের জন্য যদি তাহার প্রকৃত পিপাসা না থাকে, তবে তাহার পক্ষে উচ্চ-শিক্ষার প্রয়োজন নাই। আমি বিশেষভাবে বলিতেছি যে, স্কুল-জীবনে পুস্তকাদি-পাঠে যে বালিকা পারগতা না দেখায়, তাহাকে উচ্চশিক্ষা-লাভের জন্য তাড়না করিবেন না। এরূপ বালিকাকে কলেজে পাঠান নিষ্ঠুর অজ্ঞতা; কারণ, যে কার্য্যের জন্য যে উপযুক্ত নয়, সেই কার্য্য করিতে গিয়া সে আপনার হৃদয়বৃত্তিকে নষ্ট করিয়া ফেলে। সুতরাং, আপনারা দেখুন, আমি স্ত্রীলোকদিগের জন্য সর্ব্বজনীন উচ্চশিক্ষার অন্ধ পক্ষপাতী নহি। কিন্তু আমি মনে করি না যে, আমার এ ধারণা সর্ব্বাংশে সত্য।

অবশ্য, ইহা স্বীকার্য্য যে কেহ কেহ এরূপ দৃষ্টান্তও দেখেন যে, কোন কোন ভারতীয় রমণী ইউরোপীয় ভাব ও আচার-ব্যবহার এরূপ ভাবে গ্রহণ ও তাহার এরূপ বাড়াবাড়ি করিয়াছেন যে, তাঁহারা ভারতীয় রমণীর বিশেষত্ব—সেই পবিত্র সৌন্দর্য্য, হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। কিন্তু আমি এরূপও অনেক রমণী দেখিয়াছি, যাহারা অতিশয় উচ্চভাবে শিক্ষিত অন্তঃকরণের অধিকারিণী হইয়াও এবং জ্ঞানপূর্ণ বার্ত্তালাপের ক্ষমতা লাভ করিয়াও

তাঁহাদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের কণামাত্রও হারান নাই।

আমি এরূপ মনে করি না যে, উচ্চশিক্ষা বস্তুতই আপনাদের রমণীগণকে ভারত-রমণীর অসদৃশ করিয়া দিবে। পাশ্চাত্য জ্ঞান কি আপনাদিগের জাতীয় ভাব অপহরণ করিয়াছে? তাহা যদি না করিয়া থাকে তবে তাহা আপনাদিগের বালিকাদিগের কেন অপহরণ করিবে? আমি আপনাদিগকে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, আমার ছাত্রীগণের মধ্যে আমি তাঁহাদের মাতৃভূমির প্রতি ভক্তি ও জাতীয় উন্নতিলাভের এক প্রচণ্ড শক্তি দর্শন করি। আপনাদিগের স্থায় তাঁহারাও পাশ্চাত্য-জ্ঞানে জ্ঞানী হইতে পারে, কিন্তু তাহাদিগের এই প্রেরণাও আপনাদিগের ন্যায়ই জাতীয়-শক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত। আমি পূর্ব্বে চশ্‌মা ও জুতা পরিধানের কথা বলিয়াছি। আমার মনে হয়, কঠোর অধ্যয়ন সর্ব্বকালেই দৃষ্টিশক্তির দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করিবে এবং ছাত্রীগণের মধ্যে কতক অংশকে চশ্‌মার সাহায্য অন্বেষণ করিতে হইবে। এদেশে চর্ম্ম-পাদুকা কেন যে পাপের মূর্ত্তিরূপে পরিগণিত, তাহা আমার বোধের অগম্য। ব্যক্তিগতভাবে বলিতেছি, আমি সর্ব্বদাই আশ্চর্য্যান্বিত হই যে, দেশীয় আচার বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা বাধ্য না হইয়াও ইহারা কেন জুতার ন্যায় এরূপ অশোভন, এরূপ অসুখদায়ক, এরূপ অনাবশ্যক ও এরূপ কুৎসিৎ সামগ্রীর সহিত সংস্রব রাখিবে? আপনাদিগের বহুতর ভগিনী কিঞ্চিৎ ঈর্ষাপরবশ হইয়া বলেন, "আচ্ছা, আমাদিগের বিষয়েও তাঁহারা এরূপ বলেন, কিন্তু তাঁহাদের বিষয়ে কি? ইউরোপীয় সাজে সজ্জিত তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন—ইস্ত্রী করা কলার,টাই,তাঁহাদের সৌখীন টুপী এবং তাঁহাদের সযত্নে বিন্যস্ত কেশরাশি ললাটের উভয় পার্শ্বে প্রলেপ দ্বারা কুঞ্চিত! আমরা সকলেই যদি শকুন্তলা নাই হই, তাঁহারা সকলেই কি দুষ্মন্ত?" আপনাদের ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, এই উচ্চ-শিক্ষা বর্ত্তমান ভারতের নারীগণের নিকট একটী অতিশয় নূতন সামগ্রী এবং এখনও তাঁহারা ইহাতে পদ-স্থাপনের স্থান ভাল করিয়া লাভ করেন নাই। উচ্চ শিক্ষায় তাঁহারা যতই অভ্যস্ত হইবেন, এবং উচ্চ-শিক্ষিতা রমণীর সংখ্যা যতই বর্দ্ধিত হইবে, ততই অধিক দেশীয়-ভাবাপন্না উচ্চশিক্ষিতা রমণীর আবির্ভাব হইবে, এইরূপ আপনারা আশা করিতে পারেন; এবং আমার মনে হয়, এরূপ শিক্ষিতা রমণী আবির্ভূত হইতে আরম্ভ করিয়াছেন! ভারতীয় রমণীগণ উচ্চশিক্ষা লাভ করিবেন, এবং তাঁহাদিগের আচার-ব্যবহার, অভ্যাস ও আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় হইবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের এইরূপ শিক্ষা প্রদানই আদর্শ হওয়া উচিত।

রাজপ্রতিনিধি।—বিগত ২২শে ডিসেম্বর ভারতের রাজপ্রতিনিধি লর্ড চেম্‌সফোর্ড ও তদীয় পত্নী অনুচরবর্গ সহ কলিকাতায় আগমন করেন। এ-স্থানে অবস্থান-কালে তাঁহারা বহুস্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন। রাজ-প্রতিনিধি বঙ্গেশ্বরের সহিত এখানকার কলেজের ছাত্রাবাস-সমূহে উপস্থিত হইয়া প্রত্যেক ছাত্রের সহিত আলাপাদি করেন, তাহাদিগের দেশের সংবাদ ল'ন, এবং কাহারও কাহারও সহিত ক্রীড়াও করেন। তাঁহার এরূপ অমায়িক ব্যবহার ও অকৃত্রিম স্নেহের পরিচয় দিয়া তিনি সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। একদা তিনি বঙ্গেশ্বরকে লইয়া অপার-সার্কুলার-রোডস্থ ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের স্বীয় পরীক্ষাগারে কতকগুলি আশ্চর্য্যজনক আবিষ্কার দেখিতে গিয়াছিলেন। পরীক্ষাগুলি এরূপ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল যে, তিনি আধুনিক বিজ্ঞানের এই প্রকৃত

উন্নতি দেখিতে দেখিতে তথায় দুইখণ্ড কাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন। জগতের বৈজ্ঞানিক উন্নতিতে ভারতের স্থান চিরস্থায়ী করিবার জন্ত আমাদিগের ভারতের মহাবৈজ্ঞানিক ডাঃ বসু মহাশয় যে রিসার্চ ইনষ্টিটিউট (Research Institute) স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারা সেখানেও গিয়াছিলেন। বসু-মহাশয়ের আবিষ্কার-প্রণালী এরূপ অভিনব যে, ইহা চিরকালই এদেশের সহিত বিজড়িত থাকিবে। এই ইনষ্টিটিউটে পরিমিত সংখ্যক উপাধিধারী ছাত্র, বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহাদের সমুদয় জীবন ও অবিভক্ত শক্তি নিয়োজিত করিবার জন্য বিশেষ শিক্ষা প্রাপ্ত হইবেন, এইরূপ ইচ্ছা। রাজপ্রতিনিধি এই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ অনুমোদন করেন। এইস্থানে বসু-মহাশয়ের আবিষ্কারের একটী ফল দেখিয়া তিনি অতিশয় আনন্দানুভব করেন। ইহা দুইটী বৃহৎ বট-বৃক্ষকে এক স্থান হইতে তুলিয়া ভিন্নস্থানে রোপণ করা। একার্য্য একরূপ অসম্ভব বলিয়া প্রতীতি হইতে পারিত। কিন্তু উপযুক্ত নিদ্রাকর দ্রব্যদ্বারা বৃক্ষ-দুইটীকে অজ্ঞান করিয়া ফেলায়, উৎপাটনের জন্য তাহারা যে দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইত, তাহা হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করা হয়। এই বৃক্ষ-দুইটী এক্ষণে দিন দিন অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইতেছে। আর একটী আবিষ্কার যাহাদ্বারা রাজপ্রতিনিধি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন, তাহা ক্রেস্কোগ্রাফ (Crescograph) নামক যন্ত্রের ক্ষুদ্রতম বস্তুকে অতিশয় বৃহদাকার দেখাইবার শক্তি। এক সেকেণ্ড সময়ের মধ্যে বস্তুর বর্দ্ধন ইহার দ্বারা স্পষ্ট দেখা যায়। ইহাতে ক্ষুদ্র বস্তুকে দশ সহস্র হইতে লক্ষগুণ বর্দ্ধিত আকারে দেখা যায়। মাইক্রোস্কোপ, বা অণুবীক্ষণ যন্ত্রকেও ইহা বহু সহস্র গুণে পরাস্ত করিয়াছে। মন্থরগতি শামুকের গতিকে ইহা বন্দুকের গুলির গতিতে পরিণত করে—ইহা দ্বারা বুঝা যাইতে পারে যে চক্ষুর অগোচর গতিকে ইহা কতগুণ বর্দ্ধিত আকারে দেখাইতে সমর্থ।

বালিকা-বিদ্যালয় পরিদর্শন।—বড়লাট-মহিষী লেডী চেমস্‌ফোর্ড কলিকাতায় অবস্থান-কালে বালিকা-বিদ্যালয়, হাঁসপাতাল প্রভৃতি এখানকার বহুস্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি মহাকালী পাঠশালায় গমন করিয়া তথাকার বালিকাগণের পঠন-প্রণালী প্রভৃতি শ্রবণ ও পাঠশালার কার্য্য-প্রণালী প্রভৃতি দর্শন করিয়া অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন এবং পাঠশালার স্থাপয়িত্রী স্বর্গীয়া মাতাজী মহারাণী তপস্বিনী মহোদয়ার ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসাবাদ করিয়াছিলেন। মাননীয় মিঃ পি সি লায়নের সভাপতিত্বে ব্রাহ্ম-বালিকা-শিক্ষালয়ের যে পারিতোষিক বিতরণের সভা হইয়াছিল, তাহাতে লেডী চেম্‌সফোর্ড মহোদয়া স্বহস্তে বালিকাদিগকে পুরস্কার প্রদান করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি বলেন—

স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিকল্পে সম্পূর্ণরূপে ভারতবাসীদিগের দ্বারা পরিচালিত বঙ্গদেশের এই বিদ্যালয়ে আমি যে সর্ব্বপ্রথম পারিতোষিক বিতরণ করিয়েছি তজ্জন্য আমি বিশেষভাবে আনন্দ লাভ করিয়েছি। আমি এই বিদ্যালয়ের সফলতা কামনা করি।

ভারতীয় নারীদিগের সম্বন্ধে সর্ব্ববিষয়ে আমার বিশেষ সহানুভূতি আছে এবং আমি আশা করি যে তাহাদিগের শিক্ষা সেইরূপ প্রণালীতেই অগ্রসর হইবে যাহাতে তাহাদিগের গৃহ ও গৃহ-কর্ত্তব্যের আদর্শের কণামাত্রও না হারাইয়া, তাহাদিগের জীবনের গম্ভীরতা ও পূর্ণতা সাধিত হইবে। এই বিদ্যালয়ে বালিকাদিগকে স্বাস্থ্য, নীতি ও গৃহস্থালী শিক্ষা দেওয়া হয় জানিয়া আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি। আমি আশা করি, ভারতের বালিকা-বিদ্যালয়-সমূহে জাতীয় কলা ও গৃহ-শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে

ভারতীয় প্রথানুসারে চর্চার জন্য উৎসাহ দেওয়া হইবে। এই বিদ্যালয়ের প্রতি আমার আন্তরিক সহানুভূতির পরিচয়-স্বরূপ আমি বর্ত্তমান বৎসরের জন্য "গৃহশুশ্রূষা"-বিষয়ে একটী পুরস্কার প্রদান করিবার ইচ্ছা করি।

মাননীয় শ্রীযুক্ত পি, সি, লায়ন মহাশয় এই উপলক্ষে বলেন যে, স্ত্রীশিক্ষা-সম্বন্ধে তিনটী বিষয় আবশ্যক। প্রথমতঃ, স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার উদ্দেশ্য ও বিষয় পুরুষদিগের অপেক্ষা ভিন্ন হওয়া উচিত। দ্বিতীয়তঃ, স্ত্রীজাতির শিক্ষা-সম্বন্ধে স্ত্রীলোকদিগের মতামতের পূর্ণ অধিকার থাকা আবশ্যক; এবং তৃতীয়তঃ, সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। এই বিদ্যালয়ের তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন।

এতদ্ব্যতীত লেডি চেম্‌সফোর্ড 'সখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা-বিদ্যালয়,' এবং 'বীণাপাণি বালিকা-বিদ্যালয়' ও পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

কন্‌ভোকেশন বা উপাধি-বিতরণী সভা।—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-বিতরণী সভায় এবার ভারতের রাজপ্রতিনিধি লর্ড চেম্‌সফোর্ড উপস্থিত থাকিয়া চ্যান্‌সেলারের কার্য্য করিয়াছিলেন। সভায় লেডি কারমাইকেল, শিক্ষা-সচিব শঙ্কর নায়ার, দ্বারবঙ্গের মহারাজ এবং বহুসংখ্যক বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন। এ বৎসর নিম্নলিখিত ছাত্রীগণ উপাধি লাভ করিয়াছেন।—

এম্‌-এ। দর্শন-শাস্ত্র।—কমিলা চন্দ ও আশালতিকা হালদার।

বি-এ—সুনীতি মজুমদার (ইংরাজী সাহিত্যে সম্মান); সুধাংশু বসু (ইংরাজী সাহিত্যে সম্মান); সীতা চট্টোপাধ্যায় (ইংরাজী সাহিত্যে সম্মান); পরিমল চাকলাদার (অঙ্কশাস্ত্রে প্রথম-শ্রেণীর সম্মান ও পদ্মাবতী সুবর্ণ-পদক); তটিনী গুপ্তা * (সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণীর সম্মান); নলিনী সরকার (পদার্থবিজ্ঞান সহিত উত্তীর্ণা); নিস্তারিণী বিশ্বাস; চারুলতা দাস; গার্ট্রুড মণ্ডল; সরলা নন্দী; ঐলা কোরেল; ইন্দুমতী দত্ত; জ্ঞানপ্রিয়া ঘোষ; বেলা রায়; মালতী রায়; সুশীলা মিত্তুনানী *; হিডার গ্যাসকেল *; সুধাংশুবালা হাজরা *।

বি, এস্‌-সি। সুনীতি মিত্র (পদার্থবিজ্ঞানে সহিত উত্তীর্ণা); কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মহিলা-ছাত্রীদিগের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম বিজ্ঞান-বিষয়ে এই উপাধি লাভ করিয়াছেন।

বি-টি।—মাধুরী মালগায়েন; অবলাবালা সরকার; কিটি গুহ; তেজোময়ী সরকার; স্বর্ণবালা গুপ্তা; ব্যাশাল এবডেন; প্রভাসনলিনী সোম; হিরণ্ময়ী সেন; ক্ষেমঙ্করী রায়; চারুশীলা রায়। ইঁহারা শিক্ষাতত্ত্বের উপাধি পাইয়াছেন।

বি-এল। হেলা গুহ (প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণা)।

এম-বি।—হেলিন শ; ম্যাডিস হেলেন মার্চেন্ট।

* ইঁহারা উপাধি-বিতরণী সভায় উপস্থিত হন নাই।

বসন্তপঞ্চমী।

প্রবুদ্ধ অনিলে পূরি দশ দিশি,
ছড়ায়ে সৌরভ সার,
উর মা ভারতি, শ্বেত-পদ্মাসনে।
ঝঙ্কারি বীণায় তার।
শব্দ সহযোগে সুস্বর-লহরী,
মধুর আলাপ সহ,
মধুর নিক্কণে অমৃতের ধারা,
ঢাল বঙ্গে অহরহঃ।

অতীত গৌরবে পুনঃ ভারতেতে
সঞ্চারিয়া নব প্রাণ,
জ্ঞান-বিভাকরে সতত উজলি,
কর মা কল্যাণ দান।
কল্যাণ-দায়িনি, শুভদে, সারদে
শুভ সংবৎসর পরে
ধর এ মিনতি প্রণতি অঞ্জলি,
কমল-চরণোপরে।

শ্রীসরলাবালা বিশ্বাস।

উপেক্ষিত।

মরম-বেদনা লয়ে তোমাদের মুখ চেয়ে
জগতের পাশে যাঁরা পড়ে আছে একা,
তোমরা করুণা ক'রে চাহিবে কি মুখ ফিরে—
সে দীন-আতুর সনে দেবে কি গো দেখা?
আঁধারে যাহারা আছে, যা'বে তারা কা'র কাছে,
তোমরা যদি না লও হাত ধরে তুলে?

তোমাদের স্নেহ দাও হেসে দুটী কথা কও
বুকেতে টানিয়া লও আপনার বলে।
তোমাদের স্নেহ পেলে যা'বে তারা সব ভুলে
তোমাদের পথ ধরে হবে অগ্রসর,
তা'রা তোমাদেরি মত ডাকিবে পথিক শত—
জগতে চরন পথ হবে পরিসর!

শ্রী সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

শীলা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

শীলা যেন বজ্রাহত হইয়া গিয়াছে! সুপ্রকাশ— মিঃ রায়! সে যে স্বপ্নেও একথা ভাবিতে পারে নাই! মিঃ রায়, যাহার কথা মনে করিতে সে কত ভয় পাইত, যাহার জীবন এত জটিল ও প্রহেলিকা-

যাহ সে শুনিয়াছে, সেই মিঃ রায় কি না—সুপ্রকাশ! যদি সত্যই সুপ্রকাশ মিঃ রায় হয়েন, তাহা হইলে কি সে তাঁহাকে অবিশ্বাস করিতে পারিবে? না। পৃথিবী একদিকে আর সুপ্রকাশ একদিকে। সে কোনও মতে সুপ্রকাশকে অবিশ্বাস করিতে পারিবে না।

রমা শীলাকে লইয়া উপরের সেই নির্দ্দিষ্ট কক্ষে উপস্থিত হইল। মিসেস্ ব্যানার্জ্জি শীলার সেই আর্দ্র বস্ত্র দেখিয়া বলিলেন, "খুব ভিজেছ বুঝি? যাও শীঘ্র কাপড় বদলে এসো। সুপ্রকাশ কোথায়?"

রমা। মিঃ রায় নীচে কা'র সঙ্গে কথা কোচ্চেন।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি তাড়াতাড়িতে রমাকে মিঃ রায়ের কথা গোপন করিয়া রাখিবার জন্য বলিয়া দিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। শীলার সম্মুখে রমাকে মিঃ রায় বলিতে শুনিয়া, তিনি একটু লজ্জিত-ভাবে শীলার প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "এ তোমারই বাড়ী হবে শীলা! আজ আমরা তোমারই অতিথি।"

শীলা বলিল, "আপনারা ত এতদিন কেউ বলেন নি। কেন আমায় বলেন নি?"

মিসেস ব্যানার্জ্জি। কি কোর্ব্বো বল? সুপ্রকাশ বলেছিল, "আমায় দরিদ্র জেনে যদি শীলা আমাকে বিয়ে করে, তবেই আমি বিয়ে কোর্ব্বো। আমি ধনী জেনে, অনেকেই আমার সঙ্গে তাঁদের মেয়ের বিবাহ দিতে উদ্যত। কিন্তু আমি ধনী বলে পরিচয় না দিয়ে যদি শীলাকে পাই, ধন্য হব।" বিয়ের পরে তোমাকে সব কথা বোলবে বলেছিল।

শীলা মিসেস্ ব্যানার্জ্জির কথায় সুপ্রকাশের হৃদয়ের গভীর ভালবাসার পরিচয় পাইয়া আনন্দিত হইল।

সেদিন সকল অতিথিই ক্রমে ক্রমে জানিতে পারিলেন যে, সুপ্রকাশ রায়ই মিঃ রায়। সকলের মধ্যেই প্রশ্ন ও উত্তরের কোলাহল পড়িয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় 'বায়স্কোপ' দেখান আরম্ভ হইল। শীলা প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছিল, রমা আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া লইয়া গেল। শীলা সকলের সহিত বসিয়া বায়স্কোপ দেখিতে লাগিল, কিন্তু ভিড়ের মধ্যে মিঃ রায়কে দেখিতে পাইল না। সম্মুখে বায়স্কোপের সুন্দর দৃশ্য!—জলের ভিতরে শুক্তি ও প্রবালের মধ্যে জলকন্যারা নিদ্রিত হইয়া রহিয়াছে, যেন কমল-কোরক-গুলি অস্ফুট রহিয়াছে। সহসা কোন্ অজানা দেশের রাজপুত্র সেই স্থানে ভাসিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নিদ্রিত জল-কন্যারা জাগিয়া সচকিতে চাহিল। দেখিলে মনে হয়, তাহারা যেন ফুলেরই মত ফুটিয়া উঠিল। আর সেই রাজপুত্র সেই জলকন্যাদের রাণীর প্রতি মুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। অন্যান্য জলকন্যারা কত রত্ন লইয়া, কত মুক্তার মালা লইয়া রাজপুত্রকে দিতে গেল, রাজপুত্র কিছুই লইলেন না; শুধু অপলক নেত্রে জল-রাণীর প্রতি চাহিয়া আছেন। দেখিতে দেখিতে জলকন্যারা কোথায় মিলাইয়া গেল। কত ভয়ঙ্কর জলজন্তু আসিয়া রাজপুত্রকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল, কিন্তু রাজপুত্রের কিছুই করিতে পারিল না; রাজপুত্র সেই প্রবাল-দ্বীপে বসিয়া রহিলেন। ক্রমে তাঁহার চারিদিকে মণি-মাণিক্য বর্ষিত হইতে লাগিল। অবশেষে সেই জলরাণীর সহিত তাঁহার মিলন হইল। যখন রাজপুত্র সেই জলকন্যাকে লইয়া গৃহে ফিরিলেন, দেখিলেন, তাঁহার প্রাসাদ শুধু মুক্তার মালায় সুসজ্জিত। জল-দেবতা কেবল মুক্তার মালায় প্রাসাদ সজ্জিত করিয়া গিয়াছেন।

দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইল। একটি ছোট বালক পাখীর বাসা হইতে কেমন করিয়া ডিম লইতেছে, তাহাই দেখান হইতেছে। এমন সময় অতিথীর পাশ-

ক্ষণে একজন বয়স্ক পরিচারক আসিয়া শীলার হস্তে একখানি কার্ড দিল। শীলা তাহা লইয়া উঠিয়া বারান্দায় গিয়া আলোতে দেখিল, লেখা আছে—"একবার এখনি অনুগ্রহ করিয়া আসিও। ইতি।"

পূর্ব্বে শীলা সুপ্রকাশের হস্তলিপি কখনও পায় নাই; সে চিন্তান্বিত হইয়া পত্রবাহককে জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাইতে হইবে?

পত্রবাহক পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। শীলা একটি কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সেটি লাইব্রেরী গৃহ। চারিদিকে পুস্তকের আলমারী সজ্জিত; মধ্যে মধ্যে এক একটি বহুমূল্য স্তম্ভ; তাহার উপর ইটালী দেশের বৃহৎ পুত্তলিকা। সেই স্থানে একখানি আরাম-কেদারায় সুপ্রকাশ শুইয়াছিলেন। মুখে অন্যমনস্ক ভাব, যেন অস্থির হইয়া আছেন, যেন তাঁহার সুখের স্বপ্নের অবসানের আশঙ্কায় অধীর হইয়াছেন। শীলা যাইবামাত্র তিনি উঠিয়া দ্বার ভেজাইয়া দিয়া তাহার প্রতি ফিরিয়া চাহিলেন। উভয়ে উভয়ের প্রতি অপলক নেত্রে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর সহসা সুপ্রকাশ শীলার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, "শীলা! তুমি আমার ওপর রাগ কোরেছ?"

শীলা। তুমি কেন নিজের পরিচয় গোপন করলে?

সুপ্রকাশ। তোমায় দেখেই আমার মনে হয়েছিল,—আমার পরিচয় গোপন কোরে, আমি দরিদ্র সেজে তোমার ভালবাসা আকর্ষণ কোর্ব্বো। যদি দরিদ্র সেজে তোমার ভালবাসা পাই, ধন্য হব। আমার অর্থ দেখে ত অনেকেই আমার জন্যে লালায়িত। মিত্রের কথায় ত আর অভাব নেই। যেখানে যাই, সেইখানেই ওই কথা, ওই চেষ্টা। যখন শুনলুম ধনী নরেন্দ্রর সঙ্গে তোমার বিবাহের স্থির হোচ্ছে, তখন দরিদ্র সুপ্রকাশ সেজে তোমার প্রণয়-প্রার্থী হ'লাম। এটুকু অপরাধ কি শীলা, তুমি ক্ষমা কোর্ব্বে না? এ কি ক্ষমার অযোগ্য?

শীলার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইতেছিল; সুপ্রকাশের মুখের দিকে চাহিলে তাহার হৃদয়ে অবিশ্বাসের ছায়া থাকে না। সে ধীরে ধীরে বলিল, "আমার জন্যে এত কেন? আমি নিজেই দরিদ্র ভিখারিণী, মাতাপিতৃহীনা, পরের আশ্রয়ে রয়েছি। আমার জন্যে তোমার এত কষ্ট কেন!"

সুপ্রকাশ শীলার প্রতি স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "শীলা, তুমি আমার মত ভালবাস নি, তাই বুঝ্‌বে না,—কেন? তুমি আমার কি, তুমি আমার কত প্রিয়, তাহা বুঝিয়ে বল্‌বার শক্তি আমার নেই। তবে, তোমার যদি আমার প্রতি বিশ্বাস না থাকে, তা'হলে তোমার যা ইচ্ছে হয় কর। আমি তোমার মনে কখনো ব্যথা দোব না; যদি আমার সঙ্গে বিবাহিত হ'লে সুখী না হও—।"

শীলা। (বাধা দিয়া) আপ্‌নার নিজের পরিচয় দেওয়া উচিত ছিল।

সুপ্রকাশ। পরিচয় না দিয়ে কি হানি হয়েছে?

শীলা। আপ্‌নি এত ধনী আপনার—।

সুপ্রকাশ। (চমকিত হইয়া) ও কি শীলা! আমি ধনী বোলে আমাদের মাঝখানে এত ব্যবধান হ'ল। আমি আবার 'আপনি' হ'লাম?

সুপ্রকাশের মুখ বিষাদের ছায়ায় ম্লান হইল।

শীলা। তা কেন? আমি অন্যমনস্কভাবে বোলে ফেলেছি। লোকে কি বল্‌বে—?

সুপ্রকাশ। লোকের কথার জন্যে তুমি আমায় অসুখী কোর্ব্বে? আমার যদি পূর্ব্বে বিবাহের সাধ থাকৃত, আমার মা কত চেষ্টা করেছিলেন, কত লোক কন্যা নিয়ে দেশ-দেশান্তর থেকে অনুরোধ করেছিলেন। আমার একবারও সাধ যায় নি।

আমি ত বিবাহ কোর্ব্বো না বোলেই প্রতিজ্ঞা করে-ছিলাম, কিন্তু সে দর্প চূর্ণ হয়েছে। যে মুহূর্ত্তে তোমায় দেখিছি সেই মুহূর্ত্তে জেনিছি, তোমায় না পেলে এ জীবন বিফল হবে। তাই চলে গিয়েও ফের এসেছিলাম। কিন্তু শীলা, তুমি যদি এ বন্ধন ছিঁড়্‌তে চাও,—যদিও তার চেয়ে আমার মৃত্যু ভাল—তবুও তাতে যদি তুমি সুখী হও, আমি বাধা দোব না। তোমায় কিছু অনুরোধ কোর্ব্বো না। তুমি যাতে সুখী হও তাই কর

শীলা। সেদিন মিসেস্ ব্যানার্জ্জির বাড়ীতে সকলে কি বলাবলি করছিলেন; তাতে মনে হয়, তোমার জীবন যেন গভীর রহস্যেপূর্ণ!

সুপ্রকাশ। আমার দিকে চেয়ে দেখ, আমায় কি অবিশ্বাসী বা অপরাধী মনে হচ্ছে? যদি হয় সেই মুহূর্ত্তে তুমি আমায় পরিত্যাগ কর। লোকের কথায় আমার জীবন নষ্ট কোর্ব্বে? যদি তাই কর, তবু আমি তোমায় কিছু বল্‌ব না।

শীলা সেই মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, সেই মুখে কোনও স্থানে একটুও মলিনতার ছায়া নাই। সরল, উদার ও প্রশান্ত মুখের ভাব! চক্ষে শুধু একান্ত ভালবাসা! সে ভালবাসা শীলা কোনরূপে পরিত্যাগ করিতে পারে না। লোকের কথায় শীলা কেন ভুলিবে? শীলা যাঁহাকে প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় জানে, যিনি শীলার হৃদয়ের অধিষ্ঠিত দেবতা, শীলা তাঁহাকেই পূজা করিবে।—শীলা তাঁহার কথার উত্তরে বলিল, "আমি আর কাউকেও জানি না। আমায় পেলেই যদি তুমি সুখী হও, তুমি ত জান আমি —তোমারই"—!

সুপ্রকাশের মুখমণ্ডল আনন্দ-আলোকে পরি-পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "যেমন আমায় বিশ্বাস করলে, আশা করি, আমা হতে এক মুহূর্ত্তের জন্যেও তুমি অসুখী হবে না।"

"এই যে তোমরা এখানে?"—এই বলিতে বলিতে মিসেস্ ব্যানার্জ্জি সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া শীলাকে বলিলেন, "তুমি বুঝি আর বায়স্কোপ দেখ্‌লে না? কত খরচ করে কোলকাতা থেকে সুপ্রকাশ আনিয়েছে, তোমার পছন্দ হল না?"

শীলা। (লজ্জিতভাবে) আমি এখুনি যাচ্ছি।

সুপ্রকাশ। আমি শীলাকে একবার ডাকিয়ে পাঠিয়েছিলম্।

মিসেস ব্যানার্জ্জি। তা তোমার ত ছদ্মবেশ প্রকাশ হ'ল! আমি যেদিন তোমায় দেখিছি, আর তোমার কথা শুনিছি, সেদিন থেকেই জেনেছি, বেচারী সুব্রতর আশা নেই, আর রমা বল্‌ছিল কোলকাতায় তার সঙ্গে সুব্রতর দেখা হয়েছিল। সুব্রত কি বিশেষ কাজে ব্যস্ত আছে। তোমার অনেক কথা রমাকে জিজ্ঞাসা করেছে, জান্‌তেও পেরেছে যে, তুমিই মিঃ রায়।

সুপ্রকাশ। সত্যি? তা ভালই হয়েছে। আমি ত বিবাহের পরই এখান থেকে চলে যাব, ভেবে-ছিলাম। তারপর এখানে যখন আস্‌তাম, মিঃ রায় হয়েই আস্‌তাম। আমি শীলাকে তাই ভেবে বল্‌ছি, এইটুকু অপরাধ সে যেন গ্রহণ না করে। আমার নাম সুপ্রকাশই—"এস রায়।" কাজেই বিবাহের সময় আমার নাম কিছু ভুল হ'ত না। জমিদার নামটা ত না জান্‌লে কিছু ক্ষতি হ'ত না।

শীলা। আমার সঙ্গে বিবাহ হ'লে আমার পিতৃ-মাতৃহীনতা, গৃহশূন্যতার পরিচয় দিতে তোমার কত অপমান, কত লজ্জা বোধ করতে হবে।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। তুমি মা, অত্যন্ত সৌভাগ্য-বতী, তাই এমন স্বামী পাবে। এখন আর কিছু বোল্‌ব না, তবে তুমি স্বামীকে বিশ্বাস কোরো, সুখী হবে। তোমার মত সৌভাগ্য পৃথিবীতে খুব কম লোকেরই হয়।

শীলা নতমুখে রহিল। স্বামীর ভালবাসায় তাহার হৃদয় পূর্ণ হইল। তাহার মন হইতে সমস্ত অন্ধকার, ছায়া দূর হইয়া গেল।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি তাহার পর বলিলেন, "আমি যাই, খাবার যোগাড় দেখি; শীগ্‌গির কাজ সেরে বাড়ী যেতে হবে। আজ অনেক রাত হয়ে গেল।"

সুপ্রকাশ। শীলাও এখনি যাচ্ছে। আমি বিবাহের দিনই সিমলায় যাব, শীলার যা কিছু আবশ্যক দ্রব্য, তা আপনি ঠিক কোরে দেবেন।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। আজ সতীশ এসেছেন, তাঁর শরীর ভাল নয়, তাই বাড়ীতেই আছেন। শুন্‌লাম, শৈলেন সুষমাকে নিয়ে সিমলা থেকে আগ্রায় ফিরে গেছে। সুষমার শরীর এখনো বিশেষ খারাপ,—হার্টের দুর্ব্বলতা খুব বেড়েছে।

সুপ্রকাশ যেন নিশ্চিন্ত হইয়া বলিলেন, "আমার বাড়ীতেই এত দিন শৈলেন ছিল; আমি যাব লিখেছি, তাই চলে গেছে। আমি এ সময়টা সেখানেই থাকবো।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। কটকে তা'হলে এখন ফিরছো না?

সুপ্রকাশ। এখন ত নয়ই, শীতের শেষে যা হয়, আসবো।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। এ বাড়ীতে ত কম জিনিস আন নি। এ সব কি কোল্‌কাতার বাড়ীর?

সুপ্রকাশ। অনেক জিনিসই সেখানকার। কোল্‌কাতায় থাকতে আমি ভালবাসি নে। সেই জন্যে সে বাড়ী ভাড়া দিতে বলেছি। কটকের দিকেই আমার জমীদারী বেশী; আমায় এ-ধারেই থাকতে হবে।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি চলিয়া গেলেন। সুপ্রকাশ শীলাকে বলিলেন, "সে-দিন যখন তোমায় নদীর ধারে দেখেছিলাম, কি ভেবেছিলাম জান? যে, এ বাড়ী ঘর আর কিছুই দেখবো না, শীগ্‌গিরই কোথাও চলে যাই! মা গিয়ে পর্য্যন্ত মনটা যেন উদাস হয়ে গেছ্‌লো। আমার ভাই-বোন্ যদি কেউ থাকত তা হলে হয় ত, জীবন এত উদাস হ'ত না। আমি শুধু দেশে দেশে ঘুরছি। লেখা-পড়া তাও একটু আধটু শিখতে চেষ্টা করেছি। এ দেশে বি-এ পাস দিয়ে অক্সফোর্ডেও দু'বছর পড়ে এলুম। দিন কত বিলেতের সব জায়গায় ঘুরলাম, কিন্তু কোথাও শান্তি পেলাম না। আমার ভালবাসা যেন নিদ্রিত ছিল। সেই যে গল্পের রাজকন্যা রাক্ষসের পুরীতে অচেতন হয়ে পড়ে থাকৃত, পায়ের কাছে রূপোর কাঠি, আর মাথার কাছে সোনার কাঠি। আমারও প্রাণটা তেমনি নিদ্রিত ছিল, তুমি সেই রাজপুত্রের মত সাত সমুদ্র তের-নদী পার হয়ে এসে সেই ঘুমে-ভরা নিদ্রিত পুরীকে প্রবেশ কোরে, যেই সোনার কাঠিটি স্পর্শ করলে, অমনি আমার নিদ্রিত প্রাণ জেগে উঠ্‌লো। সে কোন্ মুহূর্ত্তে? যে শুভমুহূর্ত্তে তোমায় চোখে দেখলাম, আমার প্রাণ সেই ক্ষণে, সেই স্থানে তোমার নিকট ছেড়ে আসলাম। সে-দিন সুমধুর কণ্ঠে আমার প্রাণে কি সুধার হিল্লোল বয়ে গিছ্‌লো!—দরিদ্র ভিখারী সুপ্রকাশের জন্যে তুমি যখন ধনী শ্রেষ্ঠতর মানব আহ্বানকে উপেক্ষা করলে, তখন আর হৃদয়কে সংযত করতে পারলাম না। তবু এখনও বল্‌ছি, শীলা, আমি তোমায় এত ভালবাসি যে, যদি তোমার আমায় বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস হয়—আমার সঙ্গে তুমি সুখী হবে না, তা' হলে এখন ও তুমি আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পার। আমার জীবনের সুখের কাছে—আমার জীবনের কাছে তোমার সুখ শত মহামূল্য, আমার জীবন তেমন নয়!"

শীলা মজুমদার স্বামীর এই প্রণয়ের উচ্ছ্বাস শুনিতে

ছিল, আর ভাবিতেছিল, সে কি করিয়াছিল যে, সে এই সৌভাগ্যের অধিকারিণী হইল। পৃথিবীতে সে কি কখনও ধনরত্নের কামনা করিয়াছে? সে কি ঐশ্বর্য্যের লোভে কখন মুগ্ধ হইয়াছে? সে ও সব ত কিছুই চাহে নাই, শুধু সুপ্রকাশকে প্রাণ ভরিয়া চাহিয়াছে। সেই সুপ্রকাশ আজ প্রাণ-ভরা ভালবাসা লইয়া তাহার নিকট আসিয়াছেন, সে কি তাঁহাকে উপেক্ষা করিতে পারে? কখনও নয়। সুপ্রকাশের অতীতের কোন কথাই সে জানে না, জানিতেও অভিলাষিণী নহে, বর্ত্তমানই তাহার স্বর্গ। এই স্বর্গ ছাড়িয়া সে কোন্ অবিশ্বাসের অন্ধকারে ডুবিতে যাইবে। আর সে কিছুই চাহে না, শুধু সুপ্রকাশকেই চায়। যখন সুপ্রকাশও তাহাকে চাহিতেছে, তখন সে বাধা দিবে না।

সুপ্রকাশ শীলাকে নিরুত্তর দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "শীলা, কি ভাবছ?"

শীলা। (মৃদু হাসিয়া) কিছুই না। আমার ত আর ভাববার কিছু নেই। তুমি ত দু'জনার ভাবনা ভাববার ভার নিয়েছ।

সুপ্রকাশ। তা হলে কি তুমি আমার হবে?

শীলা। এ কথা বার-বার কেন? অবিশ্বাসের কি কোনও কারণ আছে?

ইহা শুনিয়া সুপ্রকাশের আনন আনন্দালোকে পূর্ণ হইল।

(২০)

তাহার পরদিন দ্বিপ্রহরে মিসেস্ ব্যানার্জ্জি বারান্দায় বসিয়া শীলার বস্ত্রাদি সমুদয় দর্জ্জিকে দিয়া ঠিক করাইতেছিলেন। রমা বাটীতে নাই; সে তাহার বন্ধু মিসেস্ মল্লিকের সহিত দেখা করিতে গিয়াছে। এমন সময় হঠাৎ একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী গড়্-গড়্ শব্দে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। মিসেস্ ব্যানার্জ্জি বিস্মিতভাবে দেখিলেন, গাড়ীর দ্বার রুদ্ধ। শীলা দেখিল, কোচবাক্সে অমূল্য বসিয়া আছে। সেও বিস্মিত হইল। এমন সময় অমূল্য নামিয়া পড়িয়া তাড়াতাড়ি গাড়ীর দুয়ার খুলিয়া বলিল, "এই ত আসিলানি, বউ কলা উত্তরি যাও। দিদি ঠিয়া হইছন্তি।" (১)

এক গলা ঘোমটা টানিয়া লাল-পাড় কাপড় পরিধান করিয়া, দুই অঙ্গুলির দ্বারা ঘোমটাটী একটু তুলিয়া গৃহিণী নামিলেন। তাহার পর অমিয় বাহির হইল। অমিয় ধীরে ধীরে শীলার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। মিসেস্ ব্যানার্জ্জি শীলার খুড়ীমাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলেন। তাড়াতাড়িতে তাঁহার চক্ষের চশমা খসিয়া পড়িয়া গেল। যে বস্ত্রগুলি পরিয়াছিলেন, চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইল। তিনি নমস্কার করিয়া বলিলেন, "আসুন, ভেতরে আসুন।" শীলা প্রণাম করিলে গৃহিণী তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন,—"বেঁচে থাক বাছা, চিরসুখে নিজের ঘরকন্না কর।"

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি শীলার খুড়ীমাকে 'ড্রইং রুমে' আনিলে তিনি চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া ভাবিলেন, মেমেদের কি সবই অদ্ভুত! শুধু শুধু ঘরে এত চেয়ার-টেবিলের ছড়াছড়ি কেন? মেজেতে এমন সুন্দর কার্পেট পাতা, তাতে কি হয় না? মিসেস্ ব্যানার্জ্জি তাঁহাকে একখানি চেয়ারে বসিতে বলিলে, তিনি বলিলেন, "থাক্ থাক্ হয়েছে। আমি এই খানে বসি।" এই বলিয়া কার্পেট-মণ্ডিত গৃহতলে তিনি বসিয়া পড়িলেন। শীলা বিস্মিত হইয়া খুড়ীমার নিকট বসিয়া ভাবিতেছিল, হঠাৎ কি মনে করিয়া খুড়ীমা আসিয়াছেন। সে কিছুই বুঝিয়া উঠিতে

(১) এই ত আসিলাম; শীঘ্র নেমে পড়। দিদি দাঁড়িয়ে আছেন।

পারিতেছিল না। এরূপ সময় গৃহিণী বলিলেন, "তা শীলা, তুমি আর এক দিনও আমাদের বাড়ী যাও না কেন? এই বিয়ে হলেই ত শুনছি, কোন্ দূর দেশে যাবে। তা আমাদের জামাই এমন ঘর-বাড়ী ছেড়ে অত দূরে কি কোর্ত্তে যাবেন?" শীলা নতমুখে রহিল।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। আপনার জামাইয়ের কি ঘর-বাড়ীর অভাব? যেখানে যাবেন সেইখানেই ঘর-বাড়ী। বিয়ের পরই শীলাকে নিয়ে সিমলায় যাবেন।

গৃহিণী। সিমলে!—সে ত কল্‌কাতায়,—সেই গলি-ঘুঁজির মধ্যে। তা সেখানে না গিয়ে এখানে থাকলে কি হ'ত না? এমন ঘর-বাড়ী রাজ অট্টালিকা—!

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। কোল্‌কাতার সিমলা নয়। এ সিমলা পাহাড়। হিমালয়ের এক অংশ।

গৃহিণী। তা বেশ হবে। শিবদুর্গা কৈলেশ-পর্ব্বতে থাকতেন, এরা না হয় হিমালয়ে যাবেন। বিয়ে কবে হবে? আমরা ত আপনার লোক হলেও মিছে হয়ে আছি। আপনিই ত সব কচ্ছেন।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। আপনারাই বা যোগ দিচ্ছেন না কেন? এই কদিন বাদেই বিয়ে! সে আর মাসেরই ত শেষে।

গৃহিণী। (কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর) তা বেশ, আপনি যখন বলেছেন, আস্‌বো বই কি! ও মা! অমি কোথা গেল? সে ত এইখানে তার দিদির কাছে ছিল। ছেলেটা মোটে স্থির নয়। এক দণ্ড চুপ কোরে বোসতে পারে না! কি যে চঞ্চল-পানা কোরে বেড়ায় কিছু বুঝতেও পারি না।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। "আচ্ছা, আপনি বসুন, আমি দেখি, সে কোথায় গেল।" এই বলিয়া উঠিয়া গেলেন।

গৃহিণী। হাঁ মা, তা জামাই তোমায় কি দিলেন? মস্ত জমীদার, এইবার গা-ভরা গয়না দিতে হবে।

শীলা। আমার যা আছে তাই ঢের, গয়না আমার চাই না।

গৃহিণী। সে কি বাছা! ও কথা কি বলে! জমীদারের সঙ্গে বে হবে, কত লোক দেখতে আসবে। খুব ঘটা করে বাদ্যি বাজিয়ে যেন বে কর্ত্তে আসেন।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি ঠিক এই সময় অমিকে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিতেছিলেন। গৃহিণীর এই কথা শুনিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন, "আমাদের ত অমন ধারা হয় না। ও-রকম ঘটা কোরেও বর আসবে না। এই বাড়ীতেই বিয়ে হবে। ওদের রেজিষ্টারী কোরে ব্রাহ্ম-পদ্ধতি অনুসারে বিয়ে হবে।"

গৃহিণী। (বিস্মিতভাবে) সে আবার কি? নিবন্ধের রেজিষ্টারী কোর্ব্বে? আপিসে যাবে? না, ডাক ঘরে যাবে? যেমন কোরে চিটি রেজিষ্টারী হয়?

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। না, এ সে-রকম নয়। সাহেবদের মত। সব সাক্ষীদের সাম্‌নে লেখা-পড়া কোর্ত্তে হয়।

গৃহিণী যেন অবাক্ হইয়া বলিলেন, "তাই না!" এই সময় অমি চুপি চুপি বলিল, "দিদিভাই, তুমি যখন ও-বাড়ীতে যাবে, কেমন মজা হবে!"

শীলা। এখন ত ভাই এখানে থাকবো না। যখন আসবো তখন আবার দেখা হবে।

বালক কাতরভাবে বলিল, "কোথায় যাবে?" তাহার মুখে যে আশার আনন্দ ছিল, তাহা যেন নিভিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ কথা-বার্ত্তার পর গৃহিণী বিদায় লইলেন। মিসেস্ ব্যানার্জ্জি ও শীলা পুনরায় বস্ত্রাদিতে মনোনিবেশ করিলেন।

* * * *

রমা মিসেস্ মল্লিকের বাড়ী গিয়া দেখিল, মিসেস্ মল্লিক আর একটী মহিলার সহিত বসিয়া গল্প করিতেছেন। রমাকে দেখিয়া মিসেস্ মল্লিক আনন্দের সহিত বলিলেন, "এই যে রমা! কবে এলি? আমায় যে বড় চিঠি দিস্ নি?"

রমা। হঠাৎ এসে পড়্‌ব, তাই চিঠি দিই নি। কেমন, বেশ মজা হ'ল না?

মিসেস্ মল্লিক। কেবল চালাকী কোর্‌তেই মজবুৎ। আচ্ছা, এর পর বোঝা-পড়া হবে। খুকি কেমন আছে?

রমা। তেমনি আছে। বেশ ভদ্র ত, সামনে একজন বসে আছেন, আলাপও করিয়ে দিলে না?

মিসেস্ মল্লিক অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "তাই ত! রমা, মিসেস প্রভাত বোস— বেলা।

রমা। (হাসিয়া, নমস্কার করিয়া) বেলা—বেশ নামটী। মিসেস্ প্র-ভা-ত বো-স মস্ত নাম। আপ্‌নি কেমন আছেন?

বেলা রমাসুন্দরীর হাস্যোজ্জল মুখে ও নয়নের চঞ্চল দৃষ্টিতে মেলা-মেশার ভাব দেখিয়া প্রথম হইতেই তাহাকে অত্যন্ত পছন্দ করিয়াছিলেন; বলিলেন, "আপ্‌নার নাম—রমা? আপ্‌নি বুঝি, মাসীমা—মিসেস্ ব্যানার্জ্জির দৌহিত্রী?"

রমা। হ্যাঁ ভাই, আমি সেই রমা। আমার নামটা দেখ্‌ছি দেশে দেশে ছেয়ে পড়েছে। তা আমার নাম এত জাহির কল্লে কে?

বেলা। মাসীমার সঙ্গে আমাদের খুবই যাওয়া-আসা ছিল, তাই জানেছিলাম।

রমা। এখন আমি এসে কি সেই যাওয়া আসা বন্ধ হয়ে গেল? কাল তাঁর পিক্‌নিকে যান নি কেন?

বেলা নিরুত্তর রহিলেন।

মিসেস্ মল্লিক। সে ঢের কথা। ওঁর ভাওর সুব্রতর সঙ্গে শীলার বিয়ের কথা হচ্ছিল, এমন সময় কোথাকার এক সুপ্রকাশ রায় এসে, নিজের সঙ্গে শীলার বিয়ে ঠিক কোরে ফেলেছেন। তোমার দিদিমাই প্রশ্রয় দিয়ে এইটি ঘটিয়েছেন।

রমা হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল। তাহার সেই অবস্থা দেখিয়া উভয়ে চমকিত হইয়া উঠিলেন। মিসেস্ মল্লিক বলিলেন, "তোর কি হ'ল? অমন করিস্ কেন? হাসির কিছু হয় নাকি?"

রমা। ওমা! কোথাকার সুপ্রকাশ রায় কি গো? তোম্‌রা বুঝি জান না! উনি যে এস্, রায়, —উনি যে মিঃ রায়! মস্ত জমীদার। এই কটকেই তাঁর বড় জমীদারী। তোমরা কি তাঁর নামও শোন নি?

মিসেস্ মল্লিক। (চমকিতভাবে) কোন্ মিঃ রায়?—জমীদার?

রমা। হাঁ গো হাঁ। আবার কোন্ রায় হবে?

বেলা। সুপ্রকাশ রায় বুঝি,—মিঃ রায়! তাই শীলার মন আমাদের স্নেহ-ভালবাসায় ভুলো না। তা ত হবারি কথা। মিঃ রায়ের কাছে আমরা! এই কটকেই ত তাঁর মস্ত জমীদারী।

মিসেস্ মল্লিক। জমীদারী ত মস্ত, তা এত দিন বিয়ে না কোরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কেন? সুনাম ত নেই। এই ত উনি বলছিলেন, কি এক 'ডাইভোর্স' কেস হয়েছিল।

রমা। সে আবার কি? আমরা ত ও-সব কথা কখনো শুনি নি। চিরকালই ত মিঃ রায়কে জানি।

বেলা। শীলার তা হ'লে সুখের সীমা থাক্‌বে না। ছোটবাবুর নিষ্কলঙ্কচরিত্র! অমন দেবতার মত স্বামী হ'ত! তা না হয়ে এ কি হবে! থাক্, আমাদের ও-কথায় না থাকাই ভাল। আমি কোন কথাতেই থাকব না, স্থির করিছি।

মিসেস্ মল্লিক। ও-মেয়ে ত কম নয়। কেমন চুপ চাপ! দেখ্‌লে মনে হয় কত শান্ত!

বেলা। সত্যিই বড় সুন্দর-প্রকৃতির মেয়ে। আমাদের আপনার লোক হ'ল না বলেই কি নিন্দে কোর্ব্বো? মেয়েটির কোনও দোষ নেই। মাসীমা যদি বাড়ীতে মিঃ রায়কে আস্‌তে না দিতেন, তা হলেই ত এইটি ঘটত না। শীলার বাপের ত বরাবর সাধ ছিল, আমাদের ছোটবাবুটীর সঙ্গে বিয়ে হয়। সেইজন্যেই ত লক্ষ্ণৌ থেকে কটকে পাঠিয়ে-ছিলেন। শীলার খুড়ো-খুড়ীরও ত ইচ্ছে ছিল। মাঝখান থেকে মিঃ রায় এসে কি আপদ্ জুটিয়ে বস্‌লেন। এখন শীলার অদৃষ্টে কি আছে কে জানে?

মিসেস্ মল্লিক। ওই 'ডাইভোর্স কেসের' কথা একবার বল্লে হয় না? আমি যে ছাই সব জানি নে। কি শুনেছিলুম মনেও নেই। উনিও আবার কোল্‌কাতায় গ্যাছেন।

বেলা। ছিঃ, ছিঃ! এমন পাপের কাজও কি কেউ করে? আমি একথা আমাদের বাড়ীতে কাউকেও বোল্‌বো না। পুরুষ-মানুষের মেজাজের ঠিক নেই। এখুনি মাসীমার সঙ্গে গিয়ে গোল বাধাবে। ছোটবাবু ত দেশত্যাগী হয়ে কোল্‌কাতায় গিয়ে আছেন। এখানে প্র্যাকটিসও কর্ব্বেন না বলেছেন। আমার শাশুড়ীও শয্যা নিয়ে আছেন। ওঁর চির-দিনের সাধ, দুটি ভগিনীতে একত্রে থাকেন। ওঁরও মেজাজ রুক্ষ হয়ে আছে। (রমার প্রতি) আপ্‌নি এ কথা নিয়ে বলাবলি কর্ব্বেন না। শীলাকে বড় ভালবেসেছি, তাকে ছোট বোনের মত মনে হয়। যার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে সে সুখী হোক্ এই প্রার্থনা।

রমা। আপ্‌নারা কত দিন এখানে আছেন?

বেলার মধুর প্রকৃতি দেখিয়া রমারও মন তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিল। বেলারও নবযৌবন বিকশিত রমার হাস্যপ্রফুল্ল মুখকমল-খানি বড় ভাল লাগিতেছিল। বেলা রমার কথা শুনিয়াই বলিল, "আমরা এখন কটক-বাসী হইয়াছি।"

মিসেস্ মল্লিক। ওঁদেরও জমিদারী আছে। ওঁর স্বামী জমিদারী দেখেন। ওঁর দেওর ব্যারিষ্টার হয়ে এসেছেন। সুব্রত বসুর নাম শোন নি?

রমা। নামও শুনিছি, ছবিও দেখেছিলাম; সে-দিন আলাপও হয়েছে।

মিসেস মল্লিক। তবে বাকি আর কি?

বেলা। মাসীমার মুখে আজ-কাল রোগা হয় না। মাসীমাকে আমরা বড় ভাল-বাসতাম।

রমা। ভালবাসতেন। Past tense হয়ে গেল কেন? এখনো ত ভালবাসতে পারেন। ভাল-বাসা কি কেনা-বেচার জিনিস? একবার ভালবাসলে তা কি কখনো যায়? আমার ত তা মনে হয় না।

বেলা এই কথায় না হাসিয়া থাকিতে পারিল না—হাসিতে লাগিল।

রমা। তা আপ্‌নারা একদিন যাবেন।

মিসেস্ মল্লিক। তাঁদের বড় সাধের ভাবী পুত্র-বধূ শীলাটিকে তোমাদের মিঃ রায় কেড়ে নিয়েছেন। সে দুঃখে যে সুব্রত দেশত্যাগী। কাজেই তাঁর মা বা ভাজ এখন তোমার দিদিমার কাছে যান কি কোরে?

রমা। তা দিদিমার কি দোষ বাপু? তিনি ত আর শীলাকে বিয়ে কচ্ছেন না?

বেলা। তিনি বাধা দিতে পার্ত্তেন ত?

রমা। কাঁকে! মিঃ রায় কে? তবেই হয়েছে! দিদিমা ত মিঃ রায়কে দেখে পূজো করেন। তিনি বলেন, মিঃ রায় দেবতা। তাঁর মতে মিঃ রায়ের মত লোক—অমন সচ্চরিত্র, অমন বিদ্বান, অমন

কোমলস্বভাব, অমন মিষ্টভাষী, অমন্ উদার, পৃথিবীতে যেন আর হয় নি।

মিসেস্ মল্লিক। সত্যি ? তা হবে। আমাদের সম্বন্ধে ত্যাজ কি ? তবে মিসেস্ বন্ধুদের মনে কষ্ট হয়, তাই বলি।

রমা। যখন আমার দিদিমা বলেন অত ভাল, তখন তোমার আর এ সব কথার কাজ কি ?

মিসেস্ মল্লিক। তা কেন বোলবো ? আর আমি সব ঘটনা জানিও না। মিঃ মল্লিক এখন এখানে নেই, কলকাতায় গ্যাছেন।

রমা। তুমি আর কত দিন এখানে থাকবে ?

মিসেস্ মল্লিক। পূজার পরেই ত যাবার কথা। তার পর আবার কি ঠিক হয়, জানি না। এখানে এসে ত শরীরে বল পাচ্ছি, ছেলেটাও সেরেছে।

রমা ও বেলার পরস্পরের সহিত পরিচিত হইতে অধিক সময় লাগিল না। তাহাদের পরস্পরের খুব বন্ধুত্ব জন্মিল। বেলা রমাকে বলিলেন, "আপ্‌নি অনুগ্রহ কোরে এক দিন আস্‌বেন।"

রমা। আসবো বই কি। এখন দু'দিন নয়। শীলার বিয়ের পরই আসিবো।

বেলা। ভুলবেন না। আপনার কাছে শীলার বিয়ের সব খবর পাব। আজ যে আমার সঙ্গে দেখা হল, এ কথা তাকে জানাবেন না। তার সুখের মধ্যে আর অশান্তি দিয়ে কাজ নেই।

রমা। আমায় আবার 'আপ্‌নি-আপ্‌নি' কেন ভাই ? 'তুমি' বল্লেই ত হয়।

বেলা। তাতে আর আমার আপত্তি নেই। তুমি ত আমার চেয়ে ছোট।

রমা। ছোট না হোলেও আমি আপ্‌নি-আপ্‌নি ভালবাসি না।

বেলা। আচ্ছা, তাই হবে।

উভয়ে কিয়ৎক্ষণ পরে বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেন।

বেলা বাড়িতে গিয়া আপনার শ্বশ্রূঠাকুরাণীর কাছে বলিলেন, "মা তুমি শুনেছ, সুপ্রকাশ রায় কে ?

প্রভাতের মা। কে আবার হবে বাছা ! আমার ত তার কথা শোন্‌বার জন্যে ঘুম হচ্ছে না।

বেলা। মা, সুপ্রকাশ রায়ই মিঃ রায়—জমীদার ! তাই আমাদের কোন কথাতেই ভ্রূক্ষেপ করে নি।

প্রভাতের মা। তা সুপ্রকাশ রায়ই বুঝি মিঃ রায় ? ছদ্মবেশ ধরার কারণটা কি ? কিছু রহস্য আছে নাকি ?

বেলার অধর-প্রান্তে সেই 'ডাইভোর্স' কেস্'টার কথা আসিয়া মিলাইয়া গেল। সে বলিল, "তা জানি না ; তবে আজ রমার সঙ্গে দেখা হল। বেশ মেয়েটি মা ! মাসীমার নাত্‌নী। সেই এখানে এসে সবাইকে বলে দিয়েছে, সেই মিঃ রায়কে চিনতো। আশ্চর্য ! মাসীমা কিন্তু কিছু প্রকাশ করেন নি ?

প্রভাতের মা। মাসীমার নাত্‌নী—রমা ? একবার যে তোমার মাসীমা তার সঙ্গে প্রভাতের বিয়ের কথা বলেছিলেন।

বেলা। তা'হলে মন্দ হয় কি ? বেশ ত হবে ? তবে শীলার মত অত সুন্দরী নয়।

প্রভাতের মা। (তীব্রকণ্ঠে) আমার ঐ লোকের সঙ্গে কুটুম্বিতে ? মরে গেলেও নয়। যে বিশ্বাসঘাতকতার কাজ কোরেছে, আমার ছেলেকে দেশত্যাগী কোরেছে, তার সঙ্গে কুটুম্বিতে ?—ওদের বিশ্বাস কোর্ত্তে নেই। আমি 'দিদি দিদি' কোরে সারা হতুম, তার বেশ প্রতিফল দিয়েছে।

বেলা। তা মা, মাসীমার কি দোষ ? শীলা যদি বিয়ে না করে, জোর জবরদস্তি কি করে চলবে ?

প্রভাতের মাস্তার চক্ষু দিয়ে যেন অগ্নি বাহির হইল, শব্দ উচ্চে উঠিল ; তিনি বলিলেন, "তোমার যেমন বুদ্ধি ! শীলার দোষ কিসের ? ফাঁদ পেতে হরিণ ধরলে, হরিণের ফাঁদে পড়ার জন্যে দোষ ? না, শিকারীর দোষ ? সব প্রাণচক্র তোমার মাসীমার। এর মধ্যে আর কেউ দোষী নেই।

(ক্রমশঃ)

শ্রী সরোজকুমারী দেবী।

অনুতপ্ত।

কেন মোরে ডাক স্নেহময়ি !
যাব না'ক আর কারো ঘরে।
আমি হতভাগা, দীন, নির্ধন, কুতন্ত্র, হীন,
নীরবে ডুবিয়া যাব
অনন্ত সাগরে !

শুনিলে সে কাহিনী আমার,
আর কেহ ডাকিবে না কাছে,
জানিলে সে-সব কথা, নারি ! তুমি পাবে ব্যথা,
ভাবিবে—মানব-দেহে
হেন পশু আছে !

আমি এক পথের কাঙাল,
কত দিন যেত অনাহারে ;
একা বসি তরুতলে, ভাসিতাম আঁখিজলে,
আমারে "আমার" কেহ
ভাবে নি সংসারে !

একদিন নিশা-অবসানে
নিদ্রাভঙ্গে দেখিলাম চাহি,
"রত্নাকর-রত্নোত্তমা" করুণাপ্রতিমা-সমা
শিয়রে দাঁড়ায়ে দেবী
উপমা সে নাহি !

অভাগার চির-শুষ্ক মুখ
মুছাইয়া স্নেহের অঞ্চলে,
যাইতে স্নেহের ঘরে, ডাকিল আদর ক'রে,—
অমন মধুর কথা
শুনি নি ভূতলে !

লভি সেই অযাচিত স্নেহ,
কি বিস্মিত পুলকিত প্রাণ ?
জানেন অন্তর-যামী ! অনাথ দরিদ্র আমি,
বিশ্বের ঐশ্বর্য্য-রাশি
পাইলাম দান !

মাতৃস্নেহ—দেবতার দয়া,
দিনে দিনে দি'ত মোরে ঢালি ;
বুভুক্ষু রাক্ষস মত, আমি চাহিতাম তত,
কহিতাম—দাও দাও
আরো দাও খালি !

মা আমার প্রসন্ন বদনে
কত কি যে যোগাইত মোরে,
চিনি না সে-সব রত্ন, করি নাই কোনো যত্ন,
স্বার্থ সহ অহঙ্কারে
চিত্ত গেল ভ'রে !

তাই হায়! নিঠুর নির্ম্মম—
পিশাচের ব্যভারে কেবল,
দিতাম সে হিয়া ভাঙ্গি, শ্রীমুখ উঠিত রাঙ্গি,
দেখিয়া পাষাণ আমি
পুলকে বিভল।

অত সুখ, সৌভাগ্য অমন
স'বে কেন এ পোড়া কপালে?
তাই গর্ব্বে হয়ে ক্ষিপ্ত, স্বার্থেরে করিতে তৃপ্ত,
ছাড়িয়া আসিনু মা'রে
বসন্ত-বিকালে।

যত দিন লুকায়েছি বনে,
খুঁজেছে মা, কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
সে-দিন এল না আর—ভাবিলাম কতবার
এই বুঝি আসে আসে
তেমনি সাধিয়া।

কই এল—এল না ত আর!—
ফিরিলাম পাঁচ দিন পরে;
হায় মা সেখানে নাই— খুঁজিলাম কত ঠাই,
আর সে দিল না সাড়া,
মধু-মাখা স্বরে!

আজি পুনঃ পথের কাঙাল,
অনুতপ্ত ফিরি বনে বনে,
কেন ডা'ক স্নেহময়ি, আমি ত মানব নহি,
পশুর অধম বলি
রেখ মোরে মনে।

শ্রী 'বীরকুমার-বধ'-রচয়িত্রী।

মুষ্টিযোগ

১। দুই তোলা ক্ষেতপাপড়া আধ সের জলে মৃদু উত্তাপে সিদ্ধ করিয়া, আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া তাহাতে সিকি ভরি আন্দাজ মধু দিয়া সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে দুই তোলা বাসক-পাতার রসের সহিত সেবন করিলে, বিষম জ্বর ভাল হয়।

২। গ্রহণী রোগে—মরীচচূর্ণ ২ তোলা, শুঁটচূর্ণ ২ তোলা, কুড়্চিরছাল ৪তোলা, পুরাতন গুড় ১তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া সহ্য মত পরিমাণে খাইয়া, পরে ঘোল খাইলে গ্রহণী-রোগ ভাল হয়।

৩। (অ) বহুমূত্র-রোগ—মাসকলাই-চূর্ণ, যষ্টি-মধু-চূর্ণ ও মধু এই তিন দ্রব্য সমভাবে গ্রহণ করিয়া সেবন করিলে বহুমূত্র ভাল হয়।

(আ) আমলকীর রস ২ তোলা কিঞ্চিৎ মধুর সহিত প্রত্যহ ৩ বার খাইলে বহুমূত্র ভাল হয়।

৪। আমাশয় রোগে—গাঁদালের পাতার রস ২ তোলা পরিমাণে প্রত্যহ খাইলে আমাশয় ভাল হয়।

৫। অগ্নিমান্দ্য রোগে—পিপুল ও হরীতকী কাঁজিতে সিদ্ধ করিয়া সেই কাঁজিতে সৈন্ধব লবণ দিয়া পান করিলে মন্দাগ্নি, অজীর্ণ ও পেট ফাঁপা ভাল হয়।

৬। অজীর্ণ-রোগে প্রভাতে স্নান করিয়া ৭।৮টি সিদ্ধ চাউল মুখে দিয়া, ঠাণ্ডা জল পান করিয়া নিদ্রা যাইলে, অজীর্ণ-রোগ ভাল হয়।

৭। কৃমি রোগে—পালিতা মাদারের পাতার রস, আনারসের পাতার গোড়ার সাদা অংশের রস, অল্প চূণের জল ও অশ্ব পার চ্ছি বমের, এই সকল দ্রব্য একত্রে প্রাতে খাইলে, কৃমিতে বিশেষ উপকার হয়।

(ক) নিভৃত চূর্ণ ২ তোলা কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রাতে খালি পেটে খাইলে কৃমি রোগ আরোগ্য হয়।

(খ) প্রত্যহ সোমরাজের কয়েকটী বীজ জলের সহিত প্রাতে খাইলে কৃমি মরিয়া যায়।

(গৃহীত)।

পুস্তক-সমালোচনা।

সুখমণী—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র মোহন দত্ত, বি, এ, বি, এল প্রণীত। ইহা গুরুদাস লাইব্রেরী, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে প্রাপ্তব্য। মূল্য কাগজের মলাট ১৲ এবং সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই ১।০।

ইহার কতক অংশ পূর্ব্বে বামাবোধিনীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা একখানি অত্যুৎকৃষ্ট ভক্তি-গ্রন্থ। শিখ ধর্ম্মগ্রন্থ, গ্রন্থসাহেবের ইহা একটী অংশ। সুখমণী ৫ম শিখ গুরু অর্জ্জুনদাসের রচিত। বাঙ্গালা ভাষায় ইহার মূল এবং অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ায় বাঙ্গালা ভাষার এবং ভক্ত সাধকগণের প্রভূত উপকার হইয়াছে। সাধনের সকল প্রকার অবস্থাই ইহা পাঠে জানা যায়। মনের যে প্রকার অবস্থাই থাকুক না কেন, ইহা পাঠ বা শ্রবণ করিলেই মানুষ সংসার ভুলিয়া যায় এবং ভগবৎ সত্তার অনুভূত হয়।

সরল অনুবাদের দ্বারা গুরুমুখী ভাষা বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে। গুরুমুখী ভাষার সহিত বাঙ্গালা ভাষার কিরূপ সম্বন্ধ তাহা সহজে বুঝা যায়। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের পক্ষে ইহা একখানি অভিনব পুস্তক।

বাঙ্গালা ভাষায় এই প্রকার পুস্তক প্রকাশিত হওয়ায় নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। নানকের পবিত্র ও নির্ম্মল ধর্ম্মমত অনেক মধ্যে অতিসুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে।

এই পুস্তকের অন্তর্গত দুইটী শ্লোক পাঠক-পাঠিকাগণের অবগতির জন্য প্রদত্ত হইল।—

সরব ধর্ম্মমহি শ্রেষ্ঠ ধর্ম।
হরিকো নাম জপি নির্ম্মল কর্ম।
সগল ক্রিয়া মহি ঊত্তম কিরিয়া।
সাধ-সংগ দুর্মতি-মল হিরিয়া।
সগল উদম মহি উদম ভলা।
হরিকা নাম জপহু জীয় সদা।
সগল বাণী মহি অমৃত বাণী।
হরিকো যশ শুন রসন বখানী।
সগল থানতে ওহু উত্তম থান।
নানক জিহ ঘট বসৈ হরি নাম॥

সকল ধর্ম্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, নির্ম্মল কর্ম্ম হরি-নাম জপ করা।

সাধুসঙ্গে মনের ময়লা দূর হয়। সকল উদ্যমের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উদ্যম, যদি জীব সর্ব্বদা হরি নাম জপ করে।

সকল বাণীর মধ্যে তাহাই অমৃত বাণী, যদি হরির যশ শ্রবণ ও কীর্ত্তন করা হয়।

সকল স্থান হইতে সেই উত্তম স্থান—নানক বলিতেছেন,—যে হৃদয়ে হরিনাম বর্ত্তমান।

সবদ ভূত আপ বকতারা।
সবদ নৈন আপ পেখণ হারা।
সগল সামগ্রী থাকা তনা।
আপন যশ আপহি শুনা।
আবন জান ইক খেল বনায়া।
আজ্ঞাকারী কিনী মায়া।
সবকৈ মধ অলিপত রহৈ।
যো কিছু কহি না সু আপে কহৈ।
আজ্ঞা আবৈ আজ্ঞা যায়।
নানক যা ভাবৈ তা লয়ে সমায়।

সকল জীবের মধ্যে তিনি আপনি বর্ত্তমান।
সকল নয়নের তিনি নয়ন।
সকল সামগ্রী তাঁহার শরীর মধ্যে।
আপনার যশ তিনি আপনিই শুনিতেছেন।
আসা যাওয়া এক খেলা, তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন।
মায়াকে তাঁহার আজ্ঞাকারী করিয়াছেন।
সকলের মধ্যে নির্লিপ্ত হইয়া রহিয়াছেন।
যাহা কিছু বলিবার তাহা তিনি আপনিই বলিতেছেন।
তাঁহার আজ্ঞায় মানুষ আসিতেছে ও যাইতেছে।
নানক বলিতেছেন, যাহাকে তিনি কৃপা করেন,
তাহাকে আবার আপনার মধ্যে আনেন॥

বিজনানন্দ।

বসে থাকি প্রতিদিন প্রতীক্ষা করিয়া,
গৃহখানি নির্জ্জন হ'বার আশায়,—
বাল বৃদ্ধ একে একে বাহিরিয়া যায়,
বিজনানন্দেতে প্রাণ উঠে যে ভরিয়া।
থাকিতে তখন মোর করিতে বরণ,
(যত) কথা গান হাসি অশ্রু করি নিবেদন।

শ্রী ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ।

মাতৃস্নেহ। *

মাতার সন্তানের জন্য যে স্নেহ বা ভালবাসা, তাহাকেই মাতৃস্নেহ কহে। মাতার দয়া, স্নেহ, আদর যত্ন—অপূর্ব্ব! তাহার তুলনা দিবার শক্তি ক্ষুদ্র মনুষ্যের নাই। শিশুকালে আমরা মাতার ক্রোড়ে বসিয়া স্তন্যপান করিয়াছি এবং তাঁহারই যত্নে বর্দ্ধিত হইয়াছি। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বিদ্যা, বুদ্ধি,

---

* গত অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'মাতৃস্নেহ'-সম্বন্ধে কবিবর শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার দত্ত কর্তৃক প্রদত্ত প্রথম শ্রেণীর পারিতোষিক প্রাপ্ত রচনাটি মুদ্রিত হইয়াছে। এক্ষণে দ্বিতীয় পারিতোষিক প্রাপ্ত রচনাটি মুদ্রিত হইল। ইহা ষষ্ঠ-শ্রেণীর ছাত্রী শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী চৌধুরী লিখিত।

জ্ঞান পাড়িতেছে এবং অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে কিন্তু মাতৃস্নেহের পরিবর্ত্তন কিছুই ঘটে নাই—তাহা অপরিবর্ত্তনীয়। যেমন আগে তিনি আমাদের আদর করিতেন, এখনও তেমনি আদর করেন। সন্তান বুড় হইলেও তিনি তাহাকে ক্ষুদ্র সন্তানের ন্যায়ই স্নেহের চক্ষে দেখেন এবং ছোটকালের মতই আদর-যত্ন করেন, কিংবা করিতে সচেষ্ট হন। আকাশের ও সমুদ্রের যেমন শেষ নাই, মাতৃস্নেহও তেমনই অসীম। যে শিশুকাল হইতেই মাতৃহারা, জগৎ যথার্থই তাহার পক্ষে শূন্য। যদিও সে ভাবে যে, সকলে তাহাকে স্নেহ, আদর এবং যত্ন করে, তথাপি তাহা সত্য নয়। সে বুঝিতেই পারে না যে, লোকে তাহাকে কি রকম স্নেহ করে। যদি সে একবার-মাত্র মাতৃস্নেহের আস্বাদ পাইত, তাহা হইলেই সে বুঝিতে পারিত যে, লোকের স্নেহ-আদর, মাতৃস্নেহের কাছে অতিতুচ্ছ; তাহা মাতৃস্নেহের শত ভাগের একভাগও হইবে না।

এই সকল যদি আলোচনা করিয়া মাতার অনন্ত স্নেহের কথা ভাবিয়া দেখি, তাহা হইলেই মাতাকে স্বয়ং ভগবতী ভাবিয়া ভক্তিভরে করযোড়ে প্রণাম করিতে ইচ্ছা করে। মাতা আমাদিগকে যখন সুখ-সম্পদে সুখী দেখেন, তখন আনন্দে তাঁহার অনন্ত স্নেহ-ভরা হৃদয়খানি উথলিয়া উঠে। তিনি সন্তানদিগকে দশ মাস দশ দিন নিজ জঠরে ধারণ করিয়া কত কষ্ট সহ্য করেন! তাহার পর যখন সন্তান ভূমিষ্ঠ হন, তখন তাহার সরল-সুন্দর মুখখানি দেখিয়া মাতা সেই অসহ্য কষ্ট নিমেষে ভুলিয়া যান। সন্তান যদিও দেখিতে সুন্দর না হয়, তথাপি সে তাহার মাতার কাছে সুন্দর। মাতা যখন অন্যের কাছে নিজের সন্তানের প্রশংসা শুনেন, তখন আনন্দে তাঁহার প্রাণ অধীর হয়। আর যদি নিন্দা শুনেন, তাহা হইলে তাঁহার যে কষ্ট হয়, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। সন্তান যখন বিদেশে লেখাপড়া শিখিতে যায়, তখন মাতা গৃহে থাকেন, কিন্তু তাঁহার প্রাণটী সন্তানের কাছে কাছে থাকে। তিনি সন্তানের মঙ্গলের জন্য দিবারাত্র মঙ্গলময় বিশ্বেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন। কি করিয়া সন্তান সাধুভাবে দুইপয়সা লাভ করিয়া সমাজে মানসম্ভ্রম বাড়াইবে, মাতার শুধু তাহাই প্রার্থনা, তাহাই ধ্যান। সন্তান যতদিন আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে না পারে, তত দিন মাতা তাহাকে আদরের সহিত লালন পালন করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ সন্তানের জন্য এমন ক্লেশ নাই, যাহা জননী অকাতরে সহ্য করিতে না পারেন। তিনি সন্তানের জন্য লোক-নিন্দা ও যত কুৎসা সহ্য করিয়া থাকেন। সন্তান যখন পীড়ায় কাতর হয়, তখন তিনি সর্ব্বদা সন্তানের কাছে কাছে থাকেন এবং তাহার মঙ্গল-কামনায় ঈশ্বরের চরণে নিরন্তর প্রার্থনা করেন। তখন তিনি আহার নিদ্রা সমস্তই ভুলিয়া যান।

মাতার ন্যায় আপন জন আমাদের আর কেহই নাই। মাতা আমাদিগকে যত আদর-যত্ন করেন, এমন আর কেহই করে না। তাঁহার স্নেহের তুলনা নাই। যাঁহারা এমন মাকে প্রাণ ভরিয়া ভক্তি ও সুখী করেন, তাঁহারাই পৃথিবীতে ধন্য। সন্তানের হিতার্থে, সন্তানের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য মাতার প্রাণ অতিতুচ্ছ। বন্য শ্বাপদদিগের মধ্যেও ইহার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ বিষয়ে একটী অতিসুন্দর গল্প আছে।—

একবার দুইজন শিকারী বনে শিকার করিতে গিয়াছিলেন। একটু দূরে তাঁহারা দেখিলেন যে, এক হরিণী ও তাহার ছানাটি নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে। তখন তাঁহারা সেই দিকে ঘোড়া ছুটাইলেন। হরিণী দৌড়াইয়া পলাইতে লাগিল এবং মুহুর্মুহুঃ স্নেহের ছানাটী আসিতেছে কি না, তাহা ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিল। তাঁহারা যে-দিকে

যাইতেছিলেন, সে-দিকে নদীর ধারে ছোট সরু একটা আঁকা-বাঁকা রাস্তা ছিল। সেই রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে হরিণী হঠাৎ দেখিতে পাইল যে, তাহার ছানাটী নদীতে পড়িয়া ডুবু-ডুবু হইয়াছে। সে প্রাণের মমতা ত্যাগ করিয়া কাতর-ধ্বনি করিতে করিতে ছানাটির কাছে লাফাইয়া পড়িল এবং তাহাকে তুলিবার জন্য অশেষ চেষ্টা করিতে লাগিল। অবশেষে অনেক কষ্টে ছানাটীকে তুলিয়া তাহাকে লইয়া চলিয়া গেল। শিকারীদ্বয় দূর হইতে প্রাণীদিগের মধ্যেও এই অদ্ভুত অপূর্ব্ব মাতৃস্নেহ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন।

মাতা অপরের পক্ষে যতই নির্দয়, যতই নিষ্ঠুর হউন না কেন, পুত্রের নিকট তিনি সম্পূর্ণরূপে স্নেহময়ী মাতা। দশরথের দ্বিতীয়া মহিষী কৈকেয়ী বৃদ্ধ স্বামীর মনে কষ্ট দিয়া ভরতের জন্যই—তাঁহার পুত্রের জন্যই—রাজ্য-প্রার্থনা করিয়াছিলেন। দয়াময় ভগবান্ আমাদের লালন-পালনের জন্য স্নেহময়ী মাতাকে দিয়া তাঁহার দয়াময় নাম অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। মা'র কথা মত চলা এবং তাঁহাকে গভীর ভক্তি করা আমাদের কর্ত্তব্য।

শ্রী জ্যোতির্ম্ময়ী চৌধুরী।

চিরাগত।

প্রবাস-বসে ছিলাম প'ড়ে একটী বছর ধরে,
আজ্‌কে আমি ফিরছি দেশে, ফিরছি আপন ঘরে।
গ্রামটী মোদের এখান থেকে নয় ত তত কাছে,
রাস্তা অনেক, যেতে হবে অজয়-নদী মাঝে।
খানিক এসে পল্লুম বসে 'নূতন গাঁয়ের' হাটে,
'মিস্ত্রিদের' চড়কতলায় 'মোড়লদের' ঘাটে।
অবশেষে এলাম চ'লে পাঁচ ছয় ক্রোশ পথ,
ঐই ত সেথা যাচ্ছে দেখা মোদের গ্রামের রথ।
'বামুন-পাড়ার' দীঘীর ঘাটে ধুচ্ছি যবে পা,
চেনা কথা প'শ্‌ল কানে—"আস্‌ছে মুনি-দা"।
"তোমার আশায় আছি ব'সে সারা দুপুর ধরে,
তুমি কিন্তু এলে দাদা! বড্ড দেরী ক'রে।
কাল থেকে মা ভেবেই সারা," শব্দ কভু শুনি;
অম্‌নি বলেন, 'দেখ দেখিরে আসছে বুঝি মুনি'!
হাতের বোঝা হাত থেকে মোর নিল মাথায় ক'রে
"মাকে গিয়ে জানাই" ব'লে ছুটলো তারা ঘরে।
প্রবাসেতে যাদের স্মৃতি হৃদয়-কোণে থাকে,
এলাম আমি তাদের কাছে, আপন জনের মাঝে।
ছল্ ছল্ ছল্ চোখে, ছুটী মা'র, নিলাম পায়ের ধূলি,
আমার পথের সকল কষ্ট গেলাম আমি ভুলি।

শ্রীউমাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

নমিতা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

হাসপাতালের 'ডিউটী' সম্পন্ন করিয়া বাড়ী ফিরিয়া নমিতা গৃহস্থালীর ব্যবস্থা দেখা-শুনা,

মাতার ক্রুগ্নশরীর-সম্বন্ধে যথাসাধ্য যত্ন ও তত্ত্বাবধান এবং অবসর সময়ে চিত্ত-বিনোদনের জন্য পুস্তক-পাঠ বা শিল্প-চর্চ্চা করিত। এখন পীড়িত বালকটিকে লইয়া সে সকল কাজের ভিতর হইতেই খানিক খানিক সময় কাটিয়া-ছাঁটিয়া লইয়া তাহার সেবা-শুশ্রূষার জন্য স্থির করিয়া ফেলিল।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া নমিতা বালকের চিকিৎসা-ভার—আপাততঃ পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য—প্রথম দুইদিন নিজের হাতে রাখিল, কিছু উপকারও পাইল; এবং নাড়াবাড়ির লক্ষণের যে-সমস্ত উপসর্গগুলার আশঙ্কা করিয়াছিল, সেগুলাও দেখিল, তেমন কিছু প্রবল হয় নাই। নমিতার সাহস হইল। সে সাহসকে ভয় ত, উপায়হীনতার দুঃসাহসও বলা চলে, সুতরাং পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া নমিতা এত বড় শক্ত ব্যাপারটায় নিজের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা অযুক্তি বোধে, সহরের প্রান্তবাসী একজন প্রবীণ চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণের জন্য বিমলকে সঙ্গে লইয়া কয়েকদিন আনা-গোনা করিল; দুই দিন তাঁহাকে 'কল'ও দিল। তিনি আসিয়া রোগী দেখিয়া নমিতার চিকিৎসা অভ্রান্ত বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন, এবং পারিশ্রমিক লইতে স্বীকৃত হইলেন না। হাঁসপাতাল-সম্পর্কীয়া নমিতা যে সরকারী সাহায্য-সুবিধা অবহেলা করিয়া সহৃদয়তা প্রকাশপূর্ব্বক ভৃত্যটিকে স্বগৃহে, রোগ-ভোগের জন্য স্থান দিয়াছে, ইহাতে তিনি খুবই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, এবং সেই অজুহাতেই ব্যবসায় দাবী উপেক্ষা করিয়া দর্শনীয় টাকা ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন,—"এতে দুঃখিত হ'য়, মা!"

লজ্জিতা নমিতা বৃদ্ধ চিকিৎসককে অতঃপর আর অনর্থক কষ্ট দিতে ইচ্ছুক হইল না। প্রত্যহ নিজেই যাইয়া তাঁহাকে সংবাদ দিয়া আসিত। সুরসুন্দর নমিতার অনুপস্থিতি-সময়ে নিজে আসিয়া বালকের তত্ত্বাবধান করিত। যেদিন নমিতার রাত্রে 'ডিউটী' পড়িত, সে-দিন সে নিজে স্বেচ্ছায় আসিয়া বিমলবাবুর পড়িবার ঘরে 'ইজি চেয়ারে' রাত্রি-শয়নের ব্যবস্থা করিয়া লইত। বিমল অবশ্য, ইহাতে খুবই খুসী হইত, এবং মাতাও এই পরোপকারী যুবাটির অযাচিত সাহায্যে মনে প্রাণে অনেক ভরসা পাইতেন। নমিতা কিন্তু সুরসুন্দরের এই আচরণে মনে মনে কিছু নিরুৎসাহ হইয়া পড়িত। সে 'ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাইবার' ভয় এড়াইবার জন্য নিজস্বকে বাদ দিয়া যখন নিজেই চুপি চুপি ছোট একটুখানি কাজ সম্পাদন করিতে ইচ্ছুক, তখন তাহার মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির অযাচিত সহৃদয়তাটুকুও যেন বিশেষ ক্লেশকর! কিন্তু সুরসুন্দরকে মুখ ফুটিয়া নিষেধ করিতেও তাহার ক্ষমতা ছিল না। কারণ, অসুস্থা জননী নিজের শরীর লইয়া ত একে বিব্রত, তাহার উপর পরিবারস্থ কেহ পীড়িত হইলে তাঁহার আহার-নিদ্রা বন্ধ হইয়া যাইত। স্বাভাবিক সেবাপরায়ণতা-বৃত্তি তাঁহার প্রকৃতিতে যেমন অপর্য্যাপ্ত ছিল, তাহার সহিত সেবার উপযুক্ত ধৈর্য্য ও সাহস কিন্তু তেমন ছিল না; সামান্য অসুখেও যদি কাহার এতটুকু বেশী কাতরতা দেখিতেন, তিনিও উদ্বেগে অধীর হইয়া পড়িতেন। সেইজন্য নমিতা এইরূপ ব্যাপার হইতে মাতাকে দূরে সরাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিত। কিন্তু কোমলহৃদয়া জননী তাহাতে সুস্থ থাকিতে পারিতেন না, আরও বেশী অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতেন।

এই অনাহূত নিরাশ্রয় পীড়িত বালকের ব্যবস্থার ভার যখন ভগবান্ একান্তই তাঁহাদের উপর অর্পণ করিয়াছেন, তখন তাহার জন্য কাহারও চেষ্টার ত্রুটি রাখা উচিত নয়—এই ভাবিয়া মাতা নিজের শোক-শীর্ণ প্রাণ ও রোগজীর্ণ দেহ

কোনরূপে শক্ত করিয়া অনাথ বালকটির ঔষধ-পথ্য এবং সময়োচিত সাহায্যের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। সমিতা রাগ করিতে লাগিল, বিমল অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল, নমিতাও উল্টা বিপদের আশঙ্কায় যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল। এই বিশৃঙ্খলার মাঝে সুরসুন্দর যখন বিনা আড়ম্বরে অতিসহজ ভাবে আসিয়া বালকের শয্যাপ্রান্তে বসিয়া খানিক ক্ষণের দেখাশোনার ভার লইবার প্রস্তাব করিল, তখন অনেকেই হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। নমিতাও মনে মনে সুরসুন্দরের আচরণটুকু সশ্রদ্ধ ধন্যবাদে অভিনন্দন করিল বটে, কিন্তু তবুও তাহার মাঝে কি যেন কিসের একটা খট্‌কা রহিয়া গেল। মাতা সুরসুন্দরের সাহায্য-সংবাদে নিরুপায় দুর্ভাবনার মধ্যে যেন উপায়ের সুযোগ খুঁজিয়া পাইয়া আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া জুড়াইলেন। কাজেই, বাধ্য হইয়া অগত্যা নমিতাকেও সমস্ত ব্যাপার 'ভগবান' বলিয়া মানিয়া লইতে হইল—মনের কোণের প্রচ্ছন্ন অস্বস্তিটুকু নিজেরই মানস-কল্পিত ব্যর্থ কুতর্ক বলিয়া জোর করিয়া উড়াইয়া দিল।

সে-দিন দাদা কাজে ব্যস্ত থাকায় অন্য বিমল সঙ্গে যাইতে না পারায়, নমিতা একাকিনীই চিকিৎসকের বাড়ী গিয়াছিল। ছেলেটির রোগের বাড়ের মুখ বন্ধ হইয়া, এখন নির্দিষ্ট ভোগকাল পর্যন্ত সমান অবস্থা থাকিবে; সুতরাং একই ব্যবস্থানুযায়ী চিকিৎসা চলিবে বলিয়া চিকিৎসক মহাশয় অভিমত প্রকাশ করিলেন। যদি দৈবাৎ রোগের গতি থাকিয়া বিগড়াইয়া ভিন্ন পথে ফিরিয়া, সহসা শঙ্কাজনক হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে সেই সেই অবস্থার প্রাথমিক চিকিৎসা-সম্বন্ধে যথাযথ উপদেশ দিয়া, প্রবীণ চিকিৎসক মহাশয় ভদ্রতাবে উক্ত রোগ-সম্বন্ধে চিকিৎসা-ব্যবস্থা-বিষয়ক নিজের একখানি বই নমিতাকে দিয়া বলিলেন, "তুমি ত মা, বেশ বুদ্ধিমতী মেয়ে, তোমায় আর বেশী বলব কি! এই বইখানি নিয়ে যাও, পড়ে দেখো, সবই বুঝতে পারবে।"

নমিতা বিদায় লইয়া বাড়ী চলিল, কিন্তু বেলা তখন অনেকটা হইয়া গিয়াছিল এবং রাত্রে হাসপাতালের 'ডিউটী'ও ছিল; সুতরাং আহারান্তে একটু নিদ্রার প্রয়োজন বলিয়া, শীঘ্র বাড়ী পৌঁছাইবার জন্য সে নিকটস্থ গঙ্গার ঘাটে গিয়া একখানা নৌকার চেষ্টা দেখিতে লাগিল।

গঙ্গার ঘাটে আসিয়া নমিতা দেখিল, দুইখানা নৌকা রহিয়াছে। হাসপাতাল-ঘাটে পৌঁছাইয়া দিবার প্রস্তাব শুনিয়া দুই নৌকার মাঝিই পরস্পরের মধ্যে বচসা জুড়িয়া, শেষে নমিতার নির্দ্দেশক্রমে একজনই জিতিল। কিন্তু অনেক বেলা হইয়াছিল, মাঝির জল খাওয়া হয় নাই। সে নিকটস্থ বাজার হইতে সত্বর জল খাইয়া আসিবার জন্য 'থোড়া ঘটিকা'র ছুটি প্রার্থনা করিল। অদৃষ্টের বিধান অলঙ্ঘনীয় ভাবিয়া, নমিতা ঈষৎ হাসিয়া তাহাতেই স্বীকৃত হইল এবং নৌকারই 'ছই'এর মধ্যে ঢুকিয়া হাতের বইখানা খুলিয়া পড়িতে বসিল। মাঝি জলযোগ করিবার জন্য চলিয়া গেল।

ইতোমধ্যে একজন ইংরেজ মহিলা গঙ্গার ঘাটে আসিয়া নৌকা ভাড়া করিবার জন্য মাঝিদের ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন। দ্বিতীয় নৌকার মাঝি, এক্ষণে অন্য উপায়ের চেষ্টায় ঘাটের অদূরে কয়েকটি কুচা-ছেলে ও দুইটি ভদ্র-মহিলার সহিত দণ্ডায়মান একজন চশমা-চোখে কোট-গায়ে বাঙ্গালী যুবকের সহিত নৌকা-ভাড়া চুকাইতেছিল। মেম-সাহেবের ডাকাডাকিতে সে নিকটস্থ হইয়া প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিতেই, মেমসাহেব বিনা বাক্যে তাহার নৌকায় উঠিয়া গাম্ভীর্য্যপূর্ণ বদনে বলিলেন, "নৌকা এখনই ছাড়িয়া দাও, আমি হাসপাতাল-ঘাটে অবতরণ করিব।"

মাঝি বোকা বনিয়া গেল। চশমা-চোখে বাঙ্গালী যুবাটি অগ্রসর হইয়া বলিল, উক্ত মাঝির নৌকা তাঁহারা ইতঃপূর্ব্বেই ভাড়া করিয়া লইয়াছে, অতএব মেমসাহেব যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক দ্বিতীয় নৌকাখানিতে গমন করেন ত ভাল হয়। কারণ, সে নৌকায় একজনমাত্র আরোহিণী আছেন, এবং তিনিও হাসপাতাল-ঘাটে নামিবেন।

মেমসাহেব ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া একবার যুবকটির পানে চাহিলেন এবং প্রথানুযায়ী শিষ্টতার সহিত গর্ব্বিত অবজ্ঞায় ক্ষমা চাহিয়া জানাইলেন, সময় নষ্ট করিয়া যুবকের অনুরোধ-পালনের সামর্থ্য তাঁহার নাই। সঙ্গে সঙ্গে মাঝির প্রতি অবিলম্বে নৌকা খুলিবার জন্যও কড়া আদেশ প্রচারিত হইল, এবং মাঝিও সন্ত্রস্তভাবে তৎক্ষণাৎ আদেশ পালন করিল।

নিরুপায় ক্ষোভে ও অপমানে ক্রুদ্ধ যুবকটি তীব্র কটাক্ষে ভাসমান নৌকাখানির দিকে চাহিয়া, আপন মনে বিড় বিড় করিয়া কতকগুলা কি বকিয়া, শেষে মনের সমস্ত ঝালটা একত্র করিয়া কণ্ঠস্বর চড়াইয়া বয়োজ্যেষ্ঠা মহিলাটিকে লক্ষ্য করিয়া রূঢ়ভাবে কহিল, "মা'র যেমন সখ—'গঙ্গা নেয়ে শিবের মাথায় জল ঢালব ;'—এবার ঢাল শিবের মাথায় জল। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! সাধে কোয়ে শাস্ত্রে বলেছে, 'পথি নারী বিবর্জ্জিতা......'!"

নমিতা অনন্যমনে একক্ষণ বই পড়িতেছিল। ইহাদের কথাবার্ত্তার আওয়াজ তাহার কানে অবশ্য কিছু কিছু ঢুকিতেছিল বটে, কিন্তু সেদিকে মনোযোগ দেওয়ার আবশ্যকতা ছিল না বলিয়া, সে একবার ফিরিয়াও চাহিয়া দেখে নাই, ব্যাপারটা কি? এইবার শাস্ত্রজ্ঞানাভিমানী ভদ্রলোকটির বিরক্তি-কর্কশ চীৎকার কানে পৌঁছিতে, নমিতা মুখ তুলিয়া চাহিল, কিন্তু পরক্ষণেই অপ্রতিভ-ভাবে থতমত খাইয়া সে দৃষ্টি নামাইতে বাধ্য হইল। কারণ, সে দেখিল, কঠোর ভ্রূকুটি সহকারে যুবকটী তখনও কটমট চক্ষে নমিতাকেই নিরীক্ষণ করিতেছেন। তাঁহার দৃষ্টি দেখিয়া নমিতার হঠাৎ মনে হইল যে, সে বুঝি তাঁহাদের নিকট কোনও ঘোর অপরাধ করিয়াছে, তাই তিনি এমনভাবে তাহার দিকে দারুণ অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন।

নমিতাকে মুখ ফিরাইতে দেখিয়া—ভদ্রলোকটি কি ভাবিলেন কে জানে,—তিনি কোনও কথা না বলিয়া তাড়াতাড়ি ফিরিয়া চলিলেন। নমিতা চাহিয়া দেখিল, তিনি সঙ্গিগণকে অপেক্ষা করিবার আদেশ দিয়া বরাবর ঘাট ছাড়িয়া উপরের রাস্তায় উঠিয়া, কোথায় চলিয়া গেলেন।

চন্‌চনে রৌদ্রের তাতে পায়ের তলার মাটী খুবই তাতিয়া উঠিয়াছিল। তাহারই উপর ছোট ছোট ছেলেগুলির সহিত দুইটি মহিলা নিরুপায়ভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন দেখিয়া, নমিতার মন বড়ই বিচলিত হইয়া উঠিল; তাহার ইচ্ছা হইল সে উঠিয়া গিয়া উঁহাদের কোনওরূপে একটু বিশ্রামের উপায় স্থির করিয়া আসে। কিন্তু ক্ষণ-পরেই তাঁহাদের অভিভাবক ভদ্রলোকটির মুখ মনে পড়িতেই নমিতার চিত্ত সে সঙ্কল্পে বিমুখ হইল। সে ভাবিল, থাক, তাহার ক্ষমতা কতটুকু, এবং অযাচিত সাহায্য! ব-নাম অনধিকার চর্চ্চার প্রয়োজনই বা তাহার কিসের?

মনকে চোখ রাঙ্গাইয়া শাসন করা চলে, কিন্তু মনের ভিতর আর যাহা আছে, তাহাকে শাসনে রাখা চলে না। নমিতার ভিতরে ভিতরে কেমন অস্থিরতা ধরিল। ধিক্! কি নির্দ্দয়তা তাহার! নৌকার 'ছই'এর শীতল আশ্রয়ে বসিয়া সে নিশ্চিন্ত আরামে অন্যের শারীরিক রোগ নির্দ্ধারণ ও প্রতিকার-ব্যবস্থা খুঁজিতেছে, কিন্তু তাহার নিজের হৃদয়াভ্যন্তরে যে নিষ্ঠুর মূঢ়তার ব্যাধি জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছে, তাহার সন্ধান লইবে কে? তাহার শাস্তি

রহিবে কে? অনুতপ্ত নমিতা বৃশ্চিক-দষ্টের ন্যায় ব্যস্তভাবে বই ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।—ছিঃ ছিঃ! কি ক্রুর নীচতাই তাহার অভ্যন্তরে দিনে দিনে সঞ্চারিত হইতেছে! মানুষের রূঢ়তা-মূঢ়তার আঘাতে তাহার অন্তরেও হৃদয়হীন ঔদ্ধত্য জাগ্রৎ হইয়া উঠে! ধিক্!—সে না এক দেবোপম-মহত্ত্ব-গৌরবে, অতুলনীয় ক্ষমাশীল স্বর্গীয় মহাত্মার প্রাণের শিক্ষায় ও স্নেহের শোণিতে হৃষ্ট-পুষ্ট আদরের আত্মজা! ছিঃ ছিঃ, কি কলঙ্ক! সেই অমর সুন্দর পরিচয়-গৌরবের স্মৃতি স্মরণ করিতেও যে ক্ষোভে লজ্জায় মন ক্ষুব্ধ ও অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে! ছিঃ! শতবার ছিঃ! আত্মাভিমানকে প্রবল করিয়া হতভাগ্য অধম সে পিতার স্বর্গীয় শিক্ষা-সম্মানকেও অপমান করিতে কুণ্ঠিত নয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রী শৈলবালা ঘোষজায়া।

সংবাদ।

১। ইংলণ্ডের সিবিল সার্ভিস পরীক্ষার নিয়ম পরিবর্ত্তন করিবার জন্ম এক কমিটি গঠিত হইয়াছে। যাহাতে কেহ মুখস্থ বিদ্যার উপর নির্ভর করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারে, তদ্রূপ নিয়ম প্রণয়ন করা হইবে।

২। সংপ্রতি লণ্ডনে একটি ভারতীয় মিষ্টান্নাগার স্থাপিত হইয়াছে। তথায় আমাদের দেশীয় মিষ্টান্নের অত্যধিক সমাদর হইতেছে। বহু বৎসর পূর্ব্বে গ্লাসগো নগরে একটি প্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহাতে বাঙ্গালা হইতে কয়েকজন মোদককে লইয়া গিয়া প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে একটি মিষ্টান্নের দোকান খোলা হয়। শুনা যায় যে, সেই দোকানে কচুরি, সিঙ্গাড়া, প্রভৃতির ক্রেতার সংখ্যা এত অধিক হইত যে, দোকানদার সরবরাহ করিতে পারিতেন না। এ দেশে অবস্থান কালেও অনেক ইংরাজ পুরুষ ও মহিলা সন্দেশের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করেন।

৩। সম্প্রতি বড়লাট বাহাদুর ব্রহ্মদেশের প্রাচীন রাজধানী মন্দালয় নগরের দরবারে ঘোষণা করিয়াছেন যে, ব্রহ্মবাসীদিগের জন্য "ত উত্তাইং কি পিতি কিউও সাউং" নামে একটি নূতন উপাধি সৃষ্টি করা হইল। ইহার অর্থ—"যিনি স্বদেশের মঙ্গলকর কোনও কার্য্য করিয়াছেন।"

ভারতবর্ষের ডাকঘর। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ্চ যে বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই বৎসরে পোষ্ট আফিস-সমূহে ১০৫ কোটি ২০ লক্ষ পত্রাদি বিলি হইয়াছে, তন্মধ্যে রেজিষ্টারী করা পত্রাদির সংখ্যা ২ কোটি ৫৫ লক্ষ। এই বৎসর ২ কোটি ৯১ লক্ষ টাকার ডাক-টিকিট বিক্রীত হইয়াছিল। ভ্যালু পেয়েবল ডাকে ১৩ কোটি টাকা আদায় হয়। ইনসিওর অর্থাৎ বীমার সংখ্যা প্রায় ৭০ লক্ষ, ইহাতে ৭৪ কোটি টাকা আদায় হইয়াছিল। ডাকঘরে যে কুইনিন বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা আছে, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের ১২ হাজার ১ শত ৩৬ পাউণ্ড কুইনিন বিক্রীত হইয়াছে। সেভিংস ব্যাঙ্কের খাতায় ১৬ লক্ষ ৬০ হাজার ৪ শত ২৪ জনের হিসাব ছিল এবং ১৫ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা এই হিসাবে জমা ছিল। ডাকঘর সমূহে পোষ্টাল লাইফ ইন্সিওরেন্স অর্থাৎ জীবনবীমার ২৫৮০৭ পলিসি ছিল, তাহাতে ৩ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা খাটিয়াছিল।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 643 — MARCH, 1917.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৪ বর্ষ। ৬৪৩ সংখ্যা। — ফাল্গুন, ১৩২৩। মার্চ্চ, ১৯১৭। — ১১শ কল্প। ১ম ভাগ।

নমিতা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

নৌকা হইতে নামিয়া নমিতা তীরে উঠিলে, যুগপৎ কয়েক জোড়া কৌতূহলী দৃষ্টি তাহার উপর আপতিত হইল। চারিদিক্ চাহিয়া আরক্ত-বদনা নমিতা একবার অস্থির-চিত্তে একটু ইতস্ততঃ করিল, তাহার পর ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া শিশু-ক্রোড়ে দণ্ডায়মানা অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কা রমণীকে সম্বোধন করিয়া কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "আপ্‌নারা কোথায় যাবেন?"

রমণী যেন প্রত্যুত্তর দিবার জন্য উদগ্রীব হইয়াছিলেন; নমিতার প্রশ্ন শেষ হইতে না হইতে বলিলেন, "আমরা 'বার-দুয়ারীর' ঘাটে নামব।—কিন্তু দেখুন দেখি, কি বিপদে পড়া গেছে, একটাও নৌকো নেই।"

"আপ্‌নারা নৌকো খুঁজছেন, বার-দুয়ারীর ঘাটে নাম্‌বেন?"—সাগ্রহে এই প্রশ্ন করিয়া নমিতা অগ্রসর হইয়া বলিল, "আপ্‌নাদের যদি আপত্তি না থাকে, তা'হলে এই নৌকোয় যেতে পারেন। আমি 'হাসপাতাল-ঘাটে' নেমে যাব, তারপর আপ্‌নারা বার-দুয়ারীর ঘাটে গিয়ে নাম্‌বেন।"

রমণী বয়োজ্যেষ্ঠার মুখপানে চাহিলে, বয়োজ্যেষ্ঠা মহোদয়াও এই লোভনীয় প্রস্তাবে কিছুমাত্র অসম্মতি প্রকাশ করিলেন না। কিন্তু সম্মতি-প্রকাশেও বোধ হয় তাঁহার সাহসে কুলাইল না, তাই ইতস্ততঃ করিয়া আম্‌তা-আম্‌তা ভাবে বলিলেন, "কি জানি বাছা, অরুণ আসুক, দেখি সে কি বলে……।"

অবিলম্বে অরুণচন্দ্র অদূরে পথের মোড়ে দেখা দিলেন। নমিতা চাহিয়া দেখিল, অরুণই বটে!—রুক্ষ কুন্তল শুষ্ক তিনি তর্জনী উঠাইয়া পিছনের

একটা লোকের উদ্দেশে কি বলিতে বলিতে আসিতেছেন। বিস্মিতা নমিতা দেখিল, অরুণবাবুর পশ্চাতে গোবেচারীর মত সঙ্কুচিতভাবে আগমনশীল সেই লোকটা নমিতার অধিকৃত সেই নৌকার মাঝি।

নমিতা বুঝিল, অরুণবাবু তখন তাড়াতাড়ি চলিয়া গিয়াছিলেন মাঝিকে পাকড়াও করিবার জন্য। নমিতার মনে মনে একটু হাস্যোদ্রেক হইল;—ভদ্রলোক মাঝিকে ডাকিয়া আনিয়াছেন বেশ করিয়াছেন,—কিন্তু অল্প-জীবন্ত নমিতা নৌকায় বসিয়া আছে দেখিয়া, তিনি তাহাকে আধ্‌খানা কথা না বলিয়া কেন অনর্থক কষ্ট করিয়া মাঝির পেছুতে ছুটিলেন! নমিতাকে একটা কথা বলিয়া বালক-বালিকাদের সহিত স্ত্রীলোক-দুইটিকে নৌকায় উঠাইয়া দিলেই ত গোল চুকিয়া যাইত। ইহাঁরা রৌদ্রতাপে অনর্থক এতখানি কষ্টও ভোগ করিতেন না!

কিন্তু ইহা নমিতার যুক্তি। অপরের তর্ক ইহার অস্তিত্বটা পর্য্যন্ত উড়াইয়া দিতে পারে। অতএব নিষ্ফল বিতণ্ডায় প্রয়োজন কি? বিশেষ, অরুণবাবুর সেই কঠোর অপ্রসন্নতার উপর দন্তস্ফুট করাও অসহনীয় হইত! নমিতা নীরবে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

কাছাকাছি হইয়া নমিতাকে দেখিয়া বুদ্ধিমান্ অরুণবাবু পশ্চাদ্বর্ত্তী মাঝিকে কি ইঙ্গিত করিলে, মাঝি অগ্রসর হইয়া সেলাম করিয়া সবিনয়ে নমিতাকে বলিল, "মেমসা'ব, আমার অন্য সোয়ারী ঠিক হয়ে গেছে—এখানে আমি ভাড়া বেশী পাব।"

চমৎকৃতা নমিতার দৃষ্টি পরিষ্কার হইয়া গেল।—ভদ্রলোক অরুণবাবুর ভদ্রতাটুকু সমস্তটাই! তিনি গর্হিত মেমসাহেবটির আচরণের প্রতিহিংসা নিরপরাধা নমিতার উপর দিয়া শোধ লইতে চাহেন।

কিন্তু থাক, আক্ষেপের বিরোধে লাভ কি? অরুণবাবু যাহা খুসী করিতে পারেন বলিয়া কি নমিতাকেও ঠিক তাহাই করিতে হইবে! সে নমিতা অন্ততঃ একজন মানুষের কন্যা! সেটুকু তাহার কোন মতেই ভুলিলে চলিবে না।

বলপূর্ব্বক আত্মদমন করিয়া প্রসন্ন ধৈর্য্যে নমিতা বলিল, "বেশ ত তোমার লোক্‌সানের ত কিছু দরকার নেই। আমিও তাঁদের সঙ্গেই তোমার নৌকায় যাব, তা'তে বোধ হয়,—(অরুণবাবুর দিকে শান্ত স্থির দৃষ্টি তুলিয়া পরিষ্কার কণ্ঠে) আপনার তাতে কোন আপত্তি নেই?"

অরুণবাবু হঠাৎ থতমত খাইয়া যেন কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। একজন অপরিচিতা যুবতী যে এমন ভাবে তাঁহার মত লোককে এত অসঙ্কোচে মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিতে পারে, ইহা যেন তাঁহার স্বপ্নের অগোচর। ঘাড় চুলকাইয়া জড়িতস্বরে তিনি বলিলেন, "আজ্ঞে, তাতে আর—তাতে আর।"—

"আপত্তি নেই ত?" এই বলিয়া মুখ ফিরাইয়া ভদ্রমহিলা-দুইটির পানে চাহিয়া, অত্যন্ত সরল ও সহজভাবে—যেন কতকালের পরিচিতের মত—নমিতা বলিল, "বেশ, তবে আর দেরী কেন? আপনারা নৌকোয় আসুন।"

নমিতা পুরোবর্ত্তী হইলে, অল্পবয়স্কা মহিলাটি অরুণবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ঠাকুরপো! ভুতির পায়ে ব্যথা, ওকে এইটুকু কোলে কোরে নিয়ে চল না!"

"আমি পার্ব্বো না। তোরা নে।" এই বলিয়া অরুণবাবু খট্‌-খট্‌-শব্দে জুতা ঠুকিয়া অগ্রসর হইলেন। আদেশপ্রাপ্ত ভোলা অসন্তুষ্টভাবে ঠোঁট-মুখ বাঁকাইয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "বাবা রে, আমাকেই যত ফরমাস!"

নমিতা ফিরিয়া চাহিল। পঞ্চদশ-বর্ষীয়

বালকটি যে তিন বৎসরের ছোট খুকীকে কোলে রাখিতে পারিবে না, তাহা নহে; বহিবার সামর্থ্য তাহার যথেষ্ট আছে, তবে ইচ্ছা এতটুকুও নাই। কিন্তু সেজন্য তাহাকে আদৌ দোষ দেওয়া চলে না। পঁচিশ বৎসরের ঊর্দ্ধ বয়সের যুবকটি যদি প্রচুর শক্তি-সামর্থ্য সত্ত্বেও সামান্য কাজে এতটুকু খাটিতে অকারণে অসম্মত হন, তাহা হইলে তাঁহার দৃষ্টান্তানুবর্ত্তী অপর একটি পনের বৎসরের বালক যে তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিবে, ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি।

সংশিত অধরে মনের ক্ষোভ দমন করিয়া নমিতা পিছু হাটিয়া ফিরিয়া দাড়াইয়া বলিল, "দাঁড়াও খোকা! আমি ওকে কোলে করে নিয়ে যাচ্ছি—।" এই বলিয়া নমিতা ক্ষুদ্র খুকীটিকে কোলে উঠাইয়া লইল।

অরুণবাবু বিস্মিতভাবে থমকিয়া দাঁড়াইলেন; মহিলাটির ব্যস্ত ও লজ্জিত হইয়া বাধা দানে উদ্যত হইলেন, আর পঞ্চদশ-বর্ষীয় ভোদা হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া বিদ্রুপ-স্বরে বলিল, "ঐ! আপনি ওকে কোলে কোচ্ছেন? আপনি কি ছেলে নেবার ঝি না কি?"

অদ্ভুত যুক্তি! নমিতা বালকের মুখ-পানে চাহিয়া বড় দুঃখেই একটু ম্লান হাসি হাসিল। সে মনে মনে বলিল, 'ধিক্! কিন্তু বালকের দোষ কি? যেমন শিক্ষা, তেমনই ত পরীক্ষা হইবে। যাহাদের শিক্ষাদাতা অভিভাবকগণ শুধু শিক্ষার গর্ব্ব লইয়া বসিয়া আছেন, সার্থকতার সহিত কোন খোঁজ-খবর রাখেন না, তাঁহাদের আদর্শের প্রকৃতির ছাঁচে গড়া, এই সমস্ত সুকোমল কচি-প্রাণ আর কি বেশী উন্নতি লাভ করিবে।'

বালকের শিক্ষাদাতা ও অভিভাবক অরুণবাবুর সম্মুখে বালকের সুন্দর যুক্তিপূর্ণ প্রশ্নের কোনও উত্তর দান অনাবশ্যক বোধে, নমিতা নিঃশব্দে একটা বেদনাক্রান্ত নিঃশ্বাস ফেলিয়া অগ্রসর হইল।

বালকের মাতা অল্পবয়স্কা রমণী ক্রন্দন করিয়া বলিলেন, "মরণ আর কি ছেলের! কথার ছিরি দ্যাখো!"

অরুণবাবুও বোধ হয়, বালকের কথায় অপ্রস্তুত হইয়াছিলেন; বালকের মাতার ভৎর্সনা শুনিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ রুষ্টভাবে বলিলেন,—"বেশ শিখিয়েছ!"

নমিতার হাসি পাইল। সন্তানের কুশিক্ষার জন্য মাতা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দায়ী, একথা সত্যই স্বীকার্য্য; কিন্তু মাতার শিক্ষাহীনতার জন্য দায়ী কে? ... ... মাতার শিক্ষার সময় অভিভাবকগণ কে কোথায় থাকেন তাহার ঠিক-ঠিকানা নাই, কিন্তু পরীক্ষার সময় সকলে চারিদিক হইতে জোট বাধিয়া সাক্ষী হইয়া দাঁড়াইয়া একেবারে "যুদ্ধং দেহি" বলিয়া গর্জ্জিয়া উঠেন!—কি সুন্দর ব্যবস্থা!

কিন্তু দূর হউক, নিষ্ফল মনস্তাপ মনের ভিতরেই চাপা থাক্, উহা লইয়া নিজের চিত্ত-গ্লানির মধ্যে তিক্ত-বিরক্ত হইয়া লাভ কি? গোড়া কাটিয়া আগে জল ঢালিয়া ফসল ফলাইবার চেষ্টায় সাফল্য-সম্ভাবনা থাক্ আর না থাক্, তাহাতে মস্ত একটা বাহাদুরী ত আছে! ইঁহারা তাহাই লইয়া মাতামাতি করুন। নমিতা তাহার মধ্যে কথা বলিবার কে? কিন্তু তবু, বালকের মাতার উজ্জ্বল বুদ্ধি-শ্রী-রঞ্জিত শ্যাম-সুন্দর মুখখানির পানে চাহিয়া অজ্ঞাতে নমিতার একটা নিঃশ্বাস পড়িল। সে ভাবিল, আহা! এই বুদ্ধির সহিত যদি বিদ্যার সৌন্দর্য্য-সঞ্জাত রমণীয় মাধুর্য্য-দীপ্তি সংযুক্ত হইত, ঐ কোমল মাতৃ-করুণা-বিকশিত বদনে যদি উহার উহার জ্ঞানের মহিমা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত, ঐ বুদ্ধিমতার দীপ্তি-সজীবতা-বিকশিত দৃষ্টি-প্রান্তে যদি

সুশিক্ষার প্রসন্ন বিমল জ্যোতি, প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিত,—তাহা হইলে এই অশিষ্ট সন্তানের অসভ্যতার শিক্ষাদাত্রী লজ্জা-কুণ্ঠিতা মাতা আজ, সুশিষ্ট পুত্রের সভ্যতা-শিক্ষা-বিধানের জন্য যশোগৌরবে সমলংকৃতা হইতেন না কি?

বিরক্ত অরুণবাবু নৌকার দিকে অগ্রসর হইয়া চলিলেন। অন্যমনস্কা নমিতা ক্রোড়স্থ ক্ষুদ্র বালিকার মচ্‌কান বেদনাযুক্ত পায়ের চুণ-হলুদ-মাখান ফুলা স্থান টিপিয়া টিপিয়া পরীক্ষা করিতে করিতে ধীর পদ-সঞ্চারে সকলের শেষে নৌকার নিকট গিয়া পৌঁছাইল। অরুণবাবু ছেলেদের হাত ধরিয়া নৌকায় তুলিয়া দিলেন। তাঁহার দাস্ত ও ভ্রাতৃজায়া নৌকায় উঠিলে, নমিতা ক্রোড়ের বালিকাটিকে নৌকায় দিয়া নিজেও নৌকায় উঠিবার উদ্যোগ করিতেছে—এমন সময় ঘাটের উপর রাস্তায় কাহারও প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল। নমিতা দেখিল, রাস্তা দিয়া শীর্ণদেহ, মলিন ও শুষ্কবদন এক বৃদ্ধা গামছার মোট মাথায় করিয়া রৌদ্র-তাপে শ্রান্ত ও ক্লান্ত ভাবে ধুঁকিতে ধুঁকিতে চলিয়াছে! তাহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নমিতা চমকিত হইল। বিস্ময়-ক্ষুব্ধ নমিতার কণ্ঠ হইতে আপনা-আপনি সাগ্রহ করুণ আহ্বান ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল:—"মকবুলের মা!"

নমিতার আহ্বান বৃদ্ধার কানে পৌঁছিল। বৃদ্ধা এ-দিক ও-দিক চাহিয়া নমিতাকে দেখিতে পাইয়া, আশ্চর্যান্বিতা হইয়া বলিল, "তসলীম বিবি, তুমি এখানে?"

নমিতা সংক্ষেপে জানাইল, একটু প্রয়োজনে সে এইদিকে আসিয়াছিল। তাহার পর ব্যগ্র ও উৎকণ্ঠিত ভাবে সুধাইল, "তুমি কি গামছা বিক্রী করবার জন্যে এই রোদ্দুরে রোগা শরীর নিয়ে বেরিয়েছ, মকবুলের মা?"

নিঃশ্বাস ফেলিয়া বিষাদের হাসি হাসিয়া মকবুলের মা বলিল,—"পেট ত আছে মা! নসীবের লেখা—কি কোরবো বল? আল্লার কলম...!"

নমিতার বুকে ধ্বক্ করিয়া ঘা বাজিল!—আল্লার কলম দুর্ভাগার অদৃষ্টে এত নিষ্ঠুর শাস্তির বিধান এমন কঠোরভাবে দাগিয়া দিয়াছে! ওঃ কি ভয়ানক!—দুরন্ত রৌদ্রে গামছার মোট লইয়া ইহাকে রোগ-দৌর্ব্বল্য-খিন্ন দেহখানি লইয়া পুড়িতে পুড়িতে পথে ছুটাছুটি করিতে হইবে! তাহা না হইলে, আহারের উপায় নাই!—ইহাই আল্লার কলম!

কাশিতে কাশিতে মুখ ফিরাইয়া নমিতা মুখের ঘাম মুছিয়া পুনশ্চ ফিরিয়া দাঁড়াইল। আল্লার কলমের রেখা কাহারও মুছিবার সাধ্য নাই। সুতরাং, বার মাস ত্রিশ দিনই এই দুর্ভাগা বিধবা বৃদ্ধাকে এমনই ভাবে রৌদ্রে পুড়িয়া, জলে ভিজিয়া গামছা বিক্রী করিয়া খাইতে হইবে, ইহা অবশ্য অকাট্য সত্য; কিন্তু তবুও সম্মুখে যখন সুবিধাটুকু রহিয়াছে, তখন সেই সুযোগকে—অন্ততঃ নমিতার সহজসাধ্য সুযোগটুকুকে—কেন অনর্থক ছাড়িয়া দেওয়া হয়?

সম্মুখে দণ্ডায়মান অরুণবাবুর দিকে একবার চাহিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া নমিতা মকবুলের মাকে বলিল, "তুমি বাড়ী ফিরছ ত? এতটা পথ হেঁটে যেতে অনেক দেরী হবে, এই নৌকোয় আমাদের সঙ্গে চল না?—"

বৃদ্ধা প্রান্তবদনে হাসিয়া বলিল, "না বেটী, তোমরা যাও! ওর ভেতর আমি কোথায় বসব?"

নমিতা। কেন, জায়গা ত যথেষ্ট রয়েছে! তুমি এস মকবুলের মা! তোমায় ভাড়া দিতে হবে না—।

অপেক্ষাকৃত দৃঢ়তার সহিত মাথা নাড়িয়া

মকবুলের মা বলিল, "না বেটী! আমি যাব না।"

ক্ষুব্ধ নমিতা নিজের নির্ব্বুদ্ধিতাকে ধিক্কার দিল। তাড়ার কথাটা উল্লেখ করিয়া বৃদ্ধাকে আশ্বাস দিতে গিয়া, না বুঝিয়া সে বোধ হয়, তাহার সম্মানে আঘাত করিয়া তাহাকে অনর্থক ক্ষুব্ধ ও অপমানিত করিয়াছে। অগ্রসর হইয়া ক্ষমাপ্রার্থীর কণ্ঠে বিনীত-ভাবে নমিতা বলিল, "এস মকবুলের মা, তোমায় এমন ভাবে রাস্তায় রোদে ছেড়ে দিয়ে গেছি, শুন্‌লে মা রাগ কোর্‌বেন। তাঁকে কি বোল্‌ব বল দেখি?"

স্নেহ-সুন্দর-বদনের এমন স্মিত-কোমল সুমধুর প্রশ্ন শুনিলে, কাহার না মন আর্দ্র ও অভিভূত হইয়া ধরা দিতে চায়! তেজস্বিনী দরিদ্রা বৃদ্ধার দৃঢ়তা একটু টলিল। সস্নেহে হাসিয়া আদরের সহিত বৃদ্ধা বলিল, "বিবিকে আমার সেলাম দিও, বেটী! কিছু মনে কোরো না, এইটুকু পথ আমি খুব যেতে পার্ব্বো।"

নমিতা। যেতে পারবে জানি, আর যেতেও নিশ্চয়, তা জানি;—কিন্তু এখানে যখন এসে পড়েছ, দেখা যখন হয়েছে, তখন.........?

অরুণবাবুর বদনে রুক্ষ ভ্রূকুটীর স্থলে ক্রমশঃ বিস্ময় ও আগ্রহের চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল; একটা কিছু বলিবার বা করিবার সুযোগ খুঁজিতে তিনি উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিলেন। বৃদ্ধার প্রতি নমিতার কোমল স্নেহাঞ্চিত অনুরোধ উপরোধ শুনিতে শুনিতে বুদ্ধি-কৌশলের চাতুরী তাঁহার মস্তিষ্কটাকে সজোরে নাড়া দিয়া গেল। কর্ত্তিত্বের সহিত কর্ত্তৃত্বের চাল চলিবার জন্য, ওকালতীর সুরে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আরে এস মা বুড়ী! কুটুম্বিতের জন্যে মানের কান্না কেঁদে, শেষে কেন অকারণ রোদে হেঁটে কষ্ট পেয়ে মরবে? গাঁটের কড়ি খরচ করে উনি তোমায় যখন নিয়ে যেতে চাইছেন, তখন 'না' বোলে বোকার মত ঠকছ কেন? চলে এস।"

সাহস পাইয়া নৌকার সম্মুখভাগে উপবিষ্ট পূর্ব্বোক্ত ভোঁদা-নামক বালকটি, পিতৃবোর উপহাস-হাস্য-রঞ্জিত বদনের পানে চাহিয়া ফশ্‌ করিয়া বলিয়া উঠিল, "এ যেন পেটে খিদে মুখে লাজ! কি মজা কাকা! এঁ্যা?—হি—হি—হি!"

বালক নিজের সরস রসিকতার গৌরব-মাহাত্ম্যে উৎফুল্ল হইয়া গর্ব্বে হাসিয়া উঠিল; পিতৃব্যও সে হাসিতে সোৎসাহে যোগ দিলেন। উগ্র বিরক্তিতে নমিতার সমস্ত মুখখানা রাঙাইয়া উঠিল। সে বৃথা যাত্রী করিয়াছে, এই লোকগুলির সামনে বৃদ্ধাকে নৌকায় যাইবার অনুরোধ করিয়া! ইহারা মনে করিয়াছে এই অনুরোধটুকু যেন নমিতার একান্তই দৃপ্ত অনুজ্ঞা! এ অনুগ্রহ প্রত্যাখ্যান করা বুড়ীর পক্ষে ধৃষ্টতা। সুতরাং, তাহারা শুদ্ধ বুড়ীকে এই সৌভাগ্য বরণের জন্য বিদ্রূপের উপদেশ বর্ষণে উদ্যত হইয়াছে!

নিজের উপর নমিতা অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া উঠিল। ছিঃ, বুড়ীকে এমন ভাবে পরের নিকট অপমানিত করাইবার তাহার কি প্রয়োজন ছিল? সহৃদয়তাও হিসাবের উপর প্রকাশ করা উচিত। স্থান-কাল-পাত্র বুঝিয়া তবে কুটুম্বিতার অর্ঘ্য সাজাইতে হয়। নিজের প্রবৃত্তি লইয়া খামকা যথেচ্ছ খেলা খেলিয়া নিজের ক্ষতি এবং পরের মনস্তাপ অর্জ্জন করিয়া, পরের কৌতূহলের নিকট কেন সে নিজেকে খর্ব্ব করিতেছে! অসহিষ্ণু নমিতা বলিল, "না-না, মকবুলের মা, মাপ কর। খুসী হয়, তুমি অমনিই হেঁটে আস্তে আস্তে এস। আমি চল্লুম তা হ'লে।"

নমিতা নৌকায় উঠিল।

অপরিচিত লোক-দুইটির অকারণ কৌতুক-চাপল্যের হাস্যলীলায় বদ্ধা মর্ম্মাহত হইয়া ক্ষুব্ধ

নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাহাদের পানে চাহিয়াছিল। নমিতা নৌকায় উঠিলে, সনিঃশ্বাসে অভিবাদন করিয়া বৃদ্ধা ফিরিতে উদ্যত হইয়া,—সহসা কি যেন মনে পড়াতে—সবেগে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "না বেটী চল তোমার সঙ্গেই যাই—।"

তাহার আকস্মিক ভাব-পরিবর্ত্তনে নমিতা বিস্মিত হইয়া মুহূর্ত্তের জন্য বৃদ্ধার পানে চাহিল। বৃদ্ধা কি নমিতার শ্রদ্ধা-সহৃদয়তার সম্মান রক্ষার জন্য তাহার অনুরোধ-পালনে এতক্ষণে স্বীকৃত হইল? কিন্তু না, নমিতার তাহা ঘটিতে দেওয়া উচিত নয়! নমিতার ইচ্ছা হইল, বৃদ্ধার কার্য্যে বাধা দান করে, কিন্তু সে পারিল না। জরাজীর্ণ বৃদ্ধার রেখা রোগমুক্ত শীর্ণ কম্পিত দেহযষ্টির পানে চাহিয়া করুণ-বেদনায় তাহার চিত্ত বিগলিত হইয়া উঠিল। সে ভাবিল, 'দূর হউক উপহাস বিদ্রূপ, মানুষদের মুখ চাহিয়া সে কেন নিজের মনুষ্যত্ব হারাইবে? উঁহারা যাহা খুশী বলুন।—নিজের কর্ত্তব্য-পালনের ভার নমিতার নিজের উপর;—উঁহাদের যথেচ্ছ চালিত রসনার ব্যঙ্গ ইঙ্গিতের উপর নহে।'

নমিতা অগ্রে আসিয়া হাত বাড়াইয়া বৃদ্ধাকে নৌকার উপর তুলিয়া লইল। করুণ কৃতজ্ঞতায় বৃদ্ধার দুই চক্ষু ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। শুধু আজ বলিয়া নহে, এখানে বলিয়া নহে,—হাসপাতালে রোগ-শয্যায় পড়িয়া, সেই অসহায় অবস্থায় নমিতার সযত্ন-শুশ্রূষা বৃদ্ধার হাড়ে হাড়ে কৃতজ্ঞতার রক্তে আঁকা আছে। সে কি কখনও ভুলিবার বিষয়! আবেগ-ভরে বৃদ্ধা নমিতার ললাটে করস্পর্শ করিয়া চুম্বন করিয়া, জড়িত অস্ফুট স্বরে বলিল, "খোদা ভাল করুন।"

নমিতার বুকের ভিতর একটা পুলকাবহ প্রীতির বেগ ঠেলিয়া উঠিল। চারিদিকে এতগুলা লোকের বিস্ফারিত কৌতূহলী দৃষ্টি বিস্ময়ে আচ্ছন্নমান না দেখিলে, সে হয় ত, সেই মুহূর্ত্তে চোখের জল সাম্লাইতে পারিত না। কষ্টে আত্মদমন করিয়া তাড়াতাড়ি কাজের অছিলায় পরের মুহূর্ত্তটা অতিবাহিত করিবার জন্য নমিতা নিজের ছাতা খুলিয়া নৌকার পার্শ্বে হেঁট হইয়া গঙ্গার জলে ছাতার কাপড়টা ডুবাইয়া বৃদ্ধার হাতে ছাতাটা দিল। তাহার পর তাহাকে দ্বিতীয় বাক্য উচ্চারণের অবকাশ না দিয়া, নৌকার ছই ধরিয়া পার্শ্বের পাটাতনের উপর দিয়া ক্ষিপ্র-সতর্কতার সহিত নৌকার পশ্চাদ্দিকে নমিতা চলিয়া গেল। নৌকার 'ছই'য়ের ভিতর বেশী জায়গা না থাকিলেও দুই জনের বসিবার জায়গা যথেষ্ট ছিল; কিন্তু নমিতা সেটুকুর মধ্যে স্থান লইল না। সে ছইয়ের প্রান্তে যেখানে ছায়া পড়িয়াছিল, সেইখানে বসিয়া বাহিরের দিকে মুখ ফিরাইয়া পূর্ব্ব-পরিত্যক্ত বইখানি তুলিয়া লইয়া পড়িবার উদ্যোগ করিল।

বিস্ময়ে বিমূঢ়া মকবুলের মা বলিল, "ছাতা কি কোরবো?"

নমিতা। তুমি মাথায় দাও।

মকবুলের মা। তুমি?—

"আমার এ দিকে ছায়া পড়েছে, ছাতার দরকার নেই।" এই বলিয়া নমিতা নিশ্চিন্তভাবে পুস্তকে মনঃসংযোগ করিল।

বুড়া মাঝি অনেক দিন গঙ্গায় নৌকা বহিয়া খাইতেছে, অনেক রকমের অনেক লোকের সহিত তাহার অনেকবার আলাপ পরিচয়ও হইয়াছে;—সে অনেক লোক দেখিয়াছে, কিন্তু এমন অদ্ভুত-প্রকৃতির অহংশূন্যা নারী সে আর কখনও দেখে নাই! নিজের জন্য ভালরূপ বসিবার জায়গাটা লইয়াই সকলে ঝগড়া-ঝাটি করিয়া থাকে, কিন্তু এই আশ্চর্য্য মেয়েটি, নিজের ভাল জায়গাটি অপরকে বিনা স্বার্থে দান করিয়া নিজে কি না 'ছই' এর